বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

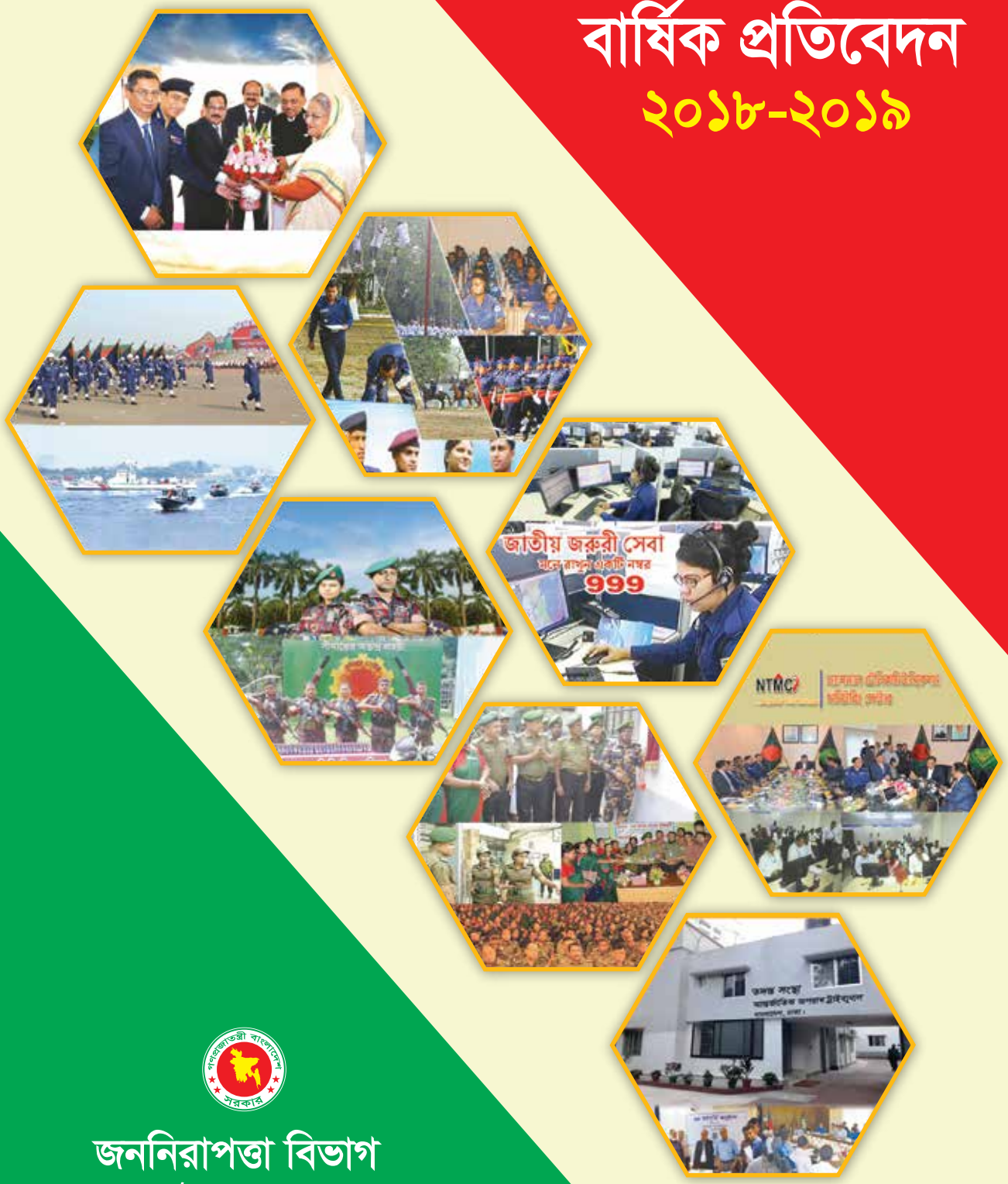

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০১৮-২০১৯

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ
জননিরাপত্তা বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা উপকমিটি

রুহী রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) - আহ্বায়ক
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-সদস্য সচিব
তাহ্‌মিনা বেগম, উপ-সচিব (পুলিশ-৩) - সদস্য
আবু নাছের ভূঁঞা, উপ-সচিব (বাজেট-১) - সদস্য
আবু হাসনাত মোঃ মঈনউদ্দিন, উপ-সচিব (প্রশাসন-৩)-সদস্য
প্রকাশ চন্দ্র কর্মকার, সহকারী প্রোগ্রামার - সদস্য

সহযোগিতায়

জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন
অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশনায়

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mhapsd.gov.bd

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১৯

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে **'রূপকল্প-২০২১','২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ'** এবং 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ আজ শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির গতিপথে অগ্রসরমান। শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। উন্নয়নের অভিযাত্রাকে সুগম ও বাধামুক্ত রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রতিচ্ছবি।

দেশকে সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গি মুক্ত করার জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে সরকার ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে এবং জননিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী পালনের প্রাক্কালে জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সংকলনটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

জননিরাপত্তা বিভাগ ও আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা তাদের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং এ প্রতিবেদনে তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, উন্নয়ন কার্যক্রম ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, স্থিতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার **'ভিশন-২০৪১'**কে সামনে রেখে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। দুর্নীতি, মাদক নির্মূল ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য **'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ'** গঠন।

সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, মাদক নির্মূলে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরে বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা এবং সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, উপকূলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন, কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে এ বিভাগ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি এ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক সহযোগিতার ফলে এ বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কে সকল নাগরিক একটি সামগ্রিক ধারণা পাবেন। নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনে এ বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জনের সঠিক প্রতিফলন এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে এবং তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আহ্বায়কের কথা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ **'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ'** গঠনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন ০৬টি অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সফলতার সঙ্গে একত্রিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম ও সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে জননিরাপত্তা বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড নিয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংকলিত হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগের সামগ্রিক কাজ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সকলে যারা ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ প্রতিবেদন প্রণয়নে সার্বিকভাবে উৎসাহ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং এর সার্বিক সৌকর্য ও বস্তুনিষ্ঠতা অর্জনে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

রুহী রহমান

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ
জননিরাপত্তা বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বিষয়সূচি | পৃষ্ঠা

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৭
বাংলাদেশ পুলিশ	৬৭
র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)	৮৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	৯৫
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	১১৩
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	১১৯
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	১৩৫
তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	১৩৬

NTMC
...Beyond The Horizon

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)
বাংলাদেশ পুলিশ

মেজর জেনারেল মোঃ সাফিনুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদ, এনডিসি, পিএসসি
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

মুহ. আবদুল হাননান খান, পিপিএম
কো-অর্ডিনেটর, তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, জিয়াউল আহসান, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)
পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

দুর্নীতি, মাদকনির্মূল ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য হচ্ছে 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠন'। বাংলাদেশের জননিরাপত্তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ অঙ্গীকারাবদ্ধ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার বিষয়টি সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, মাদক নির্মূলে সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, উপকূলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং অভ্যন্তরে বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার, চোরাচালান দমন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান, জলদস্যু/বনদস্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সাইবারক্রাইম দমনে এ বিভাগ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ভিশন

- ❖ নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ

মিশন

- ❖ জননিরাপত্তা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ❖ আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিতকরণ;
- ❖ বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

জননিরাপত্তা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন জোরদারকরণ;
- সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জঙ্গি কার্যক্রম রোধে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- দেশের জলসীমা সংলগ্ন সীমান্ত টহল ও নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ জোরদারকরণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি

- জননিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং এতদসংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৌশলগত গোয়েন্দা কার্যাবলি পরিচালনা;
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের স্থিতিশীল উন্নয়ন সুসংহতকরণ;
- সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম;
- সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণের প্রয়োজনীয় অস্ত্র, সরঞ্জাম, রসদ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- যুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার যথাযথ প্রসিকিউশন দাখিল এবং ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধান;
- জননিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও চুক্তি সম্পাদন।

জনবল

জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৯৯, পূরণকৃত পদ ১৩৩, শূন্যপদ ৬৬ টি, এর মধ্যে সিনিয়র সচিব ০১ জন, অতিরিক্ত সচিব ০৫ জন, যুগ্মসচিব ১০ জন, উপসচিব ২০ জন, উপপ্রধান ০১ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ০৯ জন, সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ০১ জন, সহকারী প্রোগ্রামার ০১ জন, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ০১ জন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১৫ জন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৮ জন, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ১০ জন, হিসাবরক্ষক ০১ জন, কম্পিউটার অপারেটর ০১ জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১৮ জন, ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর ০১ জন, অফিস সহায়ক ৩০ জন। এছাড়া জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অনুমোদিত পদ ২১৮৯১৪ টি, পূরণকৃত পদ ২০২২২৯ টি এবং শূন্যপদ ১৬৬৮৫ টি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ অনুমোদিত পদ ৫৪১৪২ টি, পূরণকৃত পদ ৫২৩৪২ টি এবং শূন্যপদ ১৮০০ টি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অনুমোদিত পদ ২০৭৩৩ টি, পূরণকৃত পদ ১৮৫১৭ টি এবং শূন্যপদ ২২১৬ টি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর অনুমোদিত পদ ৪৭৭৬ টি, পূরণকৃত পদ ৩০০০ টি এবং শূন্যপদ ১৭৭৬ টি, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার -এর অনুমোদিত পদ ৪৪ টি, পূরণকৃত পদ ২১ টি এবং শূন্যপদ ২৩ টি এবং তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অনুমোদিত পদ ২৮৯ টি, পূরণকৃত পদ ১৮৪ টি এবং শূন্যপদ ১০৫ টি। জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহের সর্বমোট অনুমোদিত পদ ২৯৯০৯৭ টি, পূরণকৃত পদ ২৭৬৪২৬ টি এবং শূন্যপদ ২২৬৭১ টি রয়েছে।

Allocation of Business

1. Security and Intelligence, Police, Armed Police, Railway Police, Port Police, Border Security Force, National Militia and Para Military Forces.
2. Law and order.
3. Administration of B.C.S. (Police).
4. Administration of B.C.S. (Ansar).
5. Administration of Border Guard Bangladesh.
6. Internal security matters relating to public security arising out of dealing and agreements with other countries, INTERPOL.
7. Preventive detention.
8. Proescription of books and publications.
9. Security measures of the Bangladesh Secretariat.
10. Arms Act.
11. Police Commission.
12. Police Awards.
13. Border Security.
14. Anti-Smuggling and related matters.
15. Administration of funds raised by public subscription or donations lying dormant.
16. Control of carnivals, fairs, melas, gambling, betting, etc.
17. The Control of Disorderly and Dangerous Persons (Goondas) Act.
18. Forensic Laboratory.
19. Civil Uniform Rules.
20. War Injuries Scheme and War Injuries Compensation Insurance.
21. Gallantry Awards and decorations in respect of forces under its control.
22. Matters relating to the emergency provisions of the Constitution (other than those related to financial emergency).
23. National festivals.
24. Political pensions.
25. Prevention from the bringing into Bangladesh of undesirable Literature under Customs Act.
26. Poisons.
27. Offences against laws with respect to any of the matters dealt with in this Division.
28. Administration of Explosive Substance Act and Explosive Act.
29. Security and Protection of VVIPsNIPs.
30. The Official Secret Act.
31. Secretariat administration including financial matters allotted to this Division.
32. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
33. Coast Guard.
34. Lawful Tele-Communication Interception and Monitoring according to the Bangladesh Tele-Communication Act.
35. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
36. All Laws on subjects allotted to this Division.
37. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
38. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.
39. Proclamation of Emergency and revocation of Emergency. 141A
40. Suspension of enforcement of Fundamental Rights 141C(1)"; during Emergency.

সাংগঠনিক কাঠামো

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

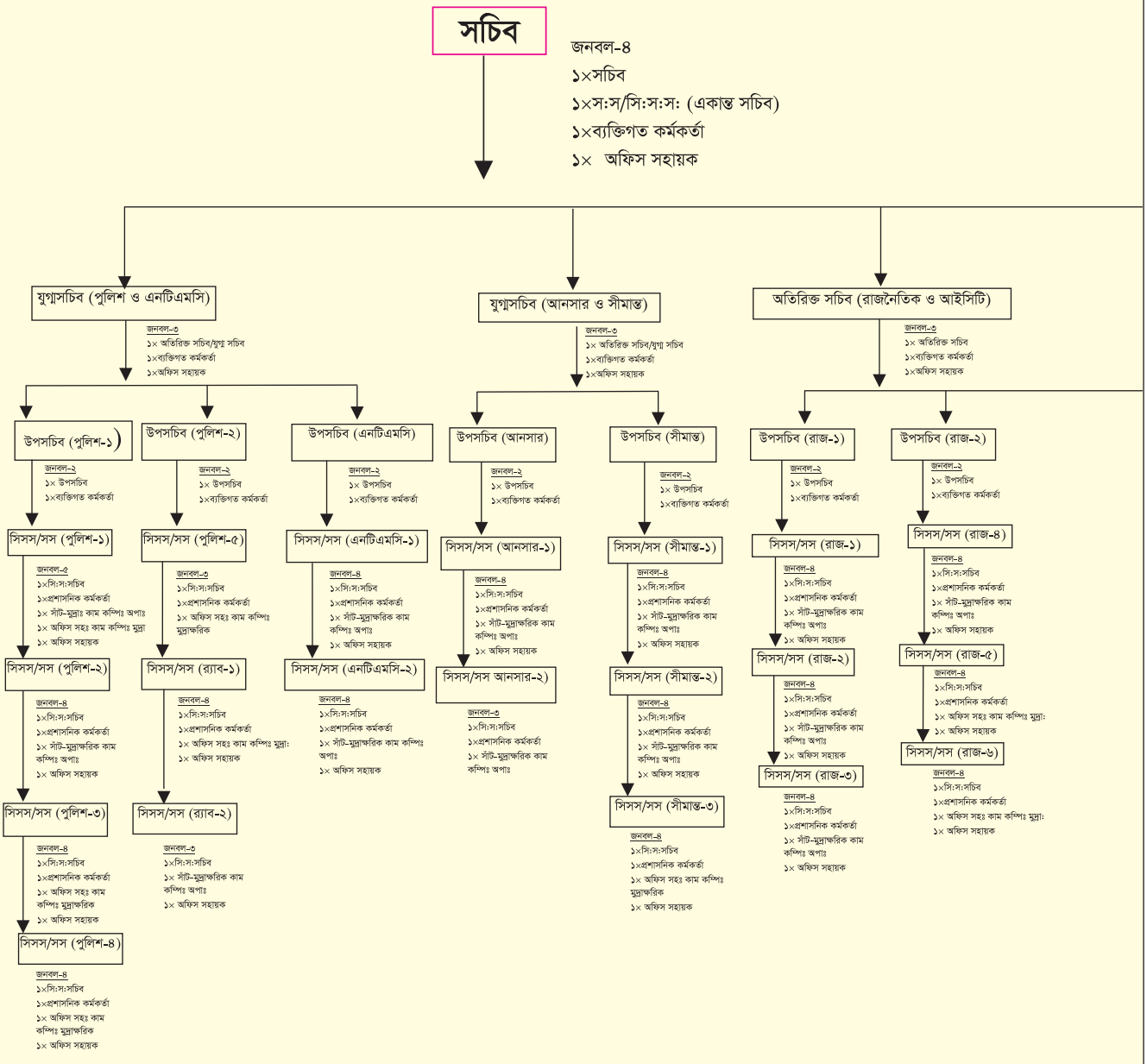

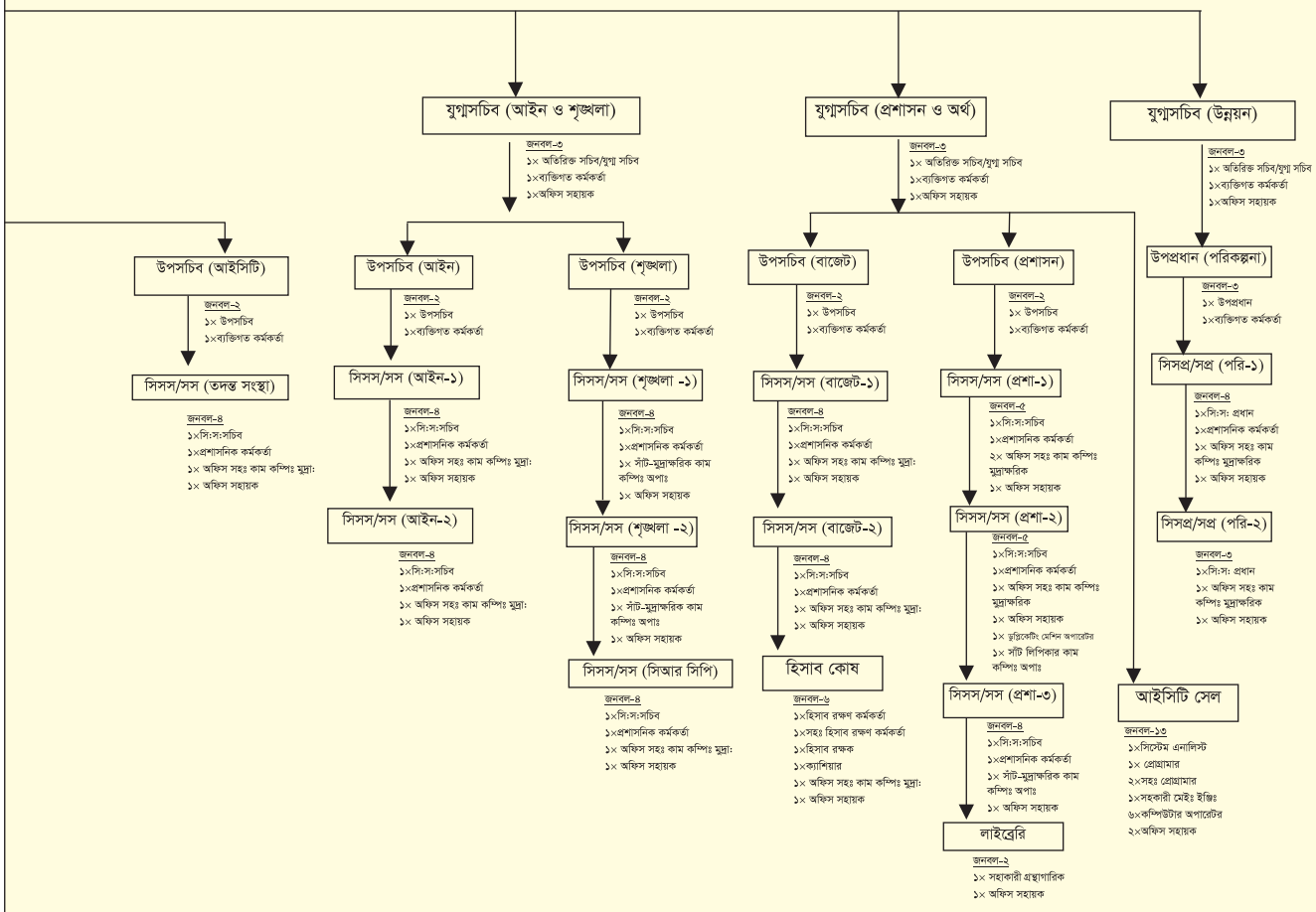
যুগ্মসচিব (আইন ও শৃঙ্খলা)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
উপসচিব (আইসিটি)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (তদন্ত সংস্থা)
জনবল-৪
১×সিঃস:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (আইন)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (আইন-১)
জনবল-৪
১×সিঃস:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (আইন-২)
জনবল-৪
১×সিঃস:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (শৃঙ্খলা)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (শৃঙ্খলা -১)
জনবল-৪
১×সিঃস:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (শৃঙ্খলা -২)
জনবল-৪
১×সিঃস:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (সিআর সিপি)
জনবল-৪
১×সিঃস:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (বাজেট)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (বাজেট-১)
জনবল-৪
১×সিঃস:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (বাজেট-২)
জনবল-৪
১×সিঃস:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
হিসাব কোষ
জনবল-৬
১×হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১×সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১×হিসাব রক্ষক
১×ক্যাশিয়ার
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (প্রশাসন)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (প্রশা-১)
জনবল-৫
১×সিঃস:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (প্রশা-২)
জনবল-৫
১×সিঃস:সচিব
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
১× ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর
১× সাঁট লিপিকার কাম কম্পিঃ অপাঃ
সিসস/সস (প্রশা-৩)
জনবল-৪
১×সিঃস:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
লাইব্রেরি
জনবল-২
১× সহাকারী গ্রন্থাগারিক
১× অফিস সহায়ক
উপপ্রধান (পরিকল্পনা)
জনবল-৩
১× উপপ্রধান
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসপ্র/সপ্র (পরি-১)
জনবল-৪
১×সিঃস: প্রধান
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
সিসপ্র/সপ্র (পরি-২)
জনবল-৩
১×সিঃস: প্রধান
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
আইসিটি সেল
জনবল-১৩
১×সিস্টেম এনালিস্ট
১× প্রোগ্রামার
২×সহঃ প্রোগ্রামার
১×সহকারী মেইঃ ইঞ্জিঃ
৬×কম্পিউটার অপারেটর
২×অফিস সহায়ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালীন সভা।

জননিরাপত্তা বিভাগের সাফল্য ২০১৮-২০১৯

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনের অভিলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখা, স্থল ও সমুদ্র সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান দমনে নিরলস দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেবা কার্যক্রম প্রযুক্তিসমৃদ্ধ। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের নতুন ৫টি রিজিয়ন, ৪টি সেক্টর, ১৫টি ব্যাটালিয়ন, বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো, ৪টি রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং এয়ার উইং সৃজন করায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে কোস্ট গার্ডের জন্য অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল, ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল এবং হাববার প্যাট্রোল বোট, হাইস্পীড বোট ও ফ্লোটিং ক্রেনসহ বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে উপকূলীয় সীমান্ত ও সম্পদের সুরক্ষা জোরদার করা হয়েছে। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রথমবারের মতো সুনির্ধারিত পোশাক ও অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। সাইবার অপরাধ দমনের জন্য মনিটরিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯-এর পূর্বে বাংলাদেশ পুলিশের জনবল ছিল ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৯ শত ২২ জন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিগত দ্বিতীয় মেয়াদে (২০১৪-২০১৮ সালে) প্রতিশ্রুত ৫০ হাজার পদ সৃজনসহ বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের মোট জনবল ২ লক্ষ ১২ হাজার ৭ জন। বিজিবিতে ২৭২২১টি এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ১৩২০টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। বিগত ২০০৯-এর তুলনায় জননিরাপত্তা বিভাগ বর্তমানে অনেক বেশি সক্ষমতা অর্জন করেছে। জনবল বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। জনবলের পাশাপাশি অবকাঠামোগত সুবিধাদি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর যানবাহন ও সরঞ্জাম সংগ্রহের মাধ্যমে এ বিভাগের প্রত্যেকটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান অপরাধ দমন ও সীমান্ত সুরক্ষা সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪টি দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনরত ৬৯১ জন পুলিশ সদস্যের মধ্যে ১৫৭ জন মহিলা রয়েছেন। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবন দস্যুমুক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। বর্তমান সরকারের উজ্জ্বলতম সাফল্য হচ্ছে সন্ত্রাস ও জঙ্গিমুক্ত বাংলাদেশ।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান

সন্ত্রাস ও জঙ্গিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের অভিলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার, সীমান্ত ও সমুদ্র সুরক্ষা, সীমান্তবর্তী এলাকার অপরাধ ও চোরাচালান দমন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জঙ্গিবাদ, চরমপন্থী, জলদস্যু/বনদস্যু দমন, জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, চোরাচালান, মাদক নির্মূল, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ এবং মোবাইল ও সাইবারক্রাইম দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণপূর্বক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন কার্যকরি পদক্ষেপ। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন ইউনিট। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডিএমপির Counter terrorism and Transnational Crim Unit (CTTC), Anti Terrorism Unit (ATU), Special Task Group (STG)। এছাড়াও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধির জন্য গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বাংলাদেশ র‍্যাবের অধীন গঠিত Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) এর সার্বিক সহযোগিতায় সন্ত্রাস ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, তরুণদের উদ্বুদ্ধকরণ, সন্ত্রাসবাদের শিকার পরিবারসমূহ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের সাথে মত বিনিময়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপ, কাউন্টার টেরোরিজম ইনভেস্টিগেশন, সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম এবং ট্র্যান্সন্যাশনাল ক্রাইম -এই চারটি ডিভিশনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, অপরাধীদের গ্রেফতারপূর্বক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সন্ত্রাসী হামলার মাস্টারমাইন্ড, অস্ত্রদাতা ও অর্থদাতা, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতাদের চিহ্নিত করে সিটিটিসি সারাদেশে সন্ত্রাসবাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে বিধ্বস্ত করা হয়েছে।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নতুন আইন প্রণয়নসহ পুরনো আইনসমূহ সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১। আইসিটি এ্যাক্ট, ২০০৬ প্রণয়ন;
২। সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ প্রণয়ন;
৩। মানি লন্ডারিং এ্যাক্ট, ২০১২ প্রণয়ন;
৪। এমএলএ এ্যাক্ট, ২০১২;
৫। ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট, ২০১৮ প্রণয়ন।

ইতোমধ্যেই হোলি আর্টিসানে ভয়াবহ হামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে তদন্ত নিষ্পন্ন করে অভিযোগপত্র দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার কল্যাণপুর, রূপনগর, আজিমপুর, দক্ষিণখান, মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান সংক্রান্তে রুজুকৃত মামলাসমূহের তদন্ত সম্পন্ন করেছে। সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম বিভাগ ই-মেইল হ্যাকিং, ফেইসবুক ক্লোনিং, সাইবার হ্যারাজমেন্ট, প্রশ্নপত্র ফাঁস, জালিয়াতি ইত্যাদি নানাবিধ অপরাধে ভুক্তভোগীদের প্রতিকার প্রদান করছে।

সাইবার অপরাধীদের পাশাপাশি সন্ত্রাসীরাও উগ্রবাদকে উদ্বুদ্ধকরণ, রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং, অর্থ সংগ্রহ করছে, এ সকল অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর Digital Forensic Laboratory এবং Internet Investigation Laboratory-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগর পুলিশকে প্রযুক্তিগত ও ফরেনসিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সিটিটিসির সাইবার বিভাগের হেল্পডেস্কে অভিযোগ গ্রহণ করা হয় ও এ সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। বোম্ব ডিসপোজাল টিম, প্রশিক্ষিত কেনাইন স্কোয়াড, ক্রাইমসিন ইনভেস্টিগেশন টিম এবং এন্টি ড্রাগস ও এন্টিইললিগ্যাল আর্মস রিকভারি টিম নিয়ে গঠিত স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপ সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। SWAT ও বোম্ব ডিসপোজাল টিমের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংযোজিত হয়েছে SWAT VAN এবং দুটি রিমোটলি অপারেটেড ভেহিক্যাল (আরওভি)।

বাংলাদেশ সচিবালয়ের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবেশ পথসমূহে ভেহিক্যাল স্ক্যানার স্থাপন।

বাংলাদেশ সচিবালয়ের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবেশ পথসমূহে ভেহিক্যাল স্ক্যানার স্থাপন।

আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সাথে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবেলার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জনসম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়, সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিহত লেখক, ব্লগার, এ্যাক্টিভিস্টদের পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা, সিকিউরিটি এক্সপার্ট, এ্যাকাডেমিশিয়ান, এনজিও, সাংবাদিক, ধর্মীয় স্কলার এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ।

বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ১৫ জুলাই ২০১৮।

০৭ এপ্রিল ২০১৯ রাজধানীর মিরপুরে পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ (পিএসসি) আন্তঃদেশীয় অপরাধ দমন:সার্ক প্রেক্ষিত (Transnational Crime: SAARC Perspective) শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

বাংলাদেশ-চীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ২৫-২৭ অক্টোবর ২০১৮।

বাংলাদেশ-চীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ২৫-২৭ অক্টোবর ২০১৮-এ স্বাক্ষরিত চুক্তি সম্পাদনের একাংশ।

ইন্টারপোলের মাধ্যমে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা মামলা এবং ২১শে আগস্ট গ্রেনেড বোমা হামলা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের অবস্থান সনাক্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রেড এলার্ট নোটিশ জারিসহ তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত ও কার্যকর ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন, সর্বোপরি, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে বিগত এগার বছরে জননিরাপত্তা বিভাগের মাধ্যমে ১,০১৭টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর এবং ৮৯২টি মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা বিধান

মায়ানমারের বাস্তচ্যুত নাগরিকদের আশ্রয়কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করে রোহিঙ্গা ক্যাম্প সমূহে মাদক, মানব পাচার ও চোরাচালানসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতারোধ এবং এলাকায় দুর্বৃত্তায়ন মোকাবেলা করা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের দেশে বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়া রোধ কল্পে ক্যাম্প এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে।

অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচার প্রতিরোধ করা।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন

বর্তমান সরকারের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে অঙ্গীকার অনুযায়ী নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী পুলিশের সকল ইউনিট যথাযথভাবে কাজ করছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ের পুলিশি ইউনিটগুলোতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি পুলিশ অধিদপ্তর থেকেও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে পুলিশ অধিদপ্তর নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেল ও মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

নির্যাতিত নারী ও শিশু ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও মনোকাউন্সিলিং করার জন্য ৭টি মেট্রোপলিটন এলাকা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় স্থাপিত ০১টিসহ মোট ০৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মনোকাউন্সিলিংসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

পর্নোগ্রাফি রোধ

প্রচলিত আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সকল স্তরের লোকজনকে কমিউনিটিং পুলিশিং ও বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

উইমেন হেল্প ডেস্ক

UNFPA -এর অর্থায়নে বাংলাদেশ পুলিশ "Sustainable Initiative to Protect Women and Girl From Gender Based Violence (STOP-GBV)" শীর্ষক একটি প্রকল্প ডিএমপি, ঢাকা, জামালপুর, বঙ্গবাজার, বগুড়া ও পটুয়াখালী জেলার ৫১টি থানায় বাস্তবায়ন করেছে। এ সকল থানার মধ্যে ১৫টিতে Women Help Desk গঠন করা হয়েছে। উক্ত Women Help Desk এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভিকটিমদের কাউন্সিলিংসহ আইনগত সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

জাতীয় জরুরী সেবা-৯৯৯

দেশে National Emergency Service-999 চাল করা হয়েছে। এ সেবা গ্রহণ করে নির্যাতিত নারীরা জরুরী মুহূর্তে পুলিশি সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

Crime Data Management System (CDMS)

Crime Data Management System (CDMS) এর মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতনে রুজুকৃত মামলা সমূহের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ পূর্বক সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

BD Police Helpline

"BD Police Helpline" Mobile Apps এর মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ দেশের সকল নাগরিক যেকোন সমস্যা জানাতে পারে। এই Apps এর মাধ্যমে প্রেরিত সমস্যা দ্রুততার সাথে সমাধান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

Complaint কমিটি গঠন

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট-৫৯১৬/২০০৮-এর নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশের সকল ইউনিটে কর্মরত নারী সদস্যদের প্রতি যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে Complaint কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আইন প্রণয়ন ও যুগোপযোগী করণ

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে দ্রুত ও কার্যকর ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে চাঁদাবাজি, যানবাহন চলাকালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, যানবাহনের ক্ষতিসাধন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট করা, ছিনতাই, দস্যুতা, ত্রাস ও অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি, দরপত্র ক্রয়, বিক্রয়, গ্রহণ বা দাখিলে জোরপূর্বক বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নতির লক্ষ্যে "আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সলে ১১ নং আইন) প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছিল। আইনটি প্রণয়নের সময় এর মেয়াদ ছিল ২ বছর। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ৬ বারে এর মেয়াদ মোট ১৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ গত ০৭/০৪/২০১৪ তারিখে এর মেয়াদ ৫ বছর বৃদ্ধি করে মোট ১৭ বছর করা হয়। যার মেয়াদ ০৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে শেষ হয়। তাই আইনটির ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও অধিকতর উন্নতির জন্য এ আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত ও কার্যকর ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ধরনের গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নতির লক্ষ্যে "আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৯" নামে অভিহিত করা হয়। যা ১০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সাথে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবেলায় জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমন বিষয়ে প্রতিবেশিদেশসহ ন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ভারতের সাথে উপকূলীয় নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি, চীনের বেইজিং মিউনিসিপ্যাল পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো-এর সাথে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে বন্দি প্রত্যর্পণ ও অপরাধ বিষয়ক চুক্তি।

"জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯" জনগণের হাতের মুঠোয় জরুরী সেবা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ এবং ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন করা। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পুলিশের সেবাকে আরও গতিশীল ও সহজ করার লক্ষ্যে এবং জনগণ যেন একটি শর্ট কোড ব্যবহার করে জরুরী সেবা পেতে পারে সে লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথপ্রদর্শক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইসিটি বিষয়ক সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ-এর নির্দেশনায় 'জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯' জনগণকে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং এ্যাম্বুলেন্সের জরুরী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। জরুরী মুহূর্তে জনগণ যাতে করে দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে একটি নম্বরে ফোন করে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও এ্যাম্বুলেন্স এই তিনটি সেবা পেতে পারে সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে "জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯' এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের কারিগরী সরঞ্জামাদি সংযোজন করে বর্তমানে ১০০টি ফোন লাইনে মোট ৪৫০ জন প্রশিক্ষিত বাংলাদেশ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে একদল ইমার্জেন্সী রেস্পন্ডার, ডিসপাচার, সুপারভাইজারদের মাধ্যমে দেশের জনগণকে জরুরী সেবা সফলভাবে প্রদান করা যাচ্ছে। প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণ এখন জরুরী প্রয়োজনে টোল ফ্রি ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে জরুরী সেবা নিতে পারছেন। যে কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি টেলিফোন, মোবাইল অথবা এসওএস অ্যাপস ব্যবহার করে ভয়েস, "ভিডিও বার্তার মাধ্যমে জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯ থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারে। প্রাপ্ত ভয়েস কল, ভিডিও বার্তা ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস সেন্টার থেকে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে উক্ত সেন্টারের সাথে সংযুক্ত নিকটস্থ পাবলিক সেইফটি আনসারিং পয়েন্টে (পিএসএপি) প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পিএসএপি সেবা প্রদানপূর্বক গৃহীত কার্যক্রম কম্পিউটার সিস্টেমে আপডেট করে সেবা প্রদানের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

৯৯৯ উদ্বোধনের পর থেকে অদ্যাবধি সেবা প্রদানের জন্য গৃহীত কার্যক্রম সমূহ

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ উদ্বোধনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কারিগরি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯৯৯ সার্ভিস সেন্টার ও পিএসএপি (থানা, থানার টহল গাড়ি, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, এ্যাম্বুলেন্স) পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

* ১০০টি লাইনের জন্য ১০০ ওয়ার্ক স্টেশনের সার্ভিস সেন্টার স্থাপন ও কার্যক্রম চালুকরণ,
* সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কম্পিউটার এইডেড ডিসপাস সিস্টেম (CAD) সফটওয়্যার -এর উন্নয়ন,
* কাস্টমার রিলেশনশীপ ম্যানেজমেন্ট (CRM) ও কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS) এর উন্নয়ন,
* জরুরি সেবা প্রদানের জন্য কল টেকার, ডিসপাসার, সুপারভাইজার ও ওয়েবসাইটের জন্য কনটেন্ট নির্মাণ,
* ৯৯৯ সার্ভার স্থাপন এবং টেলিকম অপারেটর ও পিএসটিএন অপারেটরগণের সাথে সংযোগ স্থাপন,
* থানা পর্যায়ে টহলে নিয়োজিত গাড়িগুলোর অবস্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ণয়পূর্বক ইভেন্ট ডিসপাসের নিমিত্তে মোবাইল ডেটা টার্মিনাল (MDT) স্থাপন ও পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালুকরণ,
* দ্রুত সেবা প্রদানের নিমিত্তে থানায় "থানা ডিসপাস সিস্টেম (TDS)" স্থাপন ও পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালুকরণ,
* এমডিটি ও থানা ডিসপাস সিস্টেমের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের নিমিত্তে দুটি ভিডিও ওয়াল স্থাপন ও চালুকরণ,
* দ্রুত সময়ে জরুরি সেবা প্রদানের নিমিত্তে "sos মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন" তৈরি, জনসাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ ও পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালুকরণ,
* ৯৯৯ সার্ভিস সেন্টারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিউর (SOP) তৈরি ও বাস্তবায়ন,
* রিমোট সুপারভাইজারি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন,
* সার্বক্ষণিক সুপারভিশন, মনিটরিং কার্যক্রমের নিমিত্তে কল মনিটরিং ড্যাশবোর্ড তৈরি ও বাস্তবায়ন,
* কম সময়ে দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য জরুরি সেবা প্রার্থীর অবস্থান, পরিচিতি, এনআইডি, ঠিকানা ইত্যাদি ৯৯৯ -এ কল করার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক নির্ণয়ের লক্ষ্যে মোবাইল টেলিকম অপারেটরস, পিএসটিএন (PSTN -Public Switched Telephone Network), আইপিটিএসপি (IPTSP - Internet Protocol Telephony Service Provider) সমূহের সাথে কানেকটিভিটি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে,

* সকল পর্যায়ের নারী ও শিশুকে আরও ফলপ্রসূভাবে জরুরি সেবা প্রদানের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল হেল্প লাইন ১০৯-এর সাথে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর ইন্টিগ্রেশন সম্পন্নকরণ, নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ও দ্রুত জরুরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা ২০১৭-এর আওতায় সকল রাইড শেয়ারিং কোম্পানিগুলোর সফটওয়্যারে এসওএস বাটন যুক্ত ও জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর সাথে ইন্টিগ্রেশনের উদ্যোগ গ্রহণ, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;

* স্বতন্ত্র সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ঢাকা জেলার ডেমরার আমুলিয়া মৌজায় ২,২৭৫০ একর জমির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১২০তম সভায় বরাদ্দ প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে, যা বর্তমানে জেলা প্রশাসক, ঢাকা কর্তৃক অধিগ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

* জরুরি সেবা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ জনবল সৃষ্টির নিমিত্তে ৯৯৯ সার্ভিস সেন্টারে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৯৯৯ সার্ভিস সেন্টার পর্যায়ে ৬২০ জন জনবলকে এবং থানা পর্যায়ে ৪১৩০ জন অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, বিভিন্ন পর্যায়ের জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে ৯৯৯-এর সেবা কার্যক্রমের প্রচার-প্রচারণা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকায় ১২টি ও বিভাগীয় পর্যায়ে ৮টি মত বিনিময় এবং সচেতনতা মূলক কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে;

* ৯৯৯ কর্মরত জনবলের কল্যাণে এমআই রুম ও ডে সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

সেবা প্রদান সম্পর্কিত তথ্যাদি

জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ জরুরি মুহূর্তে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও এ্যাম্বুলেন্সের জরুরি সেবা প্রদান করে। এছাড়াও মোট কলের একটি বড় অংশ অজরুরি তথ্য সেবা। ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ ইং তারিখে উদ্বোধনের পর থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং তারিখ পর্যন্ত সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান নিচে উল্লেখ করা হলো:

কলের ধরণ	কলের সংখ্যা	মোট কলের সংখ্যা	শতকরা হার
জরুরি সেবা (সিএফএস) কল	১৮২৫৫৮	সেবা প্রদান করা হয়েছে ৩১৪৫৯৫২ কলের	২১%
অজরুরি তথ্য সেবামূলক কল	২৫৩৪৭২২		
বিভাগীয় কল	৩৮৩৪৭		
শিশু তথ্য সেবামূলক কল	২৮৬৭৫০		
নারী তথ্য সেবামূলক কল	১০৩৭৫	সেবা প্রদান করা যায়নি ১২১৭৭৩৬২ কলের	৭৯%
ব্ল্যাঙ্ক কল (শব্দহীন)।	৭৯৯৫৯৯৪		
অপ্রাসঙ্গিক কল	১৫৮৯৩৫৮		
অন্যান্য	২৫৯২০১০		
মোট কলের সংখ্যা	১৫৩২৩৩১৪	১৫৩২৩৩১৪	১০০%

জরুরি সেবা (সিএফএস) প্রদানকারী কলের পরিসংখ্যান

সেবার ধরণ	কলের সংখ্যা	শতকরা হার
পুলিশি সেবা	১৩৩৭১৪	৭২%
ফায়ার সার্ভিস সেবা	২৭৬৯৫	১৬%
এ্যাম্বুলেন্স সেবা	২১১৪৯	১২%
মোট কলের সংখ্যা	**১৮২৫৫৮**	**১০০%**

ধরণ অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য পুলিশি সেবার পরিসংখ্যান

সেবার ধরণ	সংখ্যা	সেবার ধরণ	সংখ্যা
দুর্ঘটনা	১৪৪০৬	অপরাধী সংক্রান্ত তথ্য	২৩০৩
মারামারি	১৮৫০২	হুমকি	১১৪০
জননিরাপত্তা সম্পর্কিত ঘটনা	৪৩৬৮	প্রতারণা	১২০৩
শব্দ দূষণ	৬৪৩৫	ব্যক্তি সংক্রান্ত অপরাধ	৮২৬
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত ঘটনা	৭৯৭২	নারীর প্রতি সহিংসতা	৩৬৫৩
মাদক	৬৬৯৬	ঘরোয়া নির্যাতন	১৫৩৬
জুয়া	৬৩৮৮	যৌন হয়রানি	৭৬০
অপহরণ	২৬৯৫	নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন	১৬২৩
পারিবারিক সমস্যা	৪১১৫	খুনের চেষ্টা সংক্রান্ত ঘটনা	৬৪১
চুরি	৪০৮৬	দস্যুতা	১৪৩২
বাল্য বিবাহ	৩৬৯৪	পিকেটিং	৭৮৪
মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য	২৬৬৮	হারানো ঘটনা	১৪৩১
ভূমি দখল সংক্রান্ত ঘটনা	২০৯০	প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোগ	৫৭৮
হিজড়ার আক্রমণ সংক্রান্ত ঘটনা	২৫৪৩	শিশু নির্যাতন	২৪৪
ছিনতাই	১১৫৪	বেপরোয়া যান চলাচল	১২৭
সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ড	১১৭৬	বিস্ফোরণ সংক্রান্ত ঘটনা	৭৬
খুন	২২৫	হতাহত	১২১
ভাংচুর	২৯৪	ছুরিকাঘাত	৭৭
অর্থ পরিবহন সুরক্ষা সংক্রান্ত	৮৩	গুজব	৩২৩৭
সাইবার ক্রাইম	১২৫৭	রাস্তায় অচেতন	৭৯
বজ্রপাত	৪	SOS ইমার্জেন্সি	২৮১
অন্যায় আটক	১১২		
মানব পাচার	৩২		
পুলিশ সংক্রান্ত অন্যান্য জরুরী সেবা	২০০৬৫		

ধরণ অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য ফায়ার সার্ভিস সেবার পরিসংখ্যান

সেবার ধরণ	সংখ্যা
অগ্নিকান্ডের ঘটনা	২৩২০৩ টি
উদ্ধার	৪৩৪৮ জন
গ্যাস লাইন দুর্ঘটনা সংক্রান্ত	৬৪৬টি

এ্যাম্বুলেন্স সেবার পরিসংখ্যান

সেবার ধরণ	সংখ্যা
এ্যাম্বুলেন্স	২১১৪৯ টি

বাজেট ও বরাদ্দ সম্পর্কিত

অবিভক্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বর্তমান জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট বরাদ্দ ১,০৩,৬৬৮,৯৫৮৬ কোটি টাকার মধ্যে অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ৯৬৬৬০.৩১৬৯ (ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত ষাট কোটি একত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকা ও উন্নয়ন বরাদ্দ মোট ৭০০৮.৬৪১৭ (সাত হাজার আট কোটি চৌষট্টি লক্ষ সতের হাজার) টাকা। উল্লিখিত বরাদ্দের মাধ্যমে মোট ৫১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ মোট ১৭টি বড় ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে পুলিশ স্টাফ কলেজ, ব্যারাক ভবন নির্মাণ, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি, সিআইডি অফিস ভবন নির্মাণ, জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ এবং পুলিশ একাডেমি সারদার মডার্নাইজেশন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কোস্ট গার্ড ১৫টি আনসার ও গ্রাম-প্রতিরক্ষা বাহিনী ০২টি, বিজিবি ১৫টি এবং এনটিএমসি ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য-উপাত্ত নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলো:

অর্থ বছর	অনুন্নয়ন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট	সর্বমোট বাজেট	মন্তব্য
২০০৮-২০০৯	৪৪১৪,৮৭,৭৭	৩৬০,১৯,০০	৪৭৭৫,০৬,৭৭	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০০৯-২০১০	৫৮০৮,৩২,৫৫	৪৯২,১০,০০	৯০০ ৪২,	
২০১০-২০১১	৬৬০,৪৩,৯০	৫৫৭,২৯,৮৭	৭২,৭৩,৭৭	
২০১১-২০১২	৭৬৭,৪৩,৯৯	৪৮৮১১,০০	৭৮৫৫ ৫৪৯৯	
২০১২-২০১৩	৮৩১০,৩৫২৩	৬৫,৭৯,৩০	৮৯১৬,১৪,৫৩	
২০১৩-২০১৪	১০১৬,৭২,৫১	৮৬৬,২৭,২৮	১১০২৯,৯৯,৭৯	
২০১৫-২০১৬	১৪৮৬৭,৫৮,৩৯	১১১২,৫৪,০০	১৫৯৮০,১২,৩৯	
২০১৬-২০১৭	১৫৮৯৮,৮২,২৭	৮৮৪,০১,০০	১৬৭৮২,৮৩,২৭	জননিরাপত্তা বিভাগ
২০১৭-২০১৮	১৭২৪৩,০৫,০০	১০৪৪,৮৩,০০	১৮২৮৭,৮৮,০০	
২০১৮-২০১৯	২০১৬৮,৭২,৭০	১২৫৭,৬,০০০	২১৪২৬,৩৫,৭০	

বিগত ১০ বছরে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থার বাজেট ৫৫৩৯ (পাঁচ হাজার পাঁচশত উনচল্লিশ কোটি) টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২১৪২৬ (একুশ হাজার চারশত ছাব্বিশ কোটি) টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা শতকরা হিসেবে ৩৮৭% (তিনশত সাতাশি ভাগ) বেশী।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই বিভাগে বিভক্ত হওয়ার পর জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন বাহিনী ও সংস্থাসমূহের কার্যপরিধি, চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় বিগত ০৩ (তিন) অর্থবছরে ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ প্রায় ১২৮ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিভিন্ন বাহিনীর জনবল ও ইউনিট বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেট চাহিদাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের অতিরিক্ত চাহিদা ৫৬৯৫ কোটি ৫২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা যার বাজেট প্রাপ্তি অর্থ বিভাগের বিবেচনাধীন রয়েছে। মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় জননিরাপত্তা বিভাগের আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাজেট সিলিং ২২,৪৫৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৪,০২৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৫,৭০৬ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। তবে বাস্তব চাহিদা পর্যালোচনায় চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেটের প্রকৃত চাহিদা ২৭১২১ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা।

এসডিজি প্রতিবেদন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি

জননিরাপত্তা বিভাগের বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৪৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে ১৫৭৮.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫৬১.৯১ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৯%। জননিরাপত্তা বিভাগের মোট ৪৫টি প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক ২৮টি, বিজিবি কর্তৃক ০৬টি, কোস্টগার্ড অধিদপ্তর ০৭টি, আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের ০২টি, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)'র ০১টি এবং জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পুলিশ অধিদপ্তরের ৫০টি হাইওয়ে পুলিশ আউটপোস্ট নির্মাণ, ১৯টি নৌপুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যারাক নির্মাণ, বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধকেন্দ্র নির্মাণ, র‍্যাবফোর্সেস -এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতাল আধুনিকী করণ, বিজিবি'র বিভিন্ন বিওপি'র পরিসীমা বরাবর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ, কোস্ট গার্ডের উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমায় উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ এবং চাইল্ড প্রটেকশন এন্ড মনিটরিং প্রকল্প। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের জনগণের নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। জুন ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়েছে এমন ৭টি প্রকল্প (১) এসবি/সিআইডি ভবনের ৭ম তলা থেকে ১১তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২) পিবিআই-এর কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয় (৩) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদা, রাজশাহীতে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন নির্মাণ ও আইটি সেন্টার স্থাপন (৪) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সীমান্ত এলাকায় ৬০টি বিওপি নির্মাণ (৫) বিজিবি সদরদপ্তর, পিলখানা, ঢাকায় অফিসার/সদস্য পদধারী এবং কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (৬) বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের জন্য সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ ও অবকাঠামো নির্মাণ (৭) আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদরদপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন)।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক শেরেবাংলা নগর থানা নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

বিজিবির বিভিন্ন কর্মকর্তাদের জন্য ০১টি ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন।

২০১৫ সলের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি, ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে "২০৩০ এজেন্ডা" এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত দু'দশকে দারিদ্র্য বিলোপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছেলে-মেয়েদের হারে সমতা, পাঁচ বছরের নীচে শিশু-মৃত্যুর হার ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাস করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নন্দিত ও বিশ্ব স্বীকৃত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)" অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ অভীষ্ট-১৬ (Goal-16) এর ৯টি সূচকের (Indicators) বিপরীতে লীড বিভাগ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। ইতোমধ্যেই বর্ণিত সূচকসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (Monitoring & Evaluation Framework) প্রণীত হয়েছে। উল্লিখিত সূচকসমূহের মধ্যে ১৬১১ এবং ১৬২২ উল্লেখযোগ্য। এ সূচকসমূহের বিষয়বস্ত নিম্নরূপ :

লিঙ্গ ও বয়সভেদে প্রতি ১ লক্ষ জনে পরিকল্পিত খুন (Intentional Homicide) -এর শিকার এমন মানুষের সংখ্যা।

লিঙ্গ, বয়স ও শোষণের ধরণভেদে প্রতি ১ লক্ষ জনে মানব পাচারের শিকার এমন জনসংখ্যা।

উপর্যুক্ত দু'টি সূচকের বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে বাংলাদেশ পুলিশ। পাশাপাশি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এরও এক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও এ বিভাগ অভীষ্ট-৩ (Goal-3) এর ০২টি সূচকের (৩৪২ এবং ৩৬১) বিপরীতে লীড বিভাগ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। সূচকদ্বয়ের বিষয়বস্ত নিম্নরূপ:

প্রতি ০১ লক্ষ জনে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহার।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সূচকসমুহের বিপরীতে এ বিভাগের অর্জন নিম্নরূপ:-

সূচক	ভিত্তি বছর (২০১৫)	লক্ষ মাত্র			অর্জন জুন ২০১৯
		২০২০	২০২৫	২০৩০	
৩.৪.২	৩.৬.১৯	৬.৬৯	৩.৫	২.৪	৬.৯৩
৩.৬.১	২.৪৯	২.২৪	১.৫	১.২	১.৫৭
১৬.১.১	মোট -১.৮	মোট -১.৬	মোট -১.৫	মোট -১.০	মোট -২.২৯
১৬.২.২.	মোট -০.৮৪	মোট -০.৫	মোট -০.৩	মোট -০.০	মোট -০.৭০

বাংলাদেশ পুলিশ

দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তায় বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০৯-এর পূর্বে বাংলাদেশ পুলিশের জনবল ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৯ জন। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের মোট জনবল ২ লক্ষ ১২ হাজার ৭ জন। এর মধ্যে নারী পুলিশ সদস্য ১৩,৪০৪ জন। সরকারের বিগত দুই মেয়াদসহ এ পর্যন্ত ৮২,০৮৫টি পদ সৃজন করে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। চারটি দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনরত ৬৯১ জন পুলিশ সদস্যের মধ্যে ১৫৭ জন মহিলা রয়েছেন। পুলিশ অধিদপ্তরে জাতীয় জরুরি সেবা '৯৯৯' চালু করা হয়েছে। এ নম্বরে কল করে জনগণ তাৎক্ষণিক ভাবে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য বিভাগের এ্যাম্বুলেন্স সেবা ও সহায়তা পেতে পারেন। এ সেবাটি আরো সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ফেজ-৩-এর জন্য উচ্চ এবং নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে স্থাপিত "বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন" -এর শুভ উদ্বোধন করলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি ও ভারত সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব শ্রী রাজনাথ সিং।

সেবা সহ-জী-করণের অংশ হিসেবে ঘরে বসে অনলাইনে থানায় সাধারণ ডাইরি (জিডি) করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া সাইবার অপরাধীদের পাশাপাশি সন্ত্রাসীরা উগ্রবাদকে উদ্বুদ্ধকরণ, রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং, অর্থ সংগ্রহ করছে। এ সকল অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর Digital Forensic Laboratory GesInternet Investigation Laboratory-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগর পুলিশকে প্রযুক্তিগত ও ফরেনসিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বোম্ব ডিসপোজাল টিম, প্রশিক্ষিত কেনাইন স্কোয়াড, ক্রাইমসিন ইনভেস্টিগেশন টিম এবং এন্টিড্রাগস ও এন্টিইললিগ্যাল আর্মস রিকভারিটিম নিয়ে গঠিত 'স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপ' সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। SWAT বোম্ব ডিসপোজাল টিমের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংযোজিত হয়েছে SWAT VAN এবং দুটি রিমোটলি অপারেটেড ভেহিক্যাল (আরওভি)।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর কঙ্গো মিশনে নারী পুলিশ কন্টিনজেন্ট।

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ পূর্বক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন ইউনিট। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডিএমপির Counter terrorism and Transnational CrimeUnit (CTTC), Anti Terrorism Unit (ATU), Special Task Group (STG)। এছাড়াও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধির জন্য গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, তরুণদের উদ্বুদ্ধ করণ, সন্ত্রাসবাদের শিকার পরিবার সমূহ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের সাথে মতবিনিময়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপ, কাউন্টার টেরোরিজম ইনভেস্টিগেশন, সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম-এই চারটি ডিভিশনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে আগাম গোয়েন্দা তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ, অপরাধীদের গ্রেফতারপূর্বক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সন্ত্রাসী হামলার মাস্টারমাইন্ড, অস্ত্রদাতা ও অর্থদাতা, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতাদের চিহ্নিত করে সিটিটিসি সারাদেশে সন্ত্রাসবাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে বিধ্বস্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের SWAT VAN

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর আধুনিকায়ন এবং এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিজিবিতে বর্তমানে ৪৯০ জন নারী সৈনিকসহ মোট ৫৩,১৫১ জন জনবল রয়েছে।

গত ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পিলখানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিজিবি'র নবগঠিত রামু রিজিয়ন সদর দপ্তর এবং নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়নের পতাকা উত্তোলন শেষে বিশেষ ফটোসেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব, বিজিবি মহাপরিচালক ও বিজিবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

গত ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বিজিবি সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিজিবি'র নবগঠিত রামু রিজিয়ন সদর দপ্তর এবং নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়নের পতাকা উত্তোলন শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিভিআইপি পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন।

সীমান্তে চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে সরকার ইতোমধ্যে নতুন ৫টি রিজিয়ন, ৪টি সেক্টর, ১৫টি ব্যাটালিয়ন, বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো, ৪টি রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। একটি এয়ার উইং সৃজন করে দুটি হেলিকপ্টার ক্রয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এয়ার উইং সৃজন লক্ষ্যে দুটি হেলিকপ্টার ক্রয় বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে উদ্ভূত সমস্যা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যেই Order Liaison Office (BLO) স্থাপন করা হয়েছে। বজিবির সদস্যদের কল্যাণের জন্য ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৪টি বর্ডার গার্ড হাসপাতাল ও ১৩টি শাখাসহ সীমান্ত ব্যাংক স্থাপন এবং বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে বিজিবির কর্মকাণ্ড।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ২০১৪ সালের পর হতে এযাবৎ সুন্দরবন অঞ্চলে ২টি ভাসমান বিওপিসহ মোট ১১৫টি বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। নতুন বিওপি স্থাপনের ফলে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্তের মধ্যে ৪০২ কিলোমিটার ইতোমধ্যে সুরক্ষিত হয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্সসিস্টেম' স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। মায়ানমার সংলগ্ন সীমান্তসহ মোট ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর সীমান্তে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

বিজিবি ও বিএসএফ-এর যৌথ প্রচেষ্টায় যশোরের ৮.৩ কিলোমিটার সীমান্ত 'ক্রাইম ফ্রিজোন' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সীমান্তেও 'ক্রাইমফ্রিজোন' সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া ও কক্সবাজার সীমান্তবর্তী এলাকায় অধিকতর নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিসি ক্যামেরা ও শক্তিশালী সার্চলাইট স্থাপন করা হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ ও পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজিবির অংশ গ্রহণ।

বিজিবিকে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে এয়ার উইং সৃজন করা হয়েছে। এয়ার উইং-এর জন্য ২টি হেলিকপ্টার সংগ্রহের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া ডগস্কোয়াড গঠনের ফলে বিজিবি'র অপারেশনালস ক্ষমতায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিজিবি'র ডগস্কোয়াড ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরসহ আইসিপি সমূহের নিরাপত্তা ও অবৈধ দ্রব্য উদ্ধারে ভূমিকা রাখছে।

আটককৃত মাদকদ্রব্য ধ্বংসকরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

জলসীমায় শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাংলাদেশ কোস্টগার্ড মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান, জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান, জলদস্যু বিরোধী অভিযান, মানবপাচার বিরোধী অভিযান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও বহিঃনোঙ্গরে জলদস্যুতা দমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার জলসীমা সুরক্ষিত হয়েছে।

জলদস্যু বিরোধী অভিযান, মানবপাচার বিরোধী অভিযান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও বহিঃনোঙ্গরে জলদস্যুতা দমনে কোস্ট গার্ড।

চোরাচালান বিরোধী অভিযান, জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।

সার্চ এ্যান্ড রেসকিউ, দুর্যোগকালে উদ্ধার, ত্রাণ ও মানবিক সহায়তায় বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালী করণের আওতায় চাঁদপুরে কোস্ট গার্ডের একটি ঘাঁটিসহ ২টি হারবার পেট্রোলবোট ও ১০টি হাইস্পিডবোট, বিভিন্ন স্থানে পন্টুন এবং নাবিকদের জন্য ব্যারাক নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য অফশোর প্যাট্রোলভেসেল, ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল এবং হারবার প্যাট্রোলবোট, হাইস্পিডবোট ও ফ্লোটিংক্রেনসহ বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১৪তম Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) অনুষ্ঠান ২৩-২৭ অক্টোবর ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে জননিরাপত্তায় নিয়োজিত অন্যান্য বাহিনীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমানে এবাহিনীতে ভিডিপি সদস্যসহ সর্বমোট ৬১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৬২ জন সদস্য কর্মরত রয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, কেপিআই সুরক্ষা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, রেলওয়ে নিরাপত্তাসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এ বাহিনী বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আনসার ব্যাটালিয়ন আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১৫টি ব্যাটালিয়ন সদরে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রাজশাহী, মানিকগঞ্জ ও কক্সবাজার জেলায় ০৩টি নতুন আনসার ব্যাটালিয়নসহ ১টি গার্ড ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ৯৭ টি ১ম শ্রেণির পদসহ ব্যাটালিয়ন আনসার ও অন্যান্য ১,৩২০ টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে।

৩৮তম জাতীয় সমাবেশ ২০১৮ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরিকে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ সময়সীমা ৯ বছর থেকে ৬ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রথমবারের মতো সুনির্ধারিত পোশাক ও অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসারদের উৎসব ভাতা, অঙ্গীভূত আনসার-সদস্যদের দৈনিক ভাতা, ইউনিয়ন দল নেতা-দল নেত্রীদের মাসিক সম্মানী ভাতা ও স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য-সদস্যাদের দৈনিক রেশন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে সময়োপযোগী করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে গ্রাম পর্যায় হতে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রাক-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় সরাসরি অংশগ্রহণ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

অপরাধ কার্যক্রমে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ নানাবিধ অপতৎপরতা রোধসহ দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০৬ (সংশোধিত) এর অনুচ্ছেদ ৯৭-ক ক্ষমতা বলে এনটিএমসি দেশের সকল টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে সার্বক্ষণিক আইনসম্মত মনিটরিং কাজে অনুমোদিত সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মুখ্য সচিব, এসডিজি সমন্বয়ক, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনটিএমসির কার্যক্রম পরিদর্শন।

এনটিএমসি সার্বক্ষনিক (২৪টি) সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে আইনসম্মত নজরদারী সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অপারেশনাল কাজে সহায়তা করে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন ও বিস্তারের ফলে অপরাধী চক্র যেভাবে তাদের অপরাধ সংক্রান্ত কৌশল পরিবর্তন করছে, সেই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এনটিএমসিকে আধুনিক একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরের জন্য যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রযুক্তি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ বিবেচনা করে এনটিএমসিতে বিদ্যমান কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও সরকারের কার্যক্রমকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড ল'ফুল ইন্টারসেপশন সিস্টেম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

রাষ্ট্র তথা জনগণের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে দেশের বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে তাদের চাহিদামত তথ্যাদি প্রদানের মাধ্যমে দেশের সকল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থার ডাটাবেজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এনটিএমসিতে জাতীয় পর্যায়ের টেলিকমিউনিকেশন ডাটা হাব তৈরীর কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া এনটিএমসি'র ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সকল মোবাইল অপারেটরের ভয়েস ও ডাটা, নির্বাচন কমিশন ডাটাবেজ, পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা বোর্ড, এনজিও ব্যুরো, বাংলাদেশ ফিনানসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), মোবাইল ব্যাংকিং এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কাজ চলছে।

দেশের ইন্টারনেট ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের ফলে এর অপব্যবহার রোধে ইন্টারনেট ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে মনিটরিং করার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক Open Source Intelligence Technology (OSINT) প্রযুক্তি এনটিএমসি'তে স্থাপন করা হয়েছে। OSINT প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধী সনাক্তকরণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে সহায়তা প্রদান করা হয়। উপরন্ত OSINT ব্যবহারের মাধ্যমে এনটিএমসি'র সাইবার মনিটরিং টিম দ্বারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নামে অনুমতিহীন ভুয়া ৭৫২ টি ফেইসবুক আইডিসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নামে ভুয়া ফেইসবুক আইডি বন্ধ করা হয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা আরও সুসংহত এবং যেকোনো ধরনের নাশকতা দমনের সক্ষমতা বাড়াতে একটি ভেহিক্যাল মাউন্টেড ডাটা ইন্টারসেপ্টর ক্রয়ের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। ডাটা ইন্টারসেপ্টশন সিস্টেমটি ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে অপরাধী সনাক্তকরণ, অপরাধীর অবস্থান এবং অপরাধীর ভবিষ্যত পরিকল্পনা নস্যাৎ করা সম্ভব হবে।

সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন এনটিএমটি পরিদর্শন করেন।

প্রতিবছর হজ এজেন্সিগুলো হজ নিবন্ধনের বিপরীতে প্রায় চার-পাঁচ হাজার ভুয়া নিবন্ধন করে থাকে বিধায় ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এর মাধ্যমে এ বছর ধর্ম মন্ত্রণালয় নিবন্ধিত হজযাত্রীদের দ্রুততম সময়ে পাসপোর্টের সত্যতা যাচাই করেছে। ফলে বিগত যে কোন বছরের তুলনায় ধর্ম মন্ত্রণালয় এ বছর হজ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে।

এনটিএমসি'র সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে সম্পন্ন করা হয়। এ সংস্থার প্রতিটি কাজ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও প্রচলিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক কমিটি গঠন ও উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

রাষ্ট্রের প্রয়োজনে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এনটিএমসি'র সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এনটিএমসি সর্বাত্মক সচেষ্ট রয়েছে। এনটিএমসিকে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের জন্য একটি কমন প্ল্যাটফর্মের কথা ভাবা হচ্ছে যাতে সংস্থাটি জাতীয় নিরাপত্তায় আরো জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর ৭৫তম প্রেস কনফারেন্স।

সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত করা, জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং বর্ণিত মানবতারোধী অপরাধের মামলাসমূহের বিচারকালে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করাসহ বিচারিক কার্যক্রমে যাবতীয় সহযোগিতা করা তদন্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

বিমস্টেক-এর যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের ৮ম বৈঠক

বিমস্টেক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় দেশ সমূহের মধ্যে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগীতার ক্ষেত্র তৈরী করছে। এছাড়া ব্যবসা-বানিজ্য, পর্যটন, মানব সম্পদ, কৃষি যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন খাতের সার্বিক উন্নয়নও বিমস্টেক -এর মূল উদ্দেশ্যে। বিমস্টেক -এর অর্ন্তভূক্ত দেশ সমূহ বাংলাদেশ, ভুটান, মায়ানমার, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। গত ১৩-১৪ আগস্ট ২০১৮ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় বিমস্টেক-এর যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের ৮ম বৈঠক। এ বৈঠকের মূল বিষয় ছিল কাউন্টার টেররিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম।

বিমস্টেক-এর যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের ৮ম বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ।

বিমস্টেক-এর যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের ৮ম বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও দক্ষতা সমুন্নত রাখার জন্য 'Need Based' অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মোট ১১টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ৫২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দেশে-বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে যাতে তাদের কাজের মান বৃদ্ধি পায়।

জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তাদের অনলাইন বেতন বিল দাখিল বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

Dr. Kamrun Mustafa, Prof. Public Health, University of Southern Mississippi (USA) এর পরিচালনায় জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তাদের Stress Management and Mental Health বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মচারীদের ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

ইফাইলিং বিষয়ে জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের 'Need Based' অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

জননিরাপত্তা বিভাগের গাড়ী চালকদের ট্রফিক আইন, দ্বায়িত্ব পালন ও করণীয় বিষয়ক কর্মশালা।

ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন ও স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ০৫-০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে এবং a2i এর কারিগরি সহযোগীতায় "ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১" পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। এ কর্মশালায় এ মন্ত্রণালয়সহ প্রত্যেক দপ্তর/ সংস্থা নিজ নিজ দপ্তরের জন্য সিটিজেন চার্টারের ভিত্তিতে বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যা দপ্তর প্রধান/তার প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত হয়।

ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোড ম্যাপ ২০২১ প্রস্তুত ও পরিকল্পনা কর্মশালায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি।

ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোড ম্যাপ ২০২১ প্রস্তুত ও পরিকল্পনা কর্মশালায় সিনিয়র সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১ কর্মশালায় অংগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের একাংশ।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জননিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্ব-স্ব সংস্থা/অধিদপ্তর প্রধানগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়। এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মধ্য দিয়ে মন্ত্রণালয় এবং অধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে প্রতি বছরই অনন্য অবদান রাখছে।

আগামী এক বছর মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো কি কাজ করবে সেই কাজের একটি অঙ্গীকারনামাই (APA) বা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। এই চুক্তির ফলে যারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সমাপ্ত করে তাদের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত কাজের স্বরূপ নম্বরের ব্যবস্থা রেখেছেন। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৃথক টীম গঠন করা হয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে পুলিশ অধীদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর।

জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর।

জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে বাংলাদেশ কোস্ট কার্ড-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর।

জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর।

জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর।

অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জননিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্ব-স্ব সংস্থা/অধিদপ্তর প্রধানগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্ম পরিবেশ নিরাপদ করার লক্ষ্যে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রঙ্গণে কর্মপরিবেশ নিরাপদ করার লক্ষ্যে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৮নং ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়া।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠিত অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়া।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

উন্নয়ন মেলা

'উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ'কে সামনে রেখে '৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮' জননিরাপত্তা বিভাগ অংশগ্রহণ করে। এ বিভাগের পূর্বে দেওয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতে যে কাজ করার জন্য পরিকল্পনা রয়েছে তার সম্পর্কে জনগণকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতেই এ জাতীয় উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া জননিরাপত্তা বিভাগের পাশাপাশি তাঁর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহ প্রতিবছরই এ মেলায় অংশগ্রহণ করে তাঁদের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে এগিয়ে যাচ্ছে।

'৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮' পরিদর্শন করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি।

জাতীয় উন্নয়ন মেলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ।

জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ বাংলাদেশ পুলিশ।

জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

জননিরাপত্তা বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দিবস, র‍্যালিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিনিয়তই অংশ গ্রহণ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ সরকারের বিভিন্ন দিবস পালন করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দরভাবে পালন করছে। এর পাশাপাশি জননিরাপত্তা বিভাগ ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বরসহ সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহ উদ্‌যাপন করে থাকে।

জাতীয় শোক দিবস ধানমন্ডিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে রাজারবাগ শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

ইংরেজি নববর্ষ ২০১৯ উদ্‌যাপন

ইংরেজি নববর্ষ ২০১৯ ফুল দিয়ে কেক কেটে উদ্‌যাপন।

পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন

পহেলা বৈশাখ ১৪২৬ উদ্‌যাপন জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ।

পহেলা বৈশাখ ১৪২৬ উদ্‌যাপন জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

উৎসব মুখর পরিবেশে জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মরত সকল নারী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পহেলা বৈশাখ ১৪২৬ উদ্‌যাপন।

পহেলা বৈশাখ ১৪২৬ উদ্‌যাপনে উৎসবে আনন্দে জননিরাপত্তা বিভগের কর্মচারীবৃন্দ।

বাংলাদেশ পুলিশ

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। নাগরিকের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ পুলিশের প্রধান কর্তব্য। নিয়মিত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যথাযথভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাহিনীর প্রতিটি সদস্য বদ্ধপরিকর। সময়ের পরিক্রমার সাথে সাথে সদস্যরা আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধের তথ্য ও রহস্য উদ্‌ঘাটন, অপরাধীকে সনাক্তকরণ ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর পেশাদারিত্ব কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অত্যন্ত সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়ে আসছে। এছাড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমন এবং মাদক নিয়ন্ত্রণে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশ কনস্টেবল পদে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। উপরন্ত প্রথাগত পুলিশিং থেকে বের হয়ে জনবান্ধব পুলিশে রূপান্তরিত হয়ে জনমানুষের আস্থাভাজন হওয়া নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

জনবল

বাংলাদেশ পুলিশের ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত অনুমোদিত পদ (পুলিশ) ২০১৩৯৩ জনের মধ্যে ছিল ১৮৮৪৮২ জন শূন্য পদ ছিল ১২৯১১ জন। অনুমোদিত নন-পুলিশ (আউটসোর্সিং পদসহ) ১০৬১৪ জনের বিপরীতে পূরণকৃত পদ ৮০৭৯ জন এবং শূন্য পদ ২৫৩৫ জন। পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত র‍্যাবে এএফডি ও অন্যান্য সংস্থা পদে অনুমোদিত পদ ৬৯০৭ জনের বিপরীতে কর্মরত ৫৬৬৮ জন এবং শূন্যপদ ১২৩৯ জন। ফলে বর্তমানে পুলিশের মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ২১৮৯১৪ জন। কর্মরত মোট জনবল ২০২২২৯ এবং শূন্যপদের সংখ্যা ১৬৬৮৫ জন।

বাংলাদেশ পুলিশের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মিডিয়া বিষয়ক কার্যক্রম

মিডিয়া সেল-বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং ক্রমবর্ধমান মিডিয়ার যুগে কার্যকরভাবে পুলিশের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে মিডিয়া সেল গঠন করা হয়েছে। গঠিত মিডিয়া সেলসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রণীত হয়েছে এবং সকল ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপন-গত ৪-৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত উৎসব ও আনন্দমুখর পরিবেশে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০১৯' উদযাপিত হয়েছে। পুলিশ সপ্তাহের নানা আয়োজনের সংবাদ প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে। বার্ষিক পুলিশ প্যারেড অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ টেলিভিশন ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশ- পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, পবিত্র ঈদ-উল-আজহা, বিশ্ব ইজতেমা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে উদযাপনের জন্য জনসাধারণকে সম্ভাব্য অপরাধ, বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও অনুষ্ঠান নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্ক্রল নিউজ- পুলিশের আভিযানিক সাফল্য, গ্রেফতার, উদ্ধার এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ, নিয়োগ/বদলি ইত্যাদি সংবাদ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সমন্বয় করে স্ক্রল নিউজ হিসেবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ- প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

ফেসবুক পেইজ- বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ ''Bangladesh Police'' পেইজের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সব ইউনিটের বিভিন্ন ইতিবাচক সংবাদ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে। Bangladesh Women Police Award 2019 প্রদান অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইউটিউব ইউটিউবে বিভিন্ন ইভেন্টসহ বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে আরও বেশি জনমুখী করছে।

অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	পুলিশ অধিদপ্তর	২৪৪৭ টি	৭২৭ কোটি	৩৪৫টি	৪৫৪টি	৩০ কোটি	১৯৯৩	৬৯৭ কোটি

অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা: অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় ধরনের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাত, অনিয়ম ধরা পড়ে নাই।

ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

রাজস্ব বাজেটের অধীনে নিম্নবর্ণিত খাত সমূহে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশ বাজেটে আবাসিক ভবন ও অনাবাসিক ভবন নির্মাণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল:

ক্র:নং	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ জুন-২০১৯	সমর্পণকৃত অর্থ	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি
১.	২৫৫২২.৫২	২৫৫২০.০২	২.৫০	১০০%	৯৯.৯৯%
২.	৩০৩২৯.০১	৩০৩২৪.০৯	৪.৯২	১০০%	৯৯.৯৮%

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে ১১টি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন। প্রকল্পসমূহ হচ্ছে-

- ❑ বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ
- ❑ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের জন্য ৯টি আবাসিক টাওয়ার নির্মাণ
- ❑ বাংলাদেশ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ
- ❑ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৯টি আবাসিক টাওয়ার ভবন নির্মাণ
- ❑ বাংলাদেশ পুলিশের ডাটা সেন্টার স্থাপন
- ❑ হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ❑ র‍্যাব -এর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
- ❑ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ
- ❑ র‍্যাবের আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ❑ বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়
- ❑ সন্ত্রাসবাদ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহ হচ্ছে-

- ❑ পিবিআই কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয়
- ❑ এসবি/সিআইডি ভবনের ৭ম থেকে ১৩তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
- ❑ বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী সারদা, রাজশাহীতে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন নির্মাণ ও আইটি সেন্টার স্থাপন।

ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রমিক নং	জমির বিবরণ	জমির পরিমাণ (একর)
১.	ডিএমপি'র 'পশ্চিমাঞ্চল আঞ্চলিক পুলিশ লাইন্স' নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ।	৯.৩২
২.	বাংলাদেশ পুলিশের 'কেন্দ্রীয় মোটরযান ওয়ার্কশপ' নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ।	৯.৩২
৩.	ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৩, চট্টগ্রাম-এর পুলিশ লাইন্স স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ।	১০.০০
৪.	পিটিসি, টাঙ্গাইলের অনুকূলে ৩.৮৩২৫ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য	৩.৮৩
৫.	ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৫, ময়মনসিংহের পুলিশ লাইন্সসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ।	১০.৬৮
৬.	পিবিআই ও সিআইডি চট্টগ্রাম মেট্রো কার্যালয় স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ।	০.৪৮১০

ওয়েলফেয়ার এন্ড পেনশন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ❑ ১লা মার্চ তারিখে কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের স্মরণে দেশব্যাপী সকল পুলিশ ইউনিটে 'পুলিশ মেমোরিয়াল ডে' পালন করা হয়েছে।
- ❑ ২০১৯ সালে কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে তাদের পরিবারবর্গকে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে শাড়ী, লুঙ্গী এবং খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
- ❑ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিশেষ ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা ৪৯২ জন, গুরুতর চিকিৎসা ৫৮৩ জন ও সাধারণ চিকিৎসা ৫৯১ জনকে চিকিৎসা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৪,৮৩৬ জনের অনুকূলে মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে 'কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত- ১৭৯ জন, গুরুতর আহত ৮৮ জনকে ক্ষতিপূরণ খাত হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী পুলিশ ও নন-পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিবার সহায়তা তহবিলের ১১৬ জনের অনুকূলে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মৃত সদস্যদের পরিবারের অনুকূলে "বাংলাদেশ পুলিশ কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্পের" ৩৩৯ জনকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- বিভাগীয় না দাবি ছাড়পত্র প্রস্তাবে যে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে তা উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিট প্রধানগণ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ইউএন অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গমন করেছে - ৭৮০ জন।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন - ৮২৯ জন।
- জাতিসংঘ হতে প্রাপ্ত - ১৬৫,১৪,৮৯,৮৩৩৩১ টাকা।

যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির বিবরণ

উল্লেখযোগ্য অর্জন : আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে যুগোপযোগী, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামাদি ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে; যা পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা : পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করণের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক ও উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।
উপসংহার : জননিরাপত্তা বিধান ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নকল্পে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া যুগোপযোগী বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

আর্মস এন্ড অ্যামুনিশন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ❑ বাংলাদেশ পুলিশের মঞ্জুরীকৃত জনবল অনুযায়ী বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের জন্য নির্ধারিত জনবলের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং নিরাপত্তা সামগ্রীর প্রাপ্যতা/প্রাধিকার অনুসারে এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ হতে প্রাপ্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ধরণ ও সংখ্যক অস্ত্র-গোলাবারুদ এবং নিরাপত্তা সামগ্রীর চাহিদা নিরূপণপূর্বক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন।

- ❑ পুলিশ বিভাগ এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অপারেশনাল কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত অর্থনৈতিক বাজেট কোড-৩২৫৩১০১ অস্ত্র ও গোলাবারুদ, কোড নং-৩২৫৩১০২ নিরাপত্তা সামগ্রী এবং কোড নং-৪১২১১০১ নিরাপত্তা সামগ্রী খাতসমূহ অনুসারে প্রয়োজনীয় ধরণ ও সংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং নিরাপত্তা সামগ্রীসহ অর্থনৈতিক বাজেট কোড নং-৩-১২০০১০৯০০-শান্তি মিশন ৩৯১১১১১ সাধারণ থোক বরাদ্দ খাত হতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের Formed Police Unit (FPU) COE মালামালসমূহ ক্রয় সংক্রান্তে কারিগরি বিনির্দেশনা (Technical Specification) ও বাজারদর প্রস্তুতসহ দরপত্র খোলা ও মূল্যায়ন এবং ক্রয়কৃত মালামাল গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন।

- ❑ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট হতে Book Adjustment এর মাধ্যমে Fund Transfer সাপেক্ষে মূল্যের বিনিময়ে কতিপয় অস্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা।

- ❑ বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের উপরোল্লিখিত অর্থনৈতিক বাজেট কোডসমূহ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং ব্যক্তি নিরাপত্তা সামগ্রীসমূহ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গ্রহণপূর্বক সংরক্ষণ, বরাদ্দ প্রদান এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

- ❑ বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের ফায়ারিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাৎসরিক মাসকেট্রি অনুশীলনসহ পদমর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ফায়ারিং অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ❑ জননিরাপত্তা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পুলিশের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের (APA) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন এবং গত (২০১৭-১৮) অর্থবছরে ৯৫ নম্বর অর্জন।
- ❑ পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশের সাথে ২৪ টি ইউনিটের (APA) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে পত্র প্রেরণ।
- ❑ পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ ২০-০৬-২০১৯ ইং তারিখে ২৯টি ইউনিট প্রধানদের সাথে পুলিশ অধিদপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
- ❑ সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ ও পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যে ২৩-০৬-২০১৯ ইং তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ❑ নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বিষয়ক (বেগম রোকেয়া এ্যাপস) এ্যাপস তৈরীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এই অ্যাপস-এর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানি, ইভ-টিজিং ও বাল্যবিবাহ রোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নারীদের নিরাপত্তাকল্পে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা যাবে।
- ❑ উইমেন'স ইনোভেশন ক্যাম্প-"Android based Mobile Application for Comparing and Detecting Offensive Editing in Photos" আইডিয়া বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে ছবি স্ক্যান করে শরীরের ভাষা, অভিব্যক্তি ও ছায়ার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করার মাধ্যমে সনাক্ত করা যাবে যে, কোনো ছবিতে অনুমোদিত সম্পাদন করা হয়েছে কিনা।

ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস শাখা কর্তৃক "বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন মূল্যায়ন কাঠামো ২০১৮-১৯" প্রণয়ন করা হয় এবং বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইট (www.police.gov.bd) এ আপলোড করা হয়েছে।

ওঅ্যান্ডএম বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫০,০০০ পদ সৃজনের অংশ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৩ ও ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, সিআইডির 'সাইবার পুলিশ সেন্টার', ডিএমপির ' ট্রাফিক কারিগরি ইউনিট', টেলিকমে ' ইমার্জেন্সী কল সেন্টার', গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর ৮টি থানার প্রজ্ঞাপন (গদর, বাসন, কোনাবাড়ী, কাশিমপুর, গাছা, পূবাইল, টঙ্গী পশ্চিম থানা), রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ৬টি থানার প্রজ্ঞাপন (কোতয়ালী, হাজীরহাট, পরশুরাম, মাহিগঞ্জ, হারাগাছা ও তাজহাট থানা), কুমিল্লা জেলাধীন লালমাই থানা, পটুয়াখালী জেলাধীন মহিপুর থানা, বাগেরহাট জেলাধীন সেলিমাবাদ তদন্তকেন্দ্র, জামালপুর জেলাধীন কামালের বার্ত্তী ও শ্যামগঞ্জ কালীবাড়ী তদন্তকেন্দ্র এবং নওগাঁ জেলাধীন শিবপুর তদন্তকেন্দ্র গঠনসহ বিভিন্ন পদবির মোট ২৮৬৬ নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে।

এনসিবি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ ১৯৭৬ ইং সালের ১৪ অক্টোবর International Criminal Police Organization (INTERPOL) এর সদস্যভুক্ত হয় এবং তখন থেকে এ দেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সদর দপ্তর ফ্রান্সের শহরে অবস্থিত। এ সংস্থা আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে সদস্যভুক্ত দেশের সংখ্যা ১৯৪টি। প্রত্যেক সদস্যভুক্ত দেশে National Central Bureau (NCB) রয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের NCB-Dhaka -এর কার্যালয় পুলিশ অধিদপ্তর অবস্থিত। হিসাবে ডিআইজি (অপারেশন্স), বাংলাদেশ পুলিশ দায়িত্ব পালন করেন। National Security Officer (NSO) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এআইজি (এনসিবি), বাংলাদেশ পুলিশ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্তে সন্ত্রাস, মাদকদ্রব্য পাচার, নারী ও শিশু পাচার, মানব পাচার, অস্ত্র চোরাচালান, মুদ্রা জালিয়াতি, পর্নোগ্রাফি ও যৌন অপরাধ, আর্ন্তজাতিক অপরাধ চক্রসহ অন্যান্য অপরাধীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং অভিবাসী ও প্রবাসীদের বহুবিধ সেবা প্রদানের জন্য NCB-DHAKA, INTERPOL -এর নিজস্ব সার্ভারে সুরক্ষিত I-24/7 System-এর মাধ্যমে INTERPOL General Secretariat (IPSG) এবং INTERPOL এর অপর ১৯৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের সাথে সার্বক্ষণিক অর্থাৎ (২৪/৭ ভিত্তিক) যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। INTERPOL সদস্যভুক্ত ১৯৩ টি দেশ হতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অপরাধ/তথ্য সংক্রান্তে প্রাপ্ত পত্র এসবি/সিআইডি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিটে প্রেরণ করে প্রতিবেদন সংগ্রহ করত সংশ্লিষ্ট দেশের NCB কে অবহিত-করণসহ IPSG কে অবহিত করা হয়। একইভাবে দেশের বিভিন্ন ইউনিট, সংস্থা ও নাগরিকবৃন্দের প্রয়োজন সংক্রান্তে প্রাপ্ত পত্র/আবেদন সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক NCB সমূহের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়।

রেড নোটিশ সংক্রান্ত তথ্য:

পূর্বের জের	নতুন জারীকৃত	মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ	প্রত্যাহার	বর্তমান মোট সংখ্যা
৬৩	০৮	০৮	০৫	৬৬

- ❑ NCB-DHAKA বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ০৬ জন আসামীর মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত বিদেশে পলাতক আসামীদের মাধ্যমে সনাক্তকরণ ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে সদস্যভুক্ত দেশ সমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে সাজাপ্রাপ্ত বিদেশে পলাতক ৬ (ছয়) জন আসামী লে: কর্ণেল (অব্যাহতি) এএম রাশেদ চৌধুরী, লে: কর্ণেল (অব্যাহতি) এস এইচ এম বি নুর চৌধুরী, লে: কর্ণেল (অব্যাহতি) শরিফুল হক ডালিম, লে: কর্ণেল (বরখাস্ত) আব্দুর রশীদ, লে: (বাধ্যতামূলক অবসর) আব্দুল মাজেদ, রিসালদার (অব:) খান মোসলেমউদ্দিন এর বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারীকৃত রয়েছে। আসামী লে: কর্ণেল (অব্যাহতি) এএম রাশেদ চৌধুরীর অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আসামী লে: কর্ণেল (অব্যাহতি) এস এইচ এম বি নুর চৌধুরীর অবস্থান কানাডাতে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা'র সাথে বাংলাদেশের আইনী জটিলতার কারণে আসামী এএম রাশেদ চৌধুরী এবং আসামী এস এইচ এম বি নুর চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত আনতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে, খুনীদের দেশে ফিরিয়ে আনা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে টাস্কফোর্স হতে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহ কে নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- ❑ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িত ০৬ জন আসামীর বিরুদ্ধে রেডনোটিশ জারী রয়েছে। বিদেশে পলাতক আসামীদের বিষয়ে ইন্টারপোল সদস্যভুক্ত দেশ সমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
- ❑ চার নেতা হত্যা মামলার ০৩ জন আসামীর মধ্যে ০১ জন আসামী কানাডায় মৃত্যুবরণ করেছে। অবশিষ্ট ০২ জন আসামীর বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারী রয়েছে।
- ❑ ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় ০৪ জন পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারী রয়েছে। পলাতক আসামীদের বিষয়ে ইন্টারপোল সদস্যভুক্ত দেশ সমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
- ❑ ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) মডেল থানার ধর্ষণ ও হত্যা মামলার পলাতক আসামী সাঈদ হোসেন -এর বিরুদ্ধে গত ০৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ জেলার অনুরোধের প্রেক্ষিতে জারী করা হয়। এর সহায়তায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে তার অবস্থান সনাক্ত করতঃ সে দেশের পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার পূর্বক গত ২৩/০৯/২০১৮ ইং তারিখে বাংলাদেশে ফেরত এনে আদালতে সোপর্দ করা হয়।
- ❑ ২০১৮-২০১৯ অর্থ সালে সদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত অনুরোধের ভিত্তিতে বিদেশে অবস্থানরত ২৮১ জন বাংলাদেশীর/এবং/নাগরিকত্ব/চাকুরী তথ্য সংক্রান্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাই করতঃ সংশ্লিষ্টকে অবহিত করা হয়। এর সদস্য রাষ্ট্র হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে এর বিষয়বস্তু দেশের অভ্যন্তরীণ সকল পুলিশ ইউনিটকে অবহিত করার ফলে বিভিন্ন নাশকতা মূলক অপরাধ সম্পর্কে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- ❑ জারীকৃত বিভিন্ন পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিট সমূহে অবহিত করার মাধ্যমে অপরাধীদের নিত্যনতুন সম্পর্কে হালনাগাদ ধারণা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- ❑ Dubai, United Arab Emirates-এ অনুষ্ঠিত "87th " সংক্রান্ত সভায় বাংলাদেশ পুলিশের ০২ (দুই) সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করছেন।
- ❑ প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকার সদর দপ্তরের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ইন্টারপোলে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করে থাকে। ২০১৯ সালে -এ বার্ষিক সদস্য চাঁদা বাবদ ৬৪,১৬০ ইউরো সমপরিমাণ ৬৪,১৬,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।
- ❑ চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিদেশে পলাতক আসামীদের অবস্থান নিশ্চিতকরণসহ তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে এর সদস্যদেশ সমূহের সাথে এর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

ট্রান্সপোর্ট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ❑ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের রাজস্ব খাত হতে বিভিন্ন ইউনিটের জন্য ৬১ টি জীপ, ৭ টি পেট্রোল কার, ১৪৬ টি পিকআপ,১১৬৪ টি (২৫০ সিসি) মোটর সাইকেল, ১৯ টি মাইক্রোবাস, ১৭ টি বাস, ১১ টি এ্যাম্বুলেন্স, ৫৮ টি ট্রাক, ১০ টি মিনিবাস, ১৫০ টি স্কুটার, ৮ টি রেকার, ১টি এপিসি, ১টি ওয়াটার ক্যানন, ২টি ক্যাটারিং ভ্যান, ২০ টি প্রিজনার্স ভ্যান, ২টি স্যান্ড সাপোর্ট ভেহিক্যাল, ২টি বিচ রেসকিউ মোটর বাইক, ২টি ওয়াটার ট্রেইলার, ৮টি স্পীড বোট, ৬টি পেট্রোল বোট এবং ২০ টি মেকানাইজড কান্ট্রি বোটসহ সর্বমোট ১৭১৫ টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।
- ❑ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ১২ টি জীপ, ৪টি ট্রাক ও ১২ টি এপিসিসহ সর্বমোট ২৮ টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ক্রয়।

স্পেশাল ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

স্পেশাল ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট শাখায় Fake Indian Currency Note সংক্রান্ত Joint Task Force -এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত Task Force ভারতীয় জালনোট প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও Asia/Pacific Group on Money Laundering-এর সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। APG সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৪-২৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত APG ২১ তম বার্ষিক সভায় ডিআইজি (এইচআরএম), বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা অংশ গ্রহণ করেন। গত ১৯-২৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে স্পেনে অনুষ্ঠিত use of special investigation techniques in criminal investigation of digital communication channels in terrorist cases শীর্ষক কর্মশালায় পুলিশ অধিদপ্তর, সিটিটিসি, সিআইডি থেকে মোট ০৩ জন পুলিশ কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন।

গত ৪-৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত 'South and Southeast Asian countries on Countering the Financing of Terrorism and the Proliferation of Weapons Mass Destruction' শীর্ষক কর্মশালায় সিআইডি থেকে ০১ জন পুলিশ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। গত ১৫-১৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত "Gender Mainstreaming in Criminal Justice Response to Violent Extremism Leading to Terrorism in South Asia and South East Asia শীর্ষক সভায় এবং UNODC কর্তৃক আয়োজিত থাইল্যান্ডে গত ২২-২৪ জানুয়ারি 2019 Regional Preparatory Meeting for Asia and Pacific for the Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice শীর্ষক সভায় ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট) বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা অংশগ্রহণ করেন। গত ১১ জুন ২০১৯ তারিখে ভারতে অনুষ্ঠিত First Meeting of the BIMSTEC Sub-Group on the Cooperation of Countering Radicalization and Terrorism শীর্ষক সভায় এটিইউ, ঢাকার ০১ জন পুলিশ কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। গত ১২-১৪ মার্চ তারিখে জাপানে অনুষ্ঠিত Violence Against Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Group' শীর্ষক ইভেন্ট -এ এআইজি (ক্রাইম মেট্রো), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা অংশগ্রহণ করেন। জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা Universal Periodic Review তে বাংলাদেশে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। United Nations Convention Against Torture সংক্রান্তে বাংলাদেশ পুলিশ সংশ্লিষ্ট অংশের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।'

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ের পুলিশ ইউনিটগুলোতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি পুলিশ অধিদপ্তর থেকে মামলা মনিটরিং করাসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে পুলিশ অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত সেলসমূহ কাজ করছে।

- ❑ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল
- ❑ এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেল
- ❑ মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্তে জনগণের অভিযোগ ৭৯টি ও ৪১৪টি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগ ও পেপার ক্লিপিং সমূহের মধ্যে মোট ২০৮টির অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় রুজুকৃত আলোচিত মামলাসমূহের মধ্যে নির্বাচিত ১০৬টি মামলার তদন্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্তে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা ও তদারকী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা পর্যালোচনা সভা চলমান আছে।
দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হচ্ছে:

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

নির্যাতিত নারী ও শিশু ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও মনো কাউন্সিলিং করার জন্য ৭টি মেট্রোপলিটন এলাকা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় স্থাপিত ০১টিসহ মোট ০৮টি ভিকটিম সার্পোট সেন্টারের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার মোট ১৬০৩ জন নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মনো কাউন্সিলিংসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সহিংসতার শিকার নির্যাতিত নারী ও শিশুদের উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফেরৎ, সহযোগী এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

উইমেন হেল্প ডেস্ক

UNFPA-এর পরিচালনায় "(Sustainable Initiative to protect women and Girl From Gender Based Violence (STOP-GBV)" প্রকল্পের ডিএমপি, ঢাকা, জামালপুর, কক্সবাজার, বগুড়া ও পটুয়াখালী জেলার ৫১টি থানায় বাস্তবায়ন করেছে। তন্মধ্যে ১৫টি থানায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে গঠন করা হয়েছে। দেশের সকল থানায় এই স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভিকটিমদের কাউন্সিলিংসহ আইনগত সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

নারীসহায়তা কেন্দ্র

২০১৬ সাল হতে সকল জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় উপ-পুলিশ কমিশনার-এর কার্যালয়ে সর্বমোট ৭৭টি স্থানে নারীসহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সেন্টারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভিকটিমদের কাউন্সিলিংসহ আইনগত সহায়তা প্রদান করার ফলে পারিবারিক সহিংসতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

জাতীয় জরুরী সেবা-৯৯৯

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য যে কেউ কোন অভিযোগ করলে জাতীয় জরুরী সেবা-৯৯৯ এর মাধ্যমে ২৪/৭ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

Crime Data Management system (CDMS)

Crime Data Management system (CDMS) এর মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতনে রুজুকৃত মামলা সমূহের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহপূর্বক সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে নারী ও শিশুনির্যাতন রোধে মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

BD Police Helpline

BD Police Helpline Mobile Apps-এর মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ দেশের সকল নাগরিক যেকোন সমস্যা জানাতে পারে। এই অ্যাপসের মাধ্যমে প্রেরিত সমস্যা দ্রুততার সাথে সমাধান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

Complaint কমিটি গঠন

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট-৫৯১৬/২০০৮ -এর নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশের সকল ইউনিটে কর্মরত নারী সদস্যদের প্রতি যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে complaint কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে প্রসিকিউশন (গমন) সেলে বিভিন্ন আদালত হতে সাক্ষীর প্রতি ৭৫০টি সমন, ৯,০৮৫টি গ্রেফতারী পরোয়ানা, সাক্ষীর প্রতি আদেশনামা ২,৩৭৬টি এবং আসামীর প্রতি ১১৬টি গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রাপ্ত হয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

লিগ্যাল সেল বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলা

লিগ্যাল সেলের রিট শাখায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয়কে বিবাদী করা হয়েছে এমন মোট ১৮৬ টি রিট পিটিশন মামলা গৃহীত হয়েছে এবং ৮৩টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাস্তবায়ন করার ফলে মোট (৬৪+১৯) ৮৩ টি রিট পিটিশন মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া, বাগেরহাট জেলা কর্তৃক পুলিশ সার্জেন্ট পদে নিয়োগের লক্ষ্যে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১০১৮৯/২০১৩ হতে উদ্ভূত ২৬৬/২০১৭ মামলাটি সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়েছে। এ ছাড়াও স্পর্শকাতর মামলাগুলোর শুনানির সময় বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল -এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়।

বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল ও মহামান্য আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলা

পুলিশ বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পদবির পুলিশ সদস্য/পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় মামলায় সাজা প্রদান করায় উল্লেখিত সাজার আদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা হয়। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের

মামলা সমূহের যাবতীয় কার্যক্রম পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের লিগ্যাল সেল হতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত ২৮৩টি মামলার মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ৪৬ টি মামলায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়েছে।

অপারেশন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য:

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের উপ-নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের (সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন, উপ-নির্বাচন এবং পুনঃ ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অত্র শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়।

ট্রেনিং বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

টিডিএস মিল ব্যারাক ঢাকায়: (১) প্রথম বারের মত ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত এএসপি/টিআইদের জন্য দুই সপ্তাহ মেয়াদী ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই কোর্সের কারিকুলাম ট্রেনিং নীড এনালাইসিসের মধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে। (২) টিডিএস প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৫ সালে শুরু হলেও এতদিন নিজস্ব জমি না থাকায় স্কুল হিসাবে তেমন বিস্তার লাভ করতে পারেনি। অত্র প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর সদয় অনুমোদনের মাধ্যমে ০৬ একর জমি বরাদ্দ পাওয়া যায়। সেখানে ইতোমধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মাটি ভরাট কাজ সম্পাদন হয়েছে। (টিডিএস স্মারক নং প্রশাসন-৯৫৪ তারিখ ২৪/১০/২০১৬ খ্রি: এবং পু: হে: কো: স্মারক নং-৪৪০১০০০০০৪৩৭৯-২০০১/এস্টেট/৭৪৪৫ (৪) তারিখ ১১/০৮/২০১৬ খ্রি:। উক্ত জমির পার্শ্বস্থ আরও ২৪ একর জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। মোট ৩০ একর জমি ডিপিপির মাধ্যমে উন্নয়ন পূর্বক পূর্ণাঙ্গ টিডিএস স্থাপনের কাজটি চলমান। (৩)। বর্তমান টিডিএস ভবনের পাশে আরেকটি ছয়তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রশাসনিক ভবন হিসেবে এটি ব্যবহৃত হবে।

পিটিসি, রংপুরে: (১) ১৯তম নারী টিআরসি ব্যাচ ১২০৫ জনের মৌলিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা। (২) নারী এএসআইদের তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ১৩তম (নারী)/১৮ ৯৬ জন, নারী এএসআইদের তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ব্যাচ ১৭তম (নারী)/১৮৭৯ জন, নারী এএসআই তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ২২তম ব্যাচ (নারী)/১৯১১৫ জন এবং নারী নায়েক/কনস্টবল প্রাথমিক তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ২৪তম ব্যাচ (নারী)/১৯৪৪৬ জন, নারী নায়েক/কনাস্টবল প্রাথমিক তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ১১তম ব্যাচ (নারী)/১৮২৩৯ জন, নারী নায়েক/কনস্টবল প্রাথমিক তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ১৭তম ব্যাচ (নারী)/১৯১৬১ জন, ব্যান্ডদল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ২য়/৩য় ব্যাচ (নারী)/১৮-১৯১০০ জন

এবং বিউগুলার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ২য়/৩য় ব্যাচ (নারী)/১৮-১৯৬৫ জন, (৩) প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রণোদনামূলক পুরস্কার (ভাল কাজ/ফলাফলের ভিত্তিতে) প্রদান। (৪) বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দিবস উপলক্ষে র‍্যালি/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। (৫) দাতা ও উন্নয়ন সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন।

- ❑ পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, খুলনায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ০৬ (ছয়) টি প্রশিক্ষণ ব্যাচে ২৭৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ সফলতার সহিত সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ❑ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, নেত্রকোনায়, প্রতি মাসে বেসিক কম্পিউটার, সিডিএমএস এন্ড সিডিআর এবং নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ❑ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সিএমপি, চট্টগ্রামে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ম্যানুয়াল অনুযায়ী ১৭ টি কোর্স,কম্পিউটার অফিস ম্যানেজমেন্ট ১৭ টি কোর্স, সিডিএমএস ০৪ টি কোর্স এবং ২০ টি সেমিনার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- ❑ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, কুমিল্লায় প্রশিক্ষণ কোর্স,
- ❑ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, কক্সবাজারে (১) জাতীয় সংসদ নির্বাচন, (২) উপজেলা নির্বাচন, (৩) এসআই নিয়োগ, (৪) কনস্টেবল নিয়োগ, (৫) মাদক ব্যবসায়ীদের আত্মসমর্পণ, (৬) রোহিঙ্গা ক্যাম্প-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা।
- ❑ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, কক্সবাজারে (১) জাতীয় সংসদ নির্বাচন, (২) উপজেলা নির্বাচন, (৩) এসআই নিয়োগ, (৪) কনস্টেবল নিয়োগ, (৫) মাদক ব্যবসায়ীদের আত্মসমর্পণ, (৬) রোহিঙ্গা ক্যাম্প-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা।
- ❑ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, নোয়াখালীতে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে:

- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সিরাজগঞ্জে বাৎসরিক প্রশিক্ষণসূচী (ফোর কাস্ট) অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার ৮৭৪ জন পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সাতক্ষীরায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব-এ এয়ার কন্ডিশনার স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে প্রশিক্ষণের পরিবেশ উন্নত হয়েছে।
- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার বরিশালে সিডিএমএস প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অটিজম প্রশিক্ষণ, Land Litigation প্রশিক্ষণ, জুনিয়র লিডারশীপ কোর্স, INTRODUCTORY INVESTIGATIVE কোর্স, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স, জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা কোর্স, মানবাধিকার, জেন্ডার সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ব কোর্স, ঝালাই কোর্স, তদন্ত সহায়ক কোর্স, অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, নীলফামারিতে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ম্যানুয়াল কর্তৃক আয়োজিত এবং চাহিদা মোতাবেক অনুমোদিত কোর্স সমূহ অত্র জেলায় কর্মরত পুলিশ পরিদর্শক, এসআই, এএসআই ও কনস্টেবলদের প্রশিক্ষণ (আবাসিক/অনাবাসিক) প্রদান করা হয়।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের সংখ্যা ৩০০টি এবং উক্ত প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৮২৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণের সংখ্যা ৭১৮৭ টি এবং উক্ত প্রশিক্ষণে সর্বমোট ১৫০২৮৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।
- প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ১১৪১ জন।
- দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা ৯৩০ টি এবং অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ২১০৫৭ জন।

আইসিটি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তি নির্ভর পুলিশিং প্রবর্তনে বাংলাদেশ পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাঙ্খিত সেবা জনগণের দোরগোড়ার পৌঁছে দিতে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে নাগরিক সেবা সমূহকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের আইসিটি শাখা কাজ করে যাচ্ছে।

বাস্তবায়নকৃত অনলাইন সেবাসমূহ

Network Connectivity

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত ইনফো সরকার প্রকল্প-২ এর আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ৬০০টি কানেকটিভিটি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত কানেকটিভিটি হতে বাংলাদেশ পুলিশ চাহিত সেবা না পাওয়া পরবর্তীতে আইসিটি ডিভিশন কর্তৃক গৃহীত ইনফো সরকার প্রকল্প-৩ এর আওতায় ১০০০টি পুলিশ অফিসে নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি স্থাপন ও VPN Configuration -এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত VPN-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সকল ডিজিটাল সার্ভিস সমূহ যেমন ওয়েব পেইজ, সিআইএমএস, সিডিএমএস, পিআইএমএস, জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯, ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম, ওআরপি, বিডি পুলিশ হেল্প লাইন, আরএমএস ইত্যাদি ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

Network Operation Center (NOC)

বাংলাদেশ সরকারের ইনফো সরকার-৩ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ পুলিশের ১০০০টি ইউনিটে Network Connectivity সার্বক্ষণিক মনিটরিং-এর জন্য বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়াটার্সের NCCOM ভবনের Network Monitoring Device স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত Network Operation Center (NOC) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত NOC চালু হলে বাংলাদেশ পুলিশের ১০০০টি ইউনিটের Network Connectivity সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা সম্ভব হবে।

MDT ডিভাইস

জাতীয় জরুরী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক National Emergency Service-999 পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত জাতীয় জরুরী সেবা আরো দ্রুত জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের ডিউটিরত সকল যানবাহনে MDT ডিভাইস স্থাপন করা হচ্ছে।

E-Traffic Prosecution & Fine Payment System Divice

অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে জরিমানা পরিশোধ করার জন্য ট্রাফিক পুলিশে Pos মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। এই Pos মেশিন দ্বারা কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করা যাচ্ছে।

Finger Print Device

অপরাধীদের দ্রুত সনাক্ত করার লক্ষ্যে CDMS এর সঙ্গে ফিঙ্গার প্রিন্ট, এনআইডি এবং বিআরটিএ ডাটাবেজের সাথে ইন্টিগ্রেশনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে Finger Print Device সরবরাহ করা হয়েছে।

AFIS, NID-CDMS

AFIS-এর সঙ্গে ফিঙ্গার প্রিন্ট, এনআইডি এবং বিআরটিএ ডাটাবেজে ইন্টিগ্রেশনের লক্ষ্যে ১৪টি সদর জেলা ২ জন করে পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন অনলাইন সেবা সমূহ

Service Friendly Traffic Management System

Service Friendly Traffic Management System ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Infection Report মূল্যায়নের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। বর্তমানে Software Réquipements Spéccification (SRS) সংগ্রহের কার্যক্রম শেষে বর্তমানে System Desinging -এর কার্যক্রম চলছে।

Capacity Enhancement of Data Center

বাংলাদেশ পুলিশ Data Center টি Tier-III মানে উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশের ডাটা সেন্টারের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ডাউন টাইম সর্বনিম্ন হবে বিধায় নিরবচ্ছিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সেবা নিশ্চিত করা যাবে। উক্ত প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

Capacity Enhenchment of Telecommunication for future Development

Capacity Enhancement of Telecommunication for future Development এর জন্য কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমান পুলিশ টেলিকম ব্যবস্থাপনা ২এ থেকে কিভাবে ৪এ তে উন্নীত করবে লক্ষ্যে Development Project Plan বা উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রস্তত করা হবে।

Facial Recognition Technology

UNODC এর অর্থায়নে জাপানের NEC-এর সহায়তায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে Facial Recognition Technology স্থাপন করা হবে। উক্ত বিষয়ে এসবি, ঢাকায় একটি ২ দিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

Police-CIRT (Computer Incidence Response Team)

নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে বাংলাদেশ পুলিশে Police-CIRT (Computer Incidence Response Team) গঠন করা হয়েছে। উক্ত BD.Pol-CIRT Police এর জন্য একটি SOP তৈরী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

Online GD (Lost & Found Service)

এটুআই প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আর্থিক সহযোগীতায় Online এ (Lost & Found Service) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোন কিছু হারালে বা চুরি গেলে অনলাইনে জিডির জন্য আবেদন করা যাবে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে ডিএমপি, ঢাকা চালু করার লক্ষ্যে ডিএমপির ৫০টি থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও থানার অপারেটরদের একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

E-GP

বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সসহ সকল মেট্রো, রেঞ্জ, জেলা ও বিভিন্ন ইউনিটে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। সকল ইউনিটে ই-জিপি সিস্টেম ক্রয়ের নিমিত্ত বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের PE User Module-এর উপর সিপিটিইউতে প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

e-Nothi Training

বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে ১৮ ডিজিটের ডিজিটাল নথি নম্বর জিওগ্রাফিক্যাল কোড তৈরী করার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে (১) বিবিএস প্রদত্ত জিও কোড অনুসরণ করলে একই জিও কোডের অধীনে একাধিক ইউনিট কর্মরত বিধায় ইউনিটকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। (২) ডিজিটাল নথির ৪র্থ সেগমেন্টে ০০০-৯৯৯ পর্যন্ত ১০০০ টি শাখা বণ্টনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশে বিদ্যমান সকল শাখা (থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যন্ত) কে কোড প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল নথি নম্বরের ৩য় সেগমেন্টে জিও কোডের ক্ষেত্রে বিবিএস কর্তৃক প্রদত্ত কোড অনুসরণ না করে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক বিভিন্ন ইউনিটে বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ডিজিটাল নথি নম্বর ব্যবহার পূর্বক ই-নথি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ই-নথি বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল নম্বর সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অনুমোদিত হলে বাংলাদেশ পুলিশে সকল ইউনিটে ই-নথি চালু করা হবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাজের সুবিধার্থে "ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস" সফটওয়্যার, CIMS সফটওয়্যার, এসআইভিএস সফটওয়্যার, রেশন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, পে-রোল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সিস্টেম (গেজেটেড), পে-রোল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সিস্টেম (নন-গেজেটেড), ডি-স্টোর সফটওয়্যার, ক্লথিং স্টোর সফটওয়্যার, Archiving Software, ভেহিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার, পিএলএমএস সফটওয়্যার, টিম ট্র্যাকিং সিস্টেম, মর্নিং রিপোর্ট সফটওয়্যার ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যার সমূহের ব্যবহারের ফলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আইটি ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতিসহ মহানগরীর জনসাধারণকে ডিএমপি কর্তৃক অতি দ্রুততার সাথে আইটি সংক্রান্ত সেবা প্রদানে সক্ষম হয়েছে এবং ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এ ছাড়াও ডিএমপি ওয়েবসাইট ও ডিএমপি অন-লাইন নিউজ ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিএমপি'র সকল বিভাগসহ থানাসমূহে LAN ও WAN এর আওতায় আনা হয়েছে। যার ফলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা যাচ্ছে।

ই-পুলিশিং

ই-পুলিশিং প্রজেক্ট বাস্তবায়নের আগে থানা সমূহে প্রয়োজনের তুলনায় কম্পিউটারের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। যার ফলে অফিসের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হতো। ই-পুলিশিং প্রকল্পের অধীনে ঢাকাস্থ সকল পুলিশ ইউনিট যেমন- পুলিশ সদর দপ্তর, সিআইডি, এসবি, ডিএমপি (সদর দপ্তর) এবং ডিএমপি'র সকল থানার (৫০ বা পঞ্চাশটি) মধ্যে আন্তঃসংযোগ (ল্যান) স্থাপন করা হয়েছে। দ্রুত জনসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি থানায় ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরাসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয়েছে। দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিএমপি সদর দপ্তরে ০২ (দুই) টি এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স-এ ০২ (দুই) টি কম্পিউটার ল্যাব তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ হাতে জনসেবা প্রদানে নিয়োজিত আছেন।

অফিস অটোমেশন

পূর্বে নগরবাসীকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেতে থানা, ডিসি অফিস এবং ডিএমপি (সঃ দঃ) এ যোগাযোগ করতে হত এবং অনেক সময় ব্যয় হত। অর্থ বিভাগে কাজের জন্য প্রচুর শ্রম-শক্তি ও কর্মঘণ্টা ব্যয় করা হত এবং হার্ডকপি সংরক্ষণ করা হত যেগুলো কিছুদিন পরে পড়ার যোগ্য থাকতো না। সিসিটিভি ব্যবহারের পূর্বে নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে শংকা থাকতো। এন্ট্রি ডোর লক না থাকায় কে বা কারা অফিসে আসছেন বা অফিস ত্যাগ করছেন তা পুরোপুরি জানা যেত না। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রেশন ম্যানেজমেন্ট ত্বরিত সম্পন্ন করা যেত না। কেউ যদি কোন মাসে একাধিকবার রেশন উত্তোলন করত তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তা চিহ্নিত করা যেত না। ইনভেনটরির হিসাব রাখার জন্য স্টোরে গিয়ে হিসাব রাখতে সময়ের প্রয়োজন হত। ডিজিটাল অফিস অটোমেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সদর দপ্তর বিভাগের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু, পুলিশ শপিংমল এবং পে-রোল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সিস্টেমসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। গ্রাহকগণকে দ্রুততম সময়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ডিজিটালাইজ সিস্টেম দ্বারা পুলিশ শপিংমলের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং পণ্যের মজুত তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা এবং পে-রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা গেজেটেড কর্মকর্তাগণের এবং নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের নিয়মিত মাসিক বেতন রোল তৈরী করা হচ্ছে। পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বেতন রোল তৈরীতে অধিক হারে জনবল নিয়োজিত করতে হত এবং কখনও কখনও হিসাবের ব্যালেন্স মেলাতে দীর্ঘ সময় অবধি কঠোর পরিশ্রম করতে হত। পাশাপাশি জনবলের সাশ্রয়, কাগজের ব্যবহার হ্রাস এবং স্বল্পতম সময়ে নিখুঁত

হিসাব প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সিসিটিভি ব্যবহারের মাধ্যমে সকল কিছুর ট্রেস রাখা সম্ভব হচ্ছে। লজিস্টিক্স বিভাগের রেশন সফটওয়্যার, ডি-স্টোর সফটওয়্যার, ক্লথিং স্টোর সফটওয়্যার সিস্টেম দ্বারা ম্যানুয়াল পদ্ধতির কার্যাবলিকে ডিজিটালাইজড্ করা হয়েছে। লজিস্টিক্স বিভাগের ডিজিটালাইজ সিস্টেম দ্বারা রেশন স্টোর, ডি-স্টোর, ক্লথিং স্টোরে পণ্য ইস্যু প্রক্রিয়াকে দ্রুততর এবং প্রকৃত প্রাপকের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্টোরের মজুত সম্পর্কে যে কোন সময় ধারণা সংগ্রহ করা যাবে।

সিটি সারভাইলেন্স সিস্টেম

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক মহানগরীর প্রবেশের ১৪টি পথে আধুনিক প্রযুক্তি সহকারে সিসিটিভি ক্যামেরা ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রবেশ পথের মাধ্যমে যেসকল গাড়ী ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ করেছে বা বের হচ্ছে সে সকল গাড়ীর তথ্য Database -এ জমা হচ্ছে। কোন নির্দিষ্ট গাড়ীর ব্যাপারে যদি কোন তথ্যের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে উক্ত ডাটাবেজে পূর্বে ঐ গাড়ীটির তথ্য জমা থাকলে গাড়ীটি সিটি সারভাইলেন্স সিস্টেমের যে কোন একটি সিসি ক্যামেরার আওতায় আসলেই Control Room-এ স্থাপিত Monitor system-এ Alarm Generate করে পাশাপাশি Database থেকে উক্ত গাড়ীটির অবস্থানও পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ঢাকা মহানগরীর সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নের চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এবং সড়কে ট্রাফিক নিরাপত্তা উন্নয়নে মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর বাসস্ট্যান্ড হতে কাজলা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি সড়কের ৩৭টি পয়েন্টে মোট ৮৮টি সিসি ক্যামেরা স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে ঢাকা মহানগরীর প্রবেশ মুখে ও উল্লেখিত সড়কে যে কোন সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী গাড়ীর নম্বরসমূহ সহজে সনাক্তকরণ এবং উক্ত সড়কে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও সহজে সনাক্তকরণসহ দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস

ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রজেক্ট বাস্তবায়নের পূর্বে ট্রাফিক অফিসগুলোতে আলাদা আলাদা ডাটা স্টোর করা হতো ফলে একটি ট্রাফিক অফিস অন্য ট্রাফিক অফিসের ডাটা দেখতে পেত না। যার ফলে একটি গাড়ী সত্যিকার অর্থে কয়টি ট্রাফিক

আইন ভঙ্গ করেছে তাও জানা যেত না। এছাড়া ট্রাফিক জরিমানার অর্থ প্রদান করার জন্য ট্রাফিক অফিস সমূহতে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হত। দিন শেষে ট্রাফিক অফিস সমূহতে কতটাকা জরিমানা সংগ্রহ করা হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হত না। কোন গাড়ি অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্তে কোন তথ্য প্রয়োজন হলে পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে জানতে হত যা শ্রম ও সময় সাপেক্ষের ব্যাপার ছিল এবং নগরবাসী গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য খুব সহজে পেতেন না। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ঢাকা মহানগর এলাকার যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা স্বাচ্ছন্দ্যময় করার লক্ষ্যে ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন পদ্ধতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 'ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রজেক্টের' এর ০৪ (চার) টি অংশ যেমন- (১) পুশ-পুল (এসএমএস) সার্ভিস (২) কেস এন্ট্রি এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (৩) পেমেন্ট কালেকশন এবং (৪) ডকুমেন্ট হস্তান্তর এর মাধ্যমে পুরো ট্রাফিক ব্যবস্থাকেই ডিজিটাল করা হয়েছে।

"ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস" প্রজেক্টে বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে ইউসিবিএল ব্যাংকের ২৭টি শাখার মধ্যে ২২টি শাখায় ট্রাফিক জরিমানার অর্থ আদায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া উক্ত প্রজেক্টে ট্রাফিক জরিমানার অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া আরও সহজতর ও দ্রুততার সাথে গ্রাহককে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউসিবিএল ব্যাংকের আরেকটি আর্থিক সেবা মাধ্যম মোবাইল ব্যাংকিং 'ইউ-ক্যাশ' (যা মোবাইলের মাধ্যমে পেমেন্ট করা হয়), যার মাধ্যমে ট্রাফিক জরিমানা আদায়ের কার্যক্রম চলছে। বর্তমান ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের জরিমানার অর্থ ডিসি অফিস, ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে। ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন সিস্টেমে ক্যাশকাড যেমন-বিভিন্ন মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ডেবিট কার্ড ও অন্যান্য ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে এবং নিজ মোবাইলে এ্যাকাউন্ট করে জরিমানার অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়াটি প্রক্রিয়াধীন, যা খুব শীঘ্র চালু করা হবে। এছাড়াও যে পজ ডিভাইসের মাধ্যমে কেস ফাইল করা হয় উক্ত পজ ডিভাইসের মাধ্যমেও ক্যাশকার্ড ব্যবহার করে ট্রাফিক জরিমানা পরিশোধ করাও সম্ভব হবে। এর ফলে নগরবাসী স্বল্প সময়ের মধ্যে ঝামেলাহীন ভাবে ট্রাফিক জরিমানা পরিশোধ করতে পারবেন।

সম্প্রতি ডিএমপি'র ট্রাফিক বিভাগসমূহে পজ ডিভাইসের মাধ্যমে রেকার মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ১৫ জুলাই ২০১৯ ইং তারিখ ই-রেকারিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। যার ফলে পজ ডিভাইসের মাধ্যমে খুব সহজেই ও দ্রুত রেকার মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করা যাচ্ছে। এছাড়া ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন সিস্টেমে ক্যাশকার্ড যেমন-বিভিন্ন মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ডেবিট কার্ড ও অন্যান্য ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে এবং নিজ মোবাইলে একাউন্ট করে জরিমানার অর্থ

পরিশোধের প্রক্রিয়াটি প্রক্রিয়াধীন, যা খুব শীঘ্র চালু করা হবে। এ লক্ষ্যে ই-ট্রাফিক নেটওয়ার্কটি নিরাপদ, দ্রুত ও ঝামেলাবিহীন করার জন্য ট্রাফিক বিভাগসমূহে VPN প্রসেস ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে গ্রামীণফোন ও বাংলালিংক মোবাইল কোম্পানীর VPN SIM পজ ডিভাইসে স্থাপনপূর্বক কেস ফাইল করা হচ্ছে। উক্ত পজ ডিভাইসের মাধ্যমেও ক্যাশকার্ড ব্যবহার করে ট্রাফিক জরিমানা পরিশোধ করাও সম্ভব হবে। এর ফলে নগরবাসী স্বল্প সময়ের মধ্যে ঝামেলাহীন ভাবে ট্রাফিক জরিমানা পরিশোধ করতে পারবেন।

এসআইভিএস (সাসপেক্ট আইডেনটিফিকেশন এন্ড ভেরিফিকেশন সিস্টেম ডাটাবেজ)

ডিএমপি'র থানাসমূহে অপরাধী এবং অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য ইতিপূর্ব হতে রেজিস্টার বইয়ে সংরক্ষণ করা হতো, যার ফলে কোনো থানায় কোনো অপরাধী ধৃত হলে সে সংক্রান্তে অন্য কোন থানা খুব সহজে জানতে পারতো না। এছাড়াও কোন অপরাধী জামিনে মুক্ত হয়ে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে কিনা তাও সহজে বুঝতে পারা যেতো না। এ সকল চিহ্নিত জটিল সমস্যা সমাধানকল্পে বায়োমেট্রিক তথ্যসহ অপরাধীর ডাটাবেজ তৈরী করার সিদ্ধান্ত ডিএমপিতে গৃহীত হয় এবং সেই মোতাবেক এসআইভিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। যেহেতু ডিএমপি সদর দপ্তরের সাথে নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় পত্রের ডাটাবেজের VPN এর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। তাই ঢাকা মহানগরীতে যে কোন অজ্ঞাত/পরিচয় বিহীন লাশের সঠিক পরিচয় খুব সহজে সনাক্ত করা যাচ্ছে এবং এ সংক্রান্তে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এসআইভিএস ডাটাবেসের মাধ্যমে সহজে মৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও পরিচয় সনাক্ত করা যাচ্ছে। এসআইভিএস ডাটাবেজ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা- (১) সিআইভিআর (CIVR) এবং (২) সিআইআরএমএস (CIRMS)। এসআইভিএস ডাটাবেজের অত্র দুটি সিস্টেম দ্বারা অপরাধীর বায়োমেট্রিক ডাটা সংগ্রহ করে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে পরবর্তীতে তিনি অন্য কোন অপরাধে জড়িত হলে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। বর্তমানে ডিএমপি'র ৫০ টি থানায় এসআইভিএস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং আসামীর ডাটা এন্ট্রি করা হচ্ছে।

পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট

ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত জনসাধারণকে ডিএমপি সদরদপ্তরস্থ ওয়ান স্টপ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্ভিস শাখার মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট অতি সহজে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাহকগণ অতি দ্রুত এবং স্বাচ্ছন্দ্যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হচ্ছেন।

ডিএমপি ওয়েবসাইট

কারো ডিএমপি অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হলে লাইব্রেরীতে কিংবা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স প্রয়োজন হলে আগে ডিএমপি (সদর দপ্তর) থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হত। কারো রক্তের প্রয়োজন হলে তার চাহিদা পুলিশের বিভিন্ন অফিসে পাঠাতে হতো এবং রক্তদাতার তথ্য জানার জন্য অপেক্ষা করতে হত। ট্রাফিক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরী এবং সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহতে খোঁজ-খবর নিতে হত। ডিএমপির সেবা সমূহের পরিচিতি, সেবা প্রাপ্তির উপায় এবং উপকরণ সম্বলিত ০১ (এক) টি ওয়েব সাইট জনসেবায় বর্তমান আছে। ডিএমপি ওয়েবসাইট www.dmp.gov.bd

DMP News

১ জানুয়ারি ২০১৩ ইং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ "ডিএমপি নিউজ" www.dmpnews.org নামে একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। পুলিশ সম্পর্কে নানা নেতিবাচক ধারণা, বিভ্রান্তি ও গুজবের অবসান ঘটিয়ে জনমনে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি ও জনমত গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে www.dmpnews.org Online পত্রিকাটি। সকল ধরনের সংবাদ যেমন: জাতীয়, পুলিশ, অপরাধ, অর্থনীতি, বিনোদন, খেলাধুলা, আন্তর্জাতিক, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রেসবক্স, যোগাযোগ ও অন্যান্য বিষয় এ অনলাইন পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২৬,৫০,৯৩,৯০৫ জন পাঠক অনলাইন পত্রিকাটি পাঠ করেছেন। প্রতিদিন গড়ে এই নিউজ পোর্টাল ৩,৫০,০০০ পাঠক পাঠ করেন।

Facebook

ব্যাপক জনসম্পৃক্ততার কারণে ডিএমপি'র সেবা ফেসবুকের মাধ্যমেও দেয়া হচ্ছে। ডিএমপির ফেসবুক পেইজটি ঢাকা মহানগরবাসীর সাথে ডিএমপি'র সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন, উদ্ধারজনিত সাফল্য, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি, হারানো বিজ্ঞপ্তি, প্রাপ্তি সংবাদ প্রচার করা হয়। ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশের মানুষ এ পেইজে তাদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। তারা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথাও ফেসবুকে জানায়। মিডিয়া সেন্টার থেকে সংশ্লিষ্ট থানায় যোগাযোগ করে সে সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। পুলিশের কার্যক্রমে জনমতের প্রতিফলন মামলা বন্ধ, মামলার অগ্রগতিসহ পুলিশি সেবার বিস্তৃতি ঘটাতে Dhaka Metropolitan Police-DMP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ট্র্যাকিং সিস্টেম

ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহারের পূর্বে একজন ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেত না। অপরাধীর অবস্থান ও গতিবিধি অনুসরণ করাও অনেক কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাছাড়া ডিএমপির দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিজ নিজ ডিউটিতে সময় মত উপস্থিত হচ্ছেন কিনা কিংবা কখন ডিউটিস্থল ত্যাগ করতেন তা ইতিপূর্বে জানা সম্ভব হত না। বর্তমানে ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু হওয়ার পর অপরাধীদের মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের অবস্থানও সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি ডিএমপির দায়িত্বশীলদের কে, কখন এবং কোথায় দায়িত্ব পালন করছেন তাও জানা সম্ভব হচ্ছে।

Archiving Software

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সংক্রান্তে যে সকল তথ্য টিভি মিডিয়া, দৈনিক পত্রিকায় ও অন-লাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার একটি কপি ডিএমপি'র মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশন বিভাগের মিডিয়া সেলে Archiving Software-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর ফলে টিভি মিডিয়া, দৈনিক পত্রিকায় ও অন-লাইন পত্রিকায় প্রকাশিত ডিএমপি সংক্রান্তে ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে উক্ত Archiving Software -এর মাধ্যমে তা অতি সহজে পাওয়া যাচ্ছে।

সিটি সারভাইলেন্স সিস্টেম (গুলশান বিভাগ)

ঢাকা মহানগরীর গুলশান এলাকাকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ১০০০টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০টি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। যার দ্বারা গুলশান এলাকায় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ কার্যক্রমের মামলার তদন্তে বেশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত সফলতার ধারাবাহিকতায় গুলশান বিভাগ/এলাকায় তৃতীয় পর্যায়ে আরো ৫০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করার কার্যক্রম সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে।

মর্নিং রিপোর্ট

ডিএমপির ৫০ টি থানা ও সকল উপ-পুলিশ কমিশনারের বিভাগীয় অফিসের সাথে ডিএমপি সদরদপ্তরের একটি আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত আন্তঃসংযোগ স্থাপনের ফলে ডিএমপি'র সকল থানা ও ডিসি অফিস হতে নিয়মিত মর্নিং রিপোর্ট প্রেরণ ও অবগতি প্রক্রিয়া গতিশীল হয়েছে। পাশাপাশি কাগজপত্রাদি ও জনবলের ব্যবহার সাশ্রয় হচ্ছে।

সিসিটিভি মনিটরিং

সমগ্র ডিএমপি, ঢাকাকে সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ করার নিমিত্তে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থায় ঢাকা মহানগর এলাকার অনেক পূর্বনির্ধারিত/পরিকল্পিত দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে এবং অপরাধীকে সনাক্ত করাও সহজ হচ্ছে। পাশাপাশি মহানগরীতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামে অস্থায়ী ভিত্তিতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করতঃ ডিএমপি কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রোগ্রাম শেষে উক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা অপসারণ করাসহ প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে।

স্থাপনা ভিত্তিক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন

গুলশান, বনানী, নিকেতন ও বারিধারা এলাকায় LOCC প্রকল্প এবং সারা মহানগরীতে বিভিন্নভাবে উন্নত প্রযুক্তির বিপুল পরিমাণ LOCC স্থাপন করা হয়েছে। ফলে অপরাধী এবং যানবাহনের অবস্থান সনাক্তকরণ এবং তাদেরকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে।

সিআইএমএস সফটওয়্যার

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগ সমূহের বিট পুলিশিংয়ের আওতাধীন বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়াদের তথ্যাদি যথাযথভবে সংরক্ষণের জন্য Citizen Information Management System (CIMS) Software তৈরি করা হয়েছে। উক্ত CIMS সফটওয়্যারটি ডিএমপির সকল থানার বিট পুলিশিংয়ে সফলভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে সকল থানা হতে পুলিশ সদস্য (কম্পিউটার অপারেটর)দের ডাটা এন্ট্রি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সকল থানায় বিট পুলিশিংয়ের আওতাধীন বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়াদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং উক্ত ডাটা সমূহ যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭০ লক্ষ বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়াদের তথ্য ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

Mobile Finger Collection Devices

পূর্বে ঢাকা মহানগরীতে কোন পুরুষ বা মহিলার লাশ পাওয়া পর তার সঠিক পরিচয় পাওয়া না গেলে তাকে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে দাফন করা হতো। বর্তমানে উক্ত ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে কোন মৃত অথবা অসুস্থ বা প্রতিবন্ধি ইত্যাদি ব্যক্তির Finger Print Collection করে তা জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেজের সাথে মেলানো হয়। জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেজ হতে সঠিক তথ্য সংগ্রহ পূর্বক উক্ত মৃত অথবা অসুস্থ বা প্রতিবন্ধি ব্যক্তিকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট দ্রুততার সাথে হস্তান্তর করা যাচ্ছে।

দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ (৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা (আসামির সংখ্যা)	প্রতিবেদনাধীন বছরে গ্রেফতারকৃত আসামির সংখ্যা	আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রেফতারকৃত আসামির সংখ্যা	কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা	শাস্তি হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মামলার সংখ্যা ২৭,৬৮৫ টি আসামীর সংখ্যা ১,৫২,১১৭ জন	আসামীর সংখ্যা ১,০৯১ জন	আসামীর সংখ্যা ৪৮,১৩১ জন	মামলার সংখ্যা ২০,১৬৬ টি	শাস্তি হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ৮,৬৩৩ টি ও শাস্তিপ্রাপ্ত ক্রমপুঞ্জিভূত আসামীর সংখ্যা ২১,৩১৮ জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অভিযোগপত্র দাখিলের সংখ্যা ২৪,৪১৪

স্থল নৌ ও আকাশ পথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিক (যাত্রী)-এর সংখ্যা (জননিরাপত্তা বিভাগ)

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৮-১৯)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৭-১৮)	হ্রাস (-) বৃদ্ধি (+) এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
মোট যাত্রীর সংখ্যা	১২,৩৮,৯৪৩ জন	১১,৭৪,৩৫৮ জন	+ (বৃদ্ধি) ৬৪,৫৮৫ জন
পর্যটকের সংখ্যা	২,৯২,৮৮২ জন	২,৮৭,৪৩৮ জন	+ (বৃদ্ধি) ৫,৪৪৪ জন

সীমান্ত সংঘর্ষের সংখ্যা (জননিরাপত্তা বিভাগ)

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৮-১৯)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৭-১৮)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+)-এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত	-	-	-
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত	-	-	-

সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হত্যার সংখ্যা

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৮-১৯)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৭-১৮)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+)-এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
বি এস এফ কর্তৃক	২০ জন	০৯ জন	+ (বৃদ্ধি) ১১ জন
মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক	-	-	-

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)

''র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন'' (র‍্যাব) বর্তমান উন্নয়নশীল বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নির্ভরতার প্রতীক। নিজ কর্মধারায় উজ্জীবিত হয়ে অর্জন করেছে দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও আস্থায় সিক্ত একমাত্র ''এলিট ফোর্সের'' উপাধি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিজ কার্যে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, সততা, নিরপেক্ষতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে এই এলিট ফোর্স। আভিযানিক কার্যক্রম, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ র‍্যাবকে দিয়েছে আধুনিক ও অভিজাত বাহিনীর উপমা। তথা ২০০৪ সাল ও তার পূর্ববর্তী সময়ে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছা ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ সমাজ বিনষ্টকারী নানাবিধ অপরাধ তৎপরতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে ২০০৪ সালের ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এলিট ফোর্স র‍্যাব-এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে র‍্যাব সদর দপ্তরসহ সারাদেশে মোট ১৫টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে সগৌরবে র‍্যাব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দায়িত্ব পালন করছে।

দেশের উন্নয়নে র‍্যাবের কার্যক্রমের প্রভাব

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের শিখরে। যদি বলা হয় এই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি কি? নিঃসন্দেহে দেশের অভ্যন্তরীণ সুস্থ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিই সর্বাগ্রে স্থান নেবে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে র‍্যাবের সুচিন্তিত, নিরপেক্ষ এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলস্বরূপ দেশে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার আমূল পরিবর্তন আসে। দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে গতি ফিরে পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরেও শিল্প, কলকারখানায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাধারণ জনগণের জীবনযাপনের মানের উন্নয়ন, বাক স্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন হয়েছে। দেশকে এই ভারসাম্য অবস্থানে আনতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। র‍্যাবের সকল ব্যাটালিয়ন সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে র‍্যাবের অধিগত সাফল্য

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বাহিনী জঙ্গি দমন, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। এ সমস্ত দায়িত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, কর্মসূচী ও উৎসবে র‍্যাব ফোর্সেস নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত র‍্যাবের উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ :

জঙ্গি অভিযান ও গ্রেফতার

র‍্যাবের নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে জেএমবি ও হুজির মত জঙ্গি সংগঠনকে উৎপাটন করা সম্ভবপর হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে র‍্যাবের ১২৬টি অভিযানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ২০৫ জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার

বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান র‍্যাবকে আরও বেগবান করেছে। র‍্যাব তার সমগ্র শক্তি দিয়ে মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে র‍্যাব কর্তৃক বিভিন্ন মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	সর্বমোট	
০১	ইয়াবা ট্যাবলেট	১,০১,৯৭,৫৬৩	পিছ
০২	হেরোইন	২৯.৫০২	কেজি
০৩	ফেন্সিডিল	১,৪৭,৪৫২	বোতল
০৪	গাঁজা	৪,৫৭৯.৬২৩	কেজি
০৫	বিদেশী মদ/হুইস্কি	৯,১৮৯	বোতল
০৬	দেশী মদ	১৫,০৭,৪২৭.৬৭৫	লিটার
০৭	বিয়ার	৫০,৯৬৩	ক্যান
০৮	প্যাথেডিন ইনজেকশন	১,১৬৩	পিছ
০৯	ড্রাগ ইনজেকশন	২,২১১	পিছ
১০	রেসিটিফাইড স্পিরিট	১,৯২০	বোতল
১১	অ্যালকোহল	৯৯	বোতল
১২	বুফ্রিনোপিন ইনজেকশন	১০,০৮১	পিছ
১৩	টুরেক্স/ড্রাগ ইনজেকশন	০৮	পিছ
১৪	গাঁজার সিগারেট/ পাতার বিড়ি	৯৯,৭৫০	পিছ
১৫	ওয়েট এটিভেন ড্রাগ/ট্যাবলেট	২,৬৪৬	পিছ
১৬	ড্রাগ ট্যাবলেট	০২	পাতা
১৭	বিদেশী সিগারেট	১,৪৮,৮৪২	প্যাকেট

অবৈধ অস্ত্র ও গোলা-বারুদ উদ্ধার

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বাহিনী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অবৈধ অস্ত্র ও গোলা-বারুদ উদ্ধারে র‍্যাবের সার্বিক প্রচেষ্টায় গত ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নিম্নরূপভাবে সফলতা অর্জন করেছে :

ক্রমিক	বিবরণ	সর্বমোট
০১	রিভলবার (বিদেশী)	৩৯টি
০২	রিভলবার (দেশী)	০৪টি
০৩	পিস্তল (বিদেশী)	২২০টি
০৪	পিস্তল (দেশী)	০৪টি
০৫	৯ এম এম এসএমসি/এসএমজি	০৮টি
০৬	একে ৪৭ (এস এম জি)	০১টি
০৭	একে ২২ রাইফেল	০১টি
০৮	সিক্স/ওয়ান শুটার গান	১৫৬টি
০৯	এয়ার গান	১৭টি
১০	শট গান	০৫টি
১১	২২ বোর রাইফেল	০৩টি
১২	এসবিবিএল	১৮৫টি
১৩	ডিবিবিএল	০৯টি
১৪	এলজি/পাইপ গান/স্যুটার/সাটার গান	৫৫টি
১৫	কাটা রাইফেল/বন্দুক	০৩টি
সর্বমোট		**৭১০টি**

জলদস্যুতা/বনদস্যুতা প্রতিরোধ

বিগত বছরগুলোতে সুন্দরবন এলাকায় জেলে অপহরণ, চাঁদাবাজি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় র‍্যাব নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের কয়েক লাখ উপকূলবর্তী মানুষ বিগত কয়েক দশক ধরে সুন্দরবনের মধু, কাঠ, গোলপাতা, চিংড়ির পোনা, কাঁকড়া, সাদামাছ আহরণ ও শুঁটকি তৈরির মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুন্দরবনের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় ও এলাকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সুন্দরবনসহ এর তৎসংলগ্ন উপকূলবর্তী এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় র‍্যাব সর্বদাই সচেষ্ট। র‍্যাবের এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা" গত ১লা নভেম্বর ২০১৮ তারিখে "সুন্দরবনকে জলদস্যু/বনদস্যু মুক্ত ঘোষণা" করেছেন। এছাড়াও, গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে র‍্যাবের জলদস্যু আত্মসমর্পণের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

ক্রমিক	তারিখ	বাহিনীর নাম	জলদস্যুর সংখ্যা	উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ
১।	১৯ অক্টোবর ২০১৮	আনজু বাহিনী	১০ জন	অস্ত্র-২৪টি ও গোলাবারুদ-৩৪৫ রাউন্ড
		রমিজ বাহিনী	০২ জন	অস্ত্র-০৮টি ও গোলাবারুদ-১২০ রাউন্ড
		নুরুল আলম কালাবদা বাহিনী	০৬ জন	অস্ত্র-২৩টি ও গোলাবারুদ-৩৩৩ রাউন্ড
		জালাল বাহিনী	১৫ জন	অস্ত্র-২৯টি ও গোলাবারুদ-৬,৭৯৮ রাউন্ড
		আইয়ুব বাহিনী	০৯ জন	অস্ত্র-১৯টি ও গোলাবারুদ-৩৭ রাউন্ড
		আলাউদ্দিন বাহিনী	০১ জন	অস্ত্র-০১টি ও গোলাবারুদ-০৪ রাউন্ড
২।	০১ নভেম্বর ২০১৮	আনোয়ারুল বাহিনী	০৮ জন	অস্ত্র-১৪টি ও গোলাবারুদ-৩৬৫ রাউন্ড
		তইবুর বাহিনী	০৫ জন	
৩।	০১ নভেম্বর ২০১৮	সাত্তার বাহিনী	১২ জন	অস্ত্র-৪৪টি ও গোলাবারুদ-২৯৮৬ রাউন্ড
		সিদ্দিক বাহিনী	০৭ জন	
		আলামিন বাহিনী	০৫ জন	
		শরীফ বাহিনী	১৭ জন	
সর্বমোট :		**মোট : ১২টি বাহিনী**	**৯৭ জন**	অস্ত্র-১৬২টি ও গোলাবারুদ - ১০,৯৮৮ রাউন্ড

প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত র‍্যাবের অভিযান

জঙ্গি দমন, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পাশাপাশি বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা, মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি ও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে র‍্যাবের ৫৪টি অভিযানে ১০৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গুজব প্রতিরোধ

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন: Facebook, Twiter, Youtube, Aev Blog ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরকার/রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন গুজব/বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট/মন্তব্য/ছবি/ভিডিও আপলোড করে সামাজিক শান্তি বিনষ্টকারীদের প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে র‍্যাব তৎপর রয়েছে। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সোস্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে র‍্যাবের ৪৬টি অভিযানে ৬৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কিশোর গ্যাং গ্রেফতার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০৪১ এবং সরকারের সন্ত্রাস, জঙ্গি ও মাদক বিরোধী ম্যানডেট বাস্তবায়নে র‍্যাব ফোর্সেস-এর সকল সদস্যগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পথভ্রষ্ট কতিপয় তরুণদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে র‍্যাব গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন কিশোর গ্যাং জড়িত ১৯৬ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

অপহরণকারী গ্রেফতার ও ভিকটিম উদ্ধার

অপহরণকারী গ্রেফতার ও ভিকটিম উদ্ধার সংক্রান্ত কার্যক্রম র‍্যাব শুরু থেকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় র‍্যাব ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২২৪ জন অপহরণকারী গ্রেফতার ও ১৮৭ জন ভিকটিম উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

বিভিন্ন গ্রেফতারকৃতদের পরিসংখ্যান

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপকর্মের মাধ্যমে দুর্বৃত্তরা সাধারণ জনগণের মনে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে আসছিল। তাদের হামলায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য আহত ও নিহত হয়। এসব অপরাধ নির্মূলে র‍্যাবের কার্যকর ভূমিকার দরুন সাধারণ মানুষ আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে। এরূপ অপরাধ দমনে র‍্যাবের কঠোর হস্তক্ষেপে গত ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী ২০,৫০৮ জনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা প্রদান

র‍্যাব ফোর্সেস সাধারণত স্বতন্ত্রভাবে নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও সর্বাত্মকভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত সহায়তার বিবরণ দেয়া হলো :

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য ভিভিআইপির বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এসএসএফ ও পিজিআর-এর সাথে নিরাপত্তা প্রদান করার পাশাপাশি র‍্যাবের বোম্ব ও ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করে সুইপিং-এর মাধ্যমে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

জননিরাপত্তা নিশ্চিত করণার্থে র‍্যাব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক আহুত হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচীতে সহিংস এবং ধ্বংসাত্মক কোন কর্মকাণ্ড যাতে না ঘটে সেজন্য সদা তৎপর।

জাতির পিতার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বিশ্ব ইজতেমা, থার্টিফার্স্ট নাইট, বড়দিন, বিভিন্ন ঈদ ও পূজাসহ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল আচার অনুষ্ঠানে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে র‍্যাবও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে।

ভূমি অধিগ্রহণ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে র‍্যাব ফোর্সেস-এর নিম্ন বর্ণিত ভূমির আংশিক অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে :

- ❑ র‍্যাব-৪, মিরপুর ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য - ৯.৯৬ একর
- ❑ র‍্যাব-১২-এর অধীনস্থ স্পেশাল কোম্পানী স্থাপনের জন্য - ৩.০০ একর
- ❑ র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তরের আবাসন/স্কুল/ কলেজ/ - ৪.৩৮ একর ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য

প্রকল্পের অগ্রগতি

"৭টি র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের সকল কমপ্লেক্স (র‍্যাব-৫ রাজশাহী, র‍্যাব-৬ খুলনা, র‍্যাব-৭ চট্টগ্রাম, র‍্যাব-৮ বরিশাল, র‍্যাব-৯ সিলেট, র‍্যাব-১১ নারায়ণগঞ্জ ও র‍্যাব-১২ সিরাজগঞ্জ) এর ১২৫০ বর্গ ফুট : অফিসার্স কোয়ার্টার-এর ৪র্থ তলা পর্যন্ত সমাপ্ত এবং ১০০০ বর্গ ফুট ডিএডি কোয়ার্টার-এর ৩য় তলা পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে এবং উক্ত ইমারতের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা হয়েছে। র‍্যাব-৯ সিলেট, র‍্যাব-৭ চট্টগ্রাম, র‍্যাব-৫ রাজশাহী, র‍্যাব-৬ খুলনা, র‍্যাব-৮ বরিশালে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

"র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ঠিকা চুক্তি সম্পন্ন হয়ে কাজ চলমান রয়েছে।

অফিসার্স কোয়ার্টার।

ডিএডি কোয়ার্টার।

এসআই কোয়ার্টার।

র‍্যাব-১০।

রাজস্ব বাজেটে নির্মিত ভবন। উক্ত সময়ে রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তরে একটি ফোর্স ব্যারাক, ফরেনসিক ল্যাব এবং ৩টি স্টোররুম নির্মাণ করা হয়েছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে র‍্যাব যেভাবে দেশের জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে তা এক কথায় অনন্য। জনগণের ভালবাসাই র‍্যাবের মূল চালিকাশক্তি। 'বাংলাদেশ আমার অহংকার' এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান র‍্যাব ফোর্সেস উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করবে এবং মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

"সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী" খ্যাত ২২৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জাতির গৌরব ও আস্থার প্রতীক। বিজিবি'র রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের কালরাতে বিজিবি (তৎকালীন ইপিআর) সদর দপ্তর, পিলখানায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণে ইপিআর-এর অনেক বাঙালি সদস্য শহীদ হন। আরো অনেকে দখলদার বাহিনীর হাতে আটক ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে পরবর্তীতে শাহাদত বরণ করেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআরের সিগন্যাল সেন্টারের কর্মীরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এ বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রুদের মোকাবেলা করে ৮১৭ জন সদস্য শাহাদত বরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৭ জন বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করে বিজিবি'র ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে 'স্বাধীনতা পদকে' ভূষিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এ বাহিনীর নাম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত অনাকাঙ্খিত ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা-২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'। ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০' পাসের মাধ্যমে এ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ৯ বছরে এ বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে শৃঙ্খলা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারীত্বের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিজিবি আজ জনসাধারণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। নিম্নে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিজিবি'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো:

২৮ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ যামিনীপাড়া ব্যাটালিয়ন (২৩ বিজিবি) এর অধীনস্থ আসালং বিওপি'র টহল দল কর্তৃক অবৈধভাবে ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় মালামালসহ ৩ জন আসামী আটক করা হয়।

অপারেশনাল কর্মকাণ্ড ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় সাফল্য

বিজিবি সদস্যরা দেশের সীমান্ত রক্ষার সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পালন করে আসছেন। 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০' অনুযায়ী এ বাহিনীর কার্যাবলি অর্থাৎ সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচার সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যেকোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে বিজিবি সদস্যরা দিন-রাত পরিশ্রম করছেন। বিজিবির উল্লেখযোগ্য আভিযানিক কর্মকাণ্ড ও সফলতা নিচে তুলে ধরা হলো:

সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধঃ সীমান্ত সুরক্ষার মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধ করে দেশের অর্থনীতিতে বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সীমান্তে বিজিবি'র আভিযানিক সফলতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট ৮১৭ কোটি ২৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৮৬ টাকার চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৫৪ কোটি ৬২ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৩১ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য এবং ৪৬২ কোটি ৬৩ লক্ষ ০৪ হাজার ৩৫৫ টাকার অন্যান্য চোরাচালান দ্রব্য রয়েছে।

মাদক পাচার প্রতিরোধঃ মাদকদ্রব্য পাচারের বিরুদ্ধে বিজিবি 'জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ করেছে। সীমান্তে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক কড়া নজরদারির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে জব্দকৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে ১,০৯,৫৯,৭৩০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩,৭৭,৫৯৫ বোতল ফেনসিডিল, ২৮ কেজি ৫৯৮ গ্রাম হেরোইন, ৭৮,৫৭৩ বোতল বিদেশী মদ, ৭,৩৮১ বোতল বিয়ার, ৪,৯০১ লিটার দেশী মদ, ৯৭২৬৭৫০ কেজি গাঁজা, ১,১৮৭২০ পিস এ্যানেগ্রা ট্যাবলেট, ৫,২৪,৫২০ পিস সেনেগ্রা ট্যাবলেট, ৩,২৫,১৭৭ পিস অন্যান্য ট্যাবলেট এবং ১৩,৯১২টি নেশা জাতীয় ইনজেকশনসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৫ বিজিবি) এর অধীনস্থ ধর্মঘর বিজিপি কর্তৃক টহল অভিযান পরিচালনা করে আসামীসহ ৪১ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং ১ টি মোটর সাইকেল আটক।

নীলডুমুর ব্যাটালিয়ন (১৭ বিজিবি) খানজিয়া বিওপি কর্তৃক ৪৩৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল আটক।

টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) এর লেদা বিজিপি কর্তৃক ২২,০০০ পিস ইয়াবাসহ একজন মহিলা ইয়াবা পাচারকারী আটক।

যশোরে ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি) কর্তৃক গত ৩১ মে ২০১৯ তারিখ আমড়াখালী চেকপোস্ট হতে ২.৫৩.৪০০ ইউএস ডলার, ৭৫.০৯০ রুপি এবং ৯২.২৪০ বাংলাদেশী টাকাসহ ৭ জন আসামী আটক করা হয়।

অস্ত্র উদ্ধার: মাদকদ্রব্যের মতো অস্ত্র পাচারের বিরুদ্ধেও বিজিবির 'জিরো টলারেন্স' নীতি বলবৎ রয়েছে। সে অনুযায়ী বিজিবির গোয়েন্দা তথ্য কাজে লাগিয়ে বিশেষ করে সীমান্তের যেসব এলাকায় অস্ত্র পাচারের প্রবণতা রয়েছে সেখানে বিজিবির বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে। বিজিবির অব্যাহত তৎপরতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৭৫ টি পিস্তল, ০১ টি রিভলবার, ৭৪টি বিভিন্ন প্রকার গান, ৭০ টি ম্যাগাজিন, ৬৯৪ রাউন্ড গুলি, ৫৩ টি ককটেল এবং ১০ টি বিভিন্ন প্রকারের বোমা, ০৬টি আর্টিলারি সেল, ৬১টি ডেটেনেটর ফিউজ এবং ৩৩৮৫ কেজি গান পাউডার উদ্ধার করা হয়।

বলিপাড়া ব্যাটালিয়ন (৩৮ বিজিবি) কর্তৃক ২৯ মে ২০১৯ তারিখে ১ জন আসামীসহ ১ টি এস এল আর এবং ১ টি ম্যাগাজিন উদ্ধার।

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে আলীকদম ৫৭ বিজিবি কর্তৃক চকরিয়া উপজেলা হতে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

স্বর্ণ উদ্ধার: সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ পাচার প্রতিরোধে বিজিবির নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য কাজে লাগিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিজিবির অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ১৪৪ কেজি ৯১১ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত এসব স্বর্ণের আর্থিক মূল্য ৫৮,৫৭,৩০,২৬২/- টাকা। এছাড়া ৩৮ জন স্বর্ণ পাচারকারীকে আটক করে থানায় সোপর্দ এবং ৩৫ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে বিওপি কর্তৃক ৭২.৭৫৯ কেজি স্বর্ণ (৬২৪ টি বার) উদ্ধার করা হয়।

মানব পাচার প্রতিরোধ: সীমান্তে নারী ও শিশু পাচারসহ যেকোন ধরনের মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবির কঠোর নীতি অনুসরণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার ফলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিজিবির অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ১৯৮ জন নারী, ১০০ জন শিশু, ৬২৩ জন পুরুষ এবং ০২ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ২৮৩ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায়ে ভূমিকা: সীমান্তে বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান দ্রব্য জব্দকরণ এবং ক্যাটেল করিডোরের মাধ্যমে আসা গবাদি পশুর বিপরীতে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করণের মাধ্যমে বিজিবি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিজিবি ৮৫৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৩৮ টাকার সরকারি রাজস্ব অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে, যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান দ্রব্য জব্দকরণের আর্থিক মূল্য ৮২৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৩৮ টাকার এবং ক্যাটেল করিডোর হয়ে আসা ৪,৭৪,৩৩২টি গবাদি পশুর বিপরীতে ২৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ২২ হাজার ৮০০ টাকার রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে।

সীমান্ত সম্মেলন: প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চলতি বছর ১২-১৫ জুন ২০১৯ তারিখে ঢাকায় এবং ০৬-১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মায়ানমারে বিজিবি-বিজিপি সিনিয়র পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া এবছর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে রিজিয়ন কমান্ডার-বিজিবি ও আইজি-বিএসএফ পর্যায়ে ২টি সীমান্ত সম্মেলন, সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ৩২টি ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে ৭,৮৪০টি পতাকা বৈঠক এবং ২৪,৯৬৪টি যৌথ সীমান্ত টহল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে চলতি বছর ০৯-১২ জুলাই ২০১৮ তারিখে ঢাকায় বিজিবি-বিজিপি সিনিয়র পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন ছাড়াও রিজিয়ন পর্যায়ে ২টি ও ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে ১৭টি পতাকা বৈঠক এবং ১২,০০০টি যৌথ সীমান্ত টহল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈঠকের ফলে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে বিরাজমান সুসম্পর্ক জোরদারসহ সীমান্ত অপরাধ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

পিলখানায় ১২-১৫ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৮তম বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন।

গত ০৬-১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মায়ানমারে অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিজিপি সিনিয়র পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন।

সীমান্তে প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস: বিজিবি ও বিএসএফ-এর মধ্যে বিরাজমান সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে গত এক বছরে সীমান্ত হত্যার ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তথাপি সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক নিহতের ঘটনায় বিজিবি'র পক্ষ হতে বিএসএফের নিকট লিখিত প্রতিবাদলিপি ও পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে জোরালো প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিজিবির এসব জোরালো তৎপরতার ফলে সীমান্তে নিহতের ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

'ক্রাইম ফ্রি জোন' ঘোষণা: বিজিবি ও বিএসএফ-এর প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় ২০১৮ সালের মার্চ মাসে যশোর সীমান্তের পুটখালী ও দৌলতপুর বিওপি'র মধ্যবর্তী ৮.৩ (আট দশমিক তিন) কিলোমিটার এলাকা প্রথমবারের মতো 'ক্রাইম ফ্রি জোন' বা 'অপরাধমুক্ত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে রেসপন্স ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস যেমন- ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, সার্চ লাইট, থার্মাল ইমেজার ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সীমান্তের অন্যান্য এলাকায় 'ক্রাইম ফ্রি জোন' তৈরীর লক্ষ্যে বিজিবি ও বিএসএফ সমন্বিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

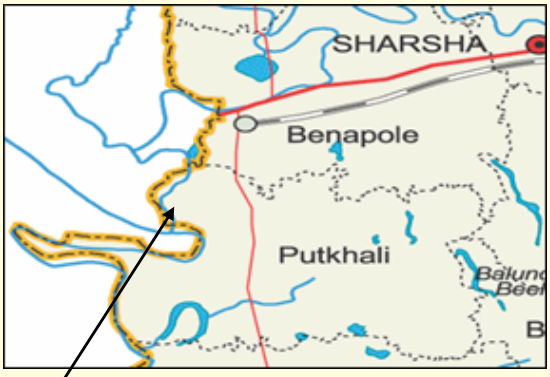

গত ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পিলখানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিজিবি'র নবগঠিত রামু রিজিয়ন এবং নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়নের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে অভিবাদন জানায় বিজিবি'র সুসজ্জিত একটি চৌকস দল।

রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনা: মায়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকেরা (রোহিঙ্গা) আত্মরক্ষার্থে গত আগস্ট ২০১৭ হতে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশকালে বিজিবি তাদের সাথে অত্যন্ত মানবিক আচরণ করে। এছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা, আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে বিজিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিজিবি'র এই মানবিক সহায়তা দেশের জনসাধারণের কাছে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ বাহিনী তথা বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা: বিজিবি দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তাসহ সরকার কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ৩১,৫৭৬ প্লাটুন বিজিবি দেশের বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। পাবনার রূপপুরে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিক ৩ প্লাটুন এবং রাজধানীর কূটনৈতিক এলাকায় প্রতিদিন ৪ প্লাটুন বিজিবি সদস্য নিরাপত্তা প্রদান করছে। এছাড়া ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে বিজিবির ডগ স্কোয়াড নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখ্য, এ বাহিনী নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন, বিভিন্ন অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে গণপরিবহন চলাচলে নিরাপত্তা প্রদান, জননিরাপত্তা বিধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণ বিতরণ এবং জনসাধারণের সেবায় অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ। বিজিবির অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে ২০০৯ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন সৃজন ও বিওপি নির্মাণ: বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বিজিবির সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় নবগঠিত রামু রিজিয়নসহ মোট ৫টি রিজিয়ন সৃজন করে কমাণ্ড স্তর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। নতুন ৪টি সেক্টর, নবগঠিত নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়নসহ ১৭টি ব্যাটালিয়ন সৃজনসহ ১৪৫টি নতুন বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় টহল পরিচালনার সুবিধার্থে ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজিবির সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনায় আরও ৪টি সেক্টর, ১০টি ব্যাটালিয়ন, কে নাইন ইউনিট এবং নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ডার ম্যানেজমেন্ট আধুনিকীকরণ: বিজিবির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আধুনিকায়নের ফলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পূর্বের তুলনায় আধুনিক, দ্রুততর এবং যথাযথ হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্গম সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বিওপিসমূহের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত হয়েছে। সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল বিওপিতে পর্যায়ক্রমে নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ করা হচ্ছে। সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধির সুবিধার্থে বিওপিসমূহে মোটর সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে এবং চোরাচালান প্রবণ সীমান্তে পর্যায়ক্রমে সার্চ লাইট স্থাপন করা হচ্ছে।

বেনাপোলের আমড়াখালী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ আইসিপি সংলগ্ন কয়লারমুখ চেক পোস্টে ২টি ভেহিক্যাল স্ক্যানার স্থাপনের মাধ্যমে অস্ত্র, গোলাবারুদসহ অন্যান্য অবৈধ দ্রব্যাদি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া ৬টি মোবাইল ভেহিক্যাল স্ক্যানার ক্রয়ের কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মায়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ক্যাম্পে যৌথ টহল পরিচালনা।

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজিবি ডগ স্কোয়াড বাহিনী।

বেনাপোল ও সোনা মসজিদ আইসিপিতে ভেহিক্যাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম: বিজিবির জনবল স্বল্পতা ও সীমান্তে অপরাধের ধরণ বিবেচনায় নিয়ে সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও যানবাহন সমৃদ্ধ 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম' স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যশোরের পুটখালীর ৭ কিলোমিটার স্পর্শকাতর সীমান্তে থার্মাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, রাডার, সেন্সরযুক্ত বিভিন্ন যন্ত্র ও সর্বাধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সীমান্তের ১০ কিলোমিটার এলাকায় এই সিস্টেম স্থাপনের কাজও শেষ হয়েছে। আগামী বছর নাগাদ কক্সবাজার জেলার অধিকাংশ সীমান্ত এলাকা, নওগাঁর হাপানিয়া সীমান্ত, দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্তবর্তী চরাঞ্চলে এসব প্রযুক্তি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। বর্ডার সার্ভেইল্যান্স প্রযুক্তির মাধ্যমে সীমান্তে নজরদারির পাশাপাশি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সীমান্তে রেসপন্স টিম পৌঁছানোর লক্ষ্যে সব ধরনের ভূমিতে চলাচল উপযোগী অল টেরেইন ভেহিক্যাল, ট্রাক্টর এবং নদী পরিবেষ্টিত সীমান্তের জন্য এয়ার বোট, হাইস্পিড বোট, লজিস্টিক শিপ, ফাস্ট ক্র্যাফট ইত্যাদি যানবাহন ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া সীমান্তের চেকপোস্টগুলোতে নিরাপত্তা ও নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বেনাপোল, হিলি ও ভোমরা আইসিপি সিসিটিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সীমান্তের সকল চেকপোস্ট একইভাবে সিসিটিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

সীমান্তে টহল ও নজরদারিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি: বিজিবির অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০০৯ সাল থেকে এ যাবৎ ২৬,৭৩৬ জন লোক নিয়োগ, নারী সৈনিক নিয়োগ, সীমান্তের বিভিন্ন সংকীর্ণ স্থানে টহল পরিচালনার জন্য মোটর সাইকেল সরবরাহ, বাইনোকুলার ও নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ, বিএসপি নির্মাণ এবং ডগ স্কোয়াড গঠনের ফলে বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা অতীতের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষা: ভারত এবং মায়ানমারে সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬০টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪৪২ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারিতে আনা হয়েছে। আরও ২০টি বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তসহ অবশিষ্ট ৯৭ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত নজরদারীর আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুন্দরবনের ৬০ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ২০ কিলোমিটার এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। আরও ৩টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরবর্তীতে কয়েকটি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে সুন্দরবনের অবশিষ্ট অরক্ষিত সীমান্ত পর্যায়ক্রমে সুরক্ষিত করা হবে।

জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া ও কক্সবাজার সীমান্তবর্তী এলাকায় অধিকতর নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিসি ক্যামেরা ও শক্তিশালী সার্চ লাইট স্থাপন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাগানবাড়ী সীমান্ত ফাঁড়ী।

যানবাহন সরবরাহ: বিজিবির অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২০টি অফরোডার, ৬৪টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১৪টি ট্রাক, ০৮টি এ্যাম্বুলেন্স এবং ০২টি সিডান কার ক্রয় করা হয়েছে।

জলযান সরবরাহ: বিজিবির অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ০৪টি হাইস্পিড ইঞ্জিন বোট এবং ০২টি স্পিড বোট ক্রয় করা হয়েছে।

সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে পায়ে হেঁটে টহল পরিচালনা।

এয়ার উইং সৃজন: বিজিবিকে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে বিওপি নির্মাণে সহায়তা, রেশন দ্রব্য ও লজিস্টিক সহায়তা পৌঁছানো, মুমূর্ষু বিজিবি সদস্যকে হাসপাতালে পৌঁছানো, জরুরি উদ্ধার অভিযান ও বিজিবির অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজিবি এয়ার উইং সৃজন করা হয়েছে। শীঘ্রই ২টি নতুন এমআই-১৭১ই হেলিকপ্টার রাশিয়া হতে ক্রয়ের মাধ্যমে এয়ার উইং পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে।

সীমান্ত সড়ক ও রাস্তা: বাংলাদেশের সম্পূর্ণ সীমান্ত বরাবর পর্যায়ক্রমে সীমান্ত সড়ক নির্মাণে সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের ৩১৭ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প ইতোমধ্যে সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে, যা সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া রামগড় হতে কান্তালং পর্যন্ত ২৯০ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক বিজিবির তত্ত্বাবধানে নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সীমান্ত সুরক্ষার নিমিত্তে সঠিকভাবে সীমান্ত সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া সীমান্ত বরাবর পায়ে হেঁটে টহল পরিচালনার সুবিধার্থে বিভিন্ন সীমান্তে ৩ ফুট প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

বিওপির মানোন্নয়ন: বিওপিসমূহে বিজিবি সদস্যদের অবস্থান সুবিধাজনক করতে সেগুলোর সার্বিক মানোন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎবিহীন বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। সীমান্তে নিয়োজিত বিজিবি সদস্যদের সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যাটালিয়নে ২০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ২৫০টি বিওপিতে ওয়াটার ফিল্টার, ২৬টি জেনারেটর ক্রয়, এবং ৫০টি ওয়াটার পিউরিফায়ার সরবরাহ করা হয়েছে। যেসকল বিওপিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে সেখানে বিজিবি সদস্যদের খাবার সংরক্ষণের সুবিধার্থে ডিপফ্রিজ সরবরাহ করা হয়েছে।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম।

প্রশিক্ষণ: বিজিবি পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজিবি সদস্যদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবির প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ-এর আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রিজিয়ন ও সেক্টরসমূহে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে এ যাবত সর্বমোট ১,৩২,৯৩৫ জন বিজিবির প্রশিক্ষণার্থীকে দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে বিদেশে বিভিন্ন কোর্সে মোট ৭৬৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৮ সালে সর্বমোট ৭,৪০৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫৪ জন নারী সৈনিকসহ মোট ৬৯৭ জন নবীন সৈনিককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজিবির সাফল্য

বর্ডার গার্ড ক্রীড়া বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজিবির নিয়মিত খেলোয়াড়বৃন্দ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে জাতীয় ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন, স্বাধীনতা দিবস ফেন্সিং চ্যাম্পিয়ন, জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, স্বাধীনতা দিবস জুডো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, বিজয় দিবস হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, স্বাধীনতা দিবস হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, জুনিয়র সার্ভিসেস কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, সার্ভিসেস কুস্তি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, স্বাধীনতা দিবস কুস্তি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, বীচ তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় রানার আপ, বীচ কাবাডি প্রতিযোগিতায় রানার আপ, জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় রানার আপ, স্বাধীনতা দিবস কারাতে প্রতিযোগিতায় রানার আপ, কোরিয়া কাপ তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় রানার আপ, জাতীয় তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় রানার আপ, বাংলাদেশ কুক্কিয়ন তায়কোয়ানডো হানমাডাং প্রতিযোগিতায় রানার আপ হওয়ায় গৌরব অর্জন করে বিজিবি ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিশেষ করে কারাতে, হ্যান্ডবল, সাইক্লিং, কাবাডি, কুস্তি, তায়কোয়ানডো, ভলিবল এবং এ্যাথলেটিকস্ ইভেন্টে বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে বিজিবির খেলোয়াড়গণ তাদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে বিজিবি তথা দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন।

বিজিবির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাফল্য: মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ঢাকাসহ সারাদেশে বিজিবির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ০৮টি কলেজসহ সর্বমোট ৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও মনোরম পরিবেশে প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজিবি পরিবারের সন্তানসহ সাধারণ জনগণের সন্তানেরা পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। বিজিবি মহাপরিচালকের দিকনির্দেশনায় পড়ালেখার মানোন্নয়নে গুরুত্বারোপের ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত এক বছরে এইচএসসিতে ৯৮০৭, এসএসসিতে ৯৮১০, জেএসসিতে ৯৭৫৪ এবং পিইসিতে ৯৯৯৬ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ ও ভালো ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বিজিবির কর্মকাণ্ডে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আইসিটি ব্যাটালিয়ন স্থাপন করা হয়েছে। বিজিবি সদর দপ্তরের সাথে সকল রিজিয়ন, সেক্টর ও ব্যাটালিয়নসমূহের অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি স্থাপন, ডিজিটাল ভিএইচএফ পদ্ধতিতে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন স্থাপন, ভিডিও কনফারেন্স সুবিধা, সীমান্তে টহলরত বিজিবি সদস্যদের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের লক্ষ্যে ডিজিটাল টেলি কমিউনিকেশন ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে নিজস্ব ই-মেইল এবং বিজিবির নিয়োগ কার্যক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এছাড়া বিজিবি সদর দপ্তরে একটি সর্বাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

সীমান্ত পিলারে PAK/PAKISTAN লেখা পরিবর্তন করে BD/BANGLADESH লেখা। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর ৮৫৪০টি পিলারের গায়ে PAK/PAKISTAN লেখা ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর হতে ডিএলআরএস কর্তৃক ৪৬৮০টি পিলারের গায়ে PAK/PAKISTAN লেখা পরিবর্তন করেছে। ২০১৮ সাল হতে বিজিবি কর্তৃক নিজস্ব খরচে ২৬২৩টি পিলারের গায়ে PAK/PAKISTAN-এর পরিবর্তে BD/BANGLADESH লেখা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২২৭টি পিলার BD/BANGLADESH লেখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পূর্বে PAK লেখা সীমান্ত পিলার।

সীমান্ত পিলারে PAK লেখা পরিবর্তন করে বিজিবি কর্তৃক BD লেখা হয়েছে।

সীমান্ত পিলারে PAK লেখা পরিবর্তন করে বিজিবি কর্তৃক BD লেখা হয়েছে।

বিজিবির হাসপাতালসমূহ ও চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন: বিজিবি সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে ঢাকার পিলখানাস্থ ৩০০ শয্যার হাসপাতালটির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, খাগড়াছড়ির জালিয়াপাড়া, ঠাকুরগাঁও এবং চুয়াডাঙ্গায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৪টি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে বিজিবি সদস্যদের চিকিৎসা সুবিধা পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিজিবি সদস্যদের সন্তানদের চিকিৎসা প্রদানের সর্বোচ্চ বয়স সীমা ২২ বছরের পরিবর্তে ২৫ বছর করা হয়েছে। বিজিবি সদস্যদের পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ি বিজিবি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। বিজিবির চাকরি হতে অক্ষম ঘোষণাকৃত, অবসরপ্রাপ্ত এবং বিজিবির মুক্তিযোদ্ধাসহ তাদের পরিবারবর্গকে ইনডোর/আউটডোর চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। যে সমস্ত স্থানে বিজিবির নিজস্ব চিকিৎসা সুবিধা নেই সেখানে আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। বিজিবি সদস্যদের জরুরি ও বিশেষ প্রয়োজনে বিজিবি হাসপাতালের বাহির থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও স্বল্প খরচে ডায়াগনোসিস সুবিধাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রে দেশ/বিদেশ থেকে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের ব্যয়ভারও বহন করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও অর্জন

বিজিবি সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

জনবল নিয়োগ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫৪ জন নারীসহ মোট ৬৯৭ জনকে সৈনিক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৯ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত ১৭টি রিক্রুট ব্যাচে ২৪,৪৬৭ জনকে সৈনিক পদে এবং ২,২৬৯ জনকে অসামরিক বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২০১৫ সালে নারী সৈনিক নিয়োগ করা হয়। ২০১৫ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত ৬টি নিয়মিত ব্যাচের সাথে সর্বমোট ৪৩৭ জন নারী সৈনিককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বিজিবির জনবলের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন ১৫ হাজার জনবলের প্রাধিকার অনুমোদন করেছেন। যা আগামী ৩ বছরে পর্যায়ক্রমে নিয়োগ করা হবে।

পদোন্নতি

পদোন্নতিযোগ্য বিজিবি সদস্যদের দ্রুত পদোন্নতি প্রদানের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সদস্যদের চাকরীর রেকর্ড ও তথ্য কম্পিউটার ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করার ফলে পদোন্নতিযোগ্যদের যথাসময়ে মূল্যায়ন ও পদোন্নতি কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১,৬৪৯ জনকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সীমান্ত ভাতা, অগ্রিম বেতনসহ ২ মাসের ছুটি প্রদান: বিজিবির সর্বনিম্ন পদ থেকে সুবেদার মেজর পর্যন্ত সদস্যদের সীমান্ত ভাতা প্রদান এবং অগ্রিম বেতনসহ ২ মাস ছুটি ভোগের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

রেশন ও মসলা ভাতা বৃদ্ধি: বিজিবি সদস্যদের রেশন সুবিধা এবং মসলা ভাতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। রেশন সামগ্রীর মধ্যে গরুর মাংস ১২৭ গ্রাম থেকে বৃদ্ধি করে ২০০ গ্রাম, খাসীর মাংস ৯৯ গ্রাম থেকে বৃদ্ধি করে ২০০ গ্রাম এবং মাছ ১৭০ গ্রাম থেকে বৃদ্ধি করে ২০০ গ্রামে উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়া মসলা ভাতা ১৮ টাকা ৫০ পয়সা -এর পরিবর্তে মাথাপিছু দৈনিক ২১ গ্রাম মসলা সরবরাহ করা হচ্ছে।

বীরত্বপূর্ণ/কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি: সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি মাদক, অবৈধ অস্ত্র ও অন্যান্য চোরাচালান প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও সফল অভিযানের জন্য টহল সদস্যদের বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। বিজিবি সদস্যদের বীরত্বপূর্ণ/কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর ৪টি ক্যাটাগরিতে মোট ৪৬টি পদক প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে বিজিবি সদস্যদের মনোবল ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বীরত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক বিজিবি সদস্যদের পদক প্রদান।

আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিঃ বিজিবিতে কর্মরতদের পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বিভিন্ন রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন এবং প্রতিষ্ঠানে ভৌত ও অবকাঠামোগত সুবিধাদির নির্মাণ এবং বর্ধিতকরণ কাজ সম্পন্ন হবার পথে/চলমান রয়েছে, তন্মধ্যে আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ০৬টি জেসিও'স মেস নির্মাণ, ২০টি সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ/বর্ধিতকরণ এবং সৈনিকদের জন্য ০৭টি ডাইনিং হল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকায় অফিসার/অন্যান্য পদবিধারী এবং কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে অফিসারদের জন্য ৩৬টি ফ্ল্যাট, অন্যান্য পদবির জন্য ৩৩৬টি ফ্ল্যাট, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য ১১২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আবাসন ব্যবস্থা বৃদ্ধিকল্পে সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র ৭৩টি কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাব ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

অন্যান্য পদবিধারীদের জন্য ০১টি ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন।

বিজিবির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে থাকার সুযোগ: বিজিবি সদস্যদের সন্তানদের ঢাকার বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার সুবিধার্থে পিলখানার পার্শ্ববর্তী হাতিরঘাটে ৫তলা বিশিষ্ট আধুনিক ছাত্রাবাস এবং পিলখানার অভ্যন্তরে ৫তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রীনিবাস চালু করা হয়েছে, যেখানে বিজিবি সদস্যদের সন্তানেরা নিরাপত্তাসহ স্বল্প খরচে থাকা-খাওয়ার সুবিধা পাচ্ছে।

বিজিবি সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিজিবি সদস্যদের কল্যাণে বিজিবির নিজস্ব তহবিল হতে নববিবাহিত বিজিবি সদস্যদের উপহার, যৌতুকবিহীন মেয়ের বিবাহ, মহাপরিচালকের বিশেষ আর্থিক সাহায্য ও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ সর্বমোট ১,২৮,২৪,৫০০/- (এক কোটি আটাশ লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতির কার্যক্রম: বিজিবি সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থানমূলক ও শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতি (সীপকস)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পে হাতের কাজ, কুটির শিল্প, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে।

বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা: বিজিবি সদস্যদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। পিলখানায় বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের জন্য ৬তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ট্রাস্টের আওতায় পিলখানায় ১০ তলা বিশিষ্ট 'সীমান্ত সম্ভার' মার্কেট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এ ট্রাস্টের অধীনে বিজিবি সদস্যদের জন্য আরও কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

'সীমান্ত ব্যাংক'-এর অগ্রযাত্রা: বিজিবি সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত 'সীমান্ত ব্যাংক'-এর কার্যক্রম ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে বিস্তৃত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সীমান্ত ব্যাংকের ১৫টি শাখা চালু করা হয়েছে। এগুলো হলো-ধানমন্ডি (প্রিন্সিপাল) শাখা, মতিঝিল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, সাতকানিয়া, যশোরের বেনাপোল, কক্সবাজার, টেকনাফ, কুমিল্লার বিবির বাজার, সিলেট, লালমনিরহাট, গাজীপুরের সীড স্টোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চম্পকনগর, উত্তরা এবং ময়মনসিংহের ভালুকা।

"আলোকিত সীমান্ত" ও "সমৃদ্ধির পথে সীমান্ত" প্রকল্প: ঠাকুরগাঁও সীমান্তে "আলোকিত সীমান্ত" প্রকল্প এবং কুষ্টিয়ায় "সমৃদ্ধির পথে সীমান্ত" প্রকল্পের কার্যক্রম চালু রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে চোরাচালান, মাদক পাচার, নারী ও শিশু পাচারসহ বিভিন্ন ধরনের সীমান্ত অপরাধ ও বেআইনি কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিজিবি সাধ্যমতো বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

'দীপ্ত সীমান্ত' স্কুল চালু: বিজিবি পরিবারের এবং দেশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিশেষ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও থেরাপির সাহায্যে তাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা এবং উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পিলখানায় 'দীপ্ত সীমান্ত' নামে একটি বিশেষায়িত স্কুল চালু করা হয়েছে।

মানচিত্রে 'সীমান্তব্যাংক'-এর বিভিন্ন শাখার অবস্থান।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা, যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাহিনীর সদস্যদের কর্মস্পৃহা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশবাসীর আস্থা ও ভালবাসায় সিক্ত 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বিজিবি সদস্যরা সার্বক্ষণিক দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা, প্রাজ্ঞ দিক নির্দেশনা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পূর্বের তুলনায় বেশী বেগবান হয়েছে এবং সাফল্যের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে আশাপ্রদভাবে। কোস্ট গার্ড বাহিনীর নজরদারী ও অভিযান বৃদ্ধিতে সমুদ্রপথে অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে অপরাধ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী প্রায় ১,৮৩০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার অধিক অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী আটক করে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

চোরাচালান প্রতিরোধ

শুধুমাত্র চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ৩৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য আটক করেছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী দক্ষিণ জোন (ভোলা) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ শাড়ী ও কাপড়।

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫৮টি অবৈধ অস্ত্র, ৬৬ রাউন্ড তাজা গোলা, ২১ রাউন্ডস ব্ল্যাংক কার্টিজ ও ৫২টি দা/রামদা/ছুরি আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী পশ্চিম জোন (মংলা) কর্তৃক আটককৃত অস্ত্র ও রামদা।

মৎস্য সম্পদ রক্ষা

মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ১৬৪২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার ১,৭৬,৭২২ কেজি জাটকা/মা ইলিশ, ৯২৬,৪৯,০১,২৫০ মিটার কারেন্ট জাল, ৭,৭৭,৮৯,০৭০ মিটার অন্যান্য জাল, ৭,১৬৭ টি মশারি/বেহুন্দি জাল এবং ২৯,২৩,১৫,৬৫০ পিস চিংড়ি পোনা আটক করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী নিয়মিতভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ১৫১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য আটক করেছে যার মধ্যে ২৯,৭৪,২০১ পিস ইয়াবা, ৫,৭১৯ বোতল/ক্যান বিভিন্ন প্রকার মাদক, ৯,৫০,৮০০ শলাকা সিগারেট, ৪,২৭৫ লিটার দেশীয় মদ ও ৭৭৪৭৫ কেজি গাঁজা আটক করেছে।

বনজ সম্পদ রক্ষা

সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মূল্যবান বনজ সম্পদ রক্ষায় পরিচালিত অভিযানে কোস্ট গার্ড বাহিনী অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ০২ কোটি ১১ লক্ষ টাকার প্রায় ১৫,২৫৪১২ ঘনফুট বিভিন্ন প্রকার বনজ সম্পদ আটক ও ০৯ টি তক্ষক উদ্ধার করেছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি

"বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ০২টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি) নির্মাণের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ -এর সাথে গত ০৬ জুন ২০১৭ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ০২টি টাগ বোট নির্মাণের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ -এর সাথে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়) নির্মাণের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ -এর সাথে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৭ চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) এবং ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) বোট নির্মাণের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ-এর সাথে গত ২৩ এপ্রিল ২০১৯ চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আগস্ট ২০২০ মাসে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক নির্মাণাধীন হাইস্পিড বোট (ডাইভিং ও ফেরি)-এর কিল লেয়িং অনুষ্ঠান।

ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নির্মাণাধীন আইপিভি।

প্রকল্পের আওতায় কোস্ট গার্ড বাহিনী সদর দপ্তর ভবন বর্ধিতকরণ, সিজি বেইস ভোলায় ১টি অফিসার্স মেস নির্মাণ এবং চট্টগ্রামের ১৫ নং ঘাট সংলগ্ন সিজি বার্থ পতেঙ্গায় ফিজিক্যাল অবকাঠামো (বাউন্ডারী ওয়াল, আরসিসি রোড, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল, সাব-স্টেশন, গার্ড রুম এবং আরসিসি জেটি) নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর এবং সিজি বার্থ পতেঙ্গায় ফিজিক্যাল অবকাঠামো ১০০ নির্মাণ শেষে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ভোলায় (দক্ষিণ জোন) নির্মাণাধীন অফিসার্স মেস ৪র্থ তলা পর্যন্ত ফিনিশিং কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং ৫ম তলা সম্প্রসারণের নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ৯৮৬৬ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উক্ত নির্মাণ শেষে কোস্ট গার্ড বাহিনীর নিকট আগামী ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে হস্তান্তর করা হবে।

বিসিজি বেইস ভোলা অফিসার্স মেস।

"বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ০৩ টি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় স্টেশন টেকনাফ, কৈখালী ও লক্ষ্মীপুরে ৩টি প্রশাসনিক ভবন, ৩টি নাবিক নিবাস এবং ৩টি সাব-স্টেশনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ৮৭ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উক্ত নির্মাণ শেষে কোস্ট গার্ড বাহিনীর নিকট আগামী ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে হস্তান্তর করা হবে।

"এনহ্যান্সমেন্ট অফ অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অফ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (১ম সংশোধনী)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৩টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি) খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক নির্মাণ কাজ এবং পোতাশ্রয় ও সমুদ্রে সকল টেস্ট-ট্রায়াল শেষে ২০ জুন ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ০৬টি হাইস্পিড বোট ও ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন নির্মাণ শেষে ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হবে।

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক নবনির্মিত আইপিভিসমূহ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর।

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক নবনির্মিত আইপিভিসমূহ।

"বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিক্স ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর নিজস্ব ডকইয়ার্ড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান মোতাবেক সকল পূর্ত কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী, ডিজিটাল সার্ভে এবং বিভিন্ন ভবনের মৃত্তিকা পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান মোতাবেক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর ডকইয়ার্ড প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- ❑ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর ০৫ টি আইপিভি ও ০২ এফপিবি নির্মাণ শেষে বাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে যেগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিংয়ের অপেক্ষায় রয়েছে।
- ❑ গত ১০-১৩ জুলাই ২০১৮ ঢাকাস্থ The Westin Dhaka হোটেলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের তত্ত্বাবধানে HACGAM Gi Working Level Meeting (WLM) এবং গত ২৩-২৭ অক্টোবর এ 2018 HACGAM-এর রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন High Level Meeting (HLM) অনুষ্ঠিত হয়।
- ❑ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড হতে প্রথমবারের মতো গত ২৬-৩০ মার্চ ২০১৯ মালয়েশিয়ার Pulau Langkawi তে অনুষ্ঠিতব্য Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2019 (LIMA19) তে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ বিসিজিএস সৈয়দ নজরুল অংশগ্রহণ করে।
- ❑ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এ সুন্দরবন জোন ও বিসিজি বেইস সুন্দরবন সংযোজনের অপেক্ষায় রয়েছে।
- ❑ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের টিওএন্ডইতে ৩১টি, স্টেশন ১৪টি আউটপোস্ট এবং ৪,৭৬৭ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরি ও পদবির জনবল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে ১৯৪৮ সাল হতে অদ্যাবধি দেশের শান্তি শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধসহ দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে এ বাহিনীর গৌরবময় অবদান রয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যরা দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সর্বত্র সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা বিধান, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সকল প্রকার নির্বাচন, সড়ক ও জনপথ রক্ষা, রেলপথ রক্ষা, যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের সাথে দায়িত্ব পালন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা, মার্কেট এবং জাতীয় সংসদ, নৌ, বিমান ও স্থলবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে এ বাহিনীর সদস্যদের কর্তৃক নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারের উচ্চ পর্যায়সহ সকল মহলে এ বাহিনী প্রশংসা লাভ করেছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সার্বিক জননিরাপত্তা কার্যক্রমে পুলিশের সাথে এবং পার্বত্য এলাকায় সেনাবাহিনীর সাথে এই বাহিনীর ব্যাটালিয়ন আনসারগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে সার্বক্ষণিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সুখী, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ রাষ্ট্র গঠনে দেশের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান করাই হলো এ বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দেশের জননিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী সদস্য-সদস্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সরকারের নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আভিযানিক কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ এ বাহিনীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- ❑ জননিরাপত্তামূলক কোন কাজে সরকার বা সরকারের অধীন কোন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান এবং অন্য কোনো নিরাপত্তামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।
- ❑ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত যে কোন জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;
- ❑ দেশের যে কোন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কাজে অংশগ্রহণ করা;
- ❑ সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত যে কোন কাজ পরিচালনা করা;

এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কারিগরী, মৌলিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরকরণে সার্বিক সহায়তা করে থাকে এ বাহিনী।

বাহিনীর জনবল কাঠামো

ক্র: নং	বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারী	মোট ব্যাটালিয়নের সংখ্যা	সর্বমোট জনবল সংখ্যা	মন্তব্য
০১।	স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী	-	৩,৩৬২ জন	নিয়মিত
০২।	ব্যাটালিয়ন আনসার পুরুষ	৩৯টি	১৬,৬০০ জন	-ঐ-
০৩।	ব্যাটালিয়ন আনসার (মহিলা)	০২ টি	৮১৬ জন	-ঐ-
০৪।	মহিলা আনসার		৬৭২ জন	-ঐ-
	সর্বমোট		২১,৪৫০ জন	

ক্র: নং	পদবী	জনবল	মন্তব্য
০১।	অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার	৪৮,৫৪০ জন	ভাতা ভিত্তিক/স্বেচ্ছাসেবী
০২।	প্লাটুনভূক্ত সাধারণ আনসার	২,৩৩,৩০১ জন	-ঐ-
০৩।	ভিডিপি সদস্য	৫৫,৯৭,৪৯৪ জন	-ঐ-
০৪।	হিল আনসার	৬০০ জন	-ঐ-
০৫।	হিল ভিডিপি	৭,৮৮৭ জন	-ঐ-
০৬।	বিশেষ আনসার (আত্মসমর্পণকৃত)	৪৮০ জন	-ঐ-
০৭।	টিডিপি (শহর প্রতিরক্ষা দল)	২,০৩,৬১০ জন	-ঐ-
	সর্বমোট	৬০,৯১,৯১২ জন	

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ❑ প্যারা-মিলিটারি ফোর্স হিসেবে আনসার ব্যাটালিয়নের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস দমন, মাদক নিয়ন্ত্রণ, ও জঙ্গীবাদ নিরসনে এই বাহিনীর কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদবীর সদস্যদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সরকারের জননিরাপত্তা বিভাগকে অধিকতর ফলপ্রসূ করা;
- ❑ পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও উন্নততর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ❑ সমগ্র দেশে বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান ব্যবস্থাপনায় একটি সামগ্রিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;
- ❑ সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, যৌন হয়রানি প্রভৃতি রোধকল্পে ভিডিপি সদস্য সদস্যাদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- ❑ প্রত্যেক গ্রামে/ওয়ার্ডে সক্রিয় ভিডিপি প্লাটুন প্রস্তুত করে জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রশাসনিক কার্যক্রম

আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:

- ❑ আনসার বাহিনীর কর্মকর্তাদের পোশাক বিধিমালা- ২০০৪ সংশোধন, তারিখ: ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ইং।
- ❑ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রাধিকারভুক্ত কর্মচারীদের পোশাক (ইউনিফরম) ভাতার হার পুনঃনির্ধারণ।
- ❑ উপজেলা/থানা আনসার কমান্ডারদের জন্য মাসিক ১,৫০০/- টাকা, উপজেলা/থানা সহকারী আনসার কমান্ডারদের মাসিক ১,৩০০/- টাকা, উপজেলা/থানা আনসার প্লাটুন কমান্ডারদের (মহিলা) মাসিক ১,২০০/- টাকা, উপজেলা/থানা সহকারী আনসার প্লাটুন কমান্ডারদের (মহিলা) মাসিক ১,০০০/- টাকা, ইউনিয়ন আনসার প্লাটুন কমান্ডারদের মাসিক ১,২০০/- টাকা, ইউনিয়ন আনসার সহকারী প্লাটুন কমান্ডারদের মাসিক ১,০০০/- হারে সম্মানী নির্ধারণ।

সাংগঠনিক কাঠামো/পদ সৃজন কার্যক্রম

- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যাটালিয়নের সাংগঠনিক কাঠামোতে ০১টি পরিচালক ও ০১টি সহকারী পরিচালক পদ সৃজনসহ জনবল ৪১৬ থেকে ৪২৫ জনে উন্নীতকরণ (০১টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ০৩টি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃজনসহ ৩৭টি ব্যাটালিয়নের জনবল পুনর্গঠন করে বিভিন্ন পদবীর মোট ৪৭৩২টি পদ সৃজন) ।
- আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে কক্সবাজার জেলায় ০১টি নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন গঠনের নিমিত্তে ০২টি ক্যাডার পদসহ ৪১৬টি পদ সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিও এন্ডই ভুক্তকরণের সম্মতি জ্ঞাপন।
- জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (VIP) গণের 'হাউজ গার্ড' হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৪১১ জন জনবল বিশিষ্ট ০১টি 'আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন' গঠনের অনুমোদন।

বাহিনীর সাংগঠনিক উন্নয়নে চলমান কার্যক্রম

- মুজিব বর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে 'মুজিবনগর আনসার ব্যাটালিয়ন' গঠনের কার্যক্রম সরকারী পর্যায়ে চলমান।
- ৭টি উপ-মহাপরিচালক ও ৭টি পরিচালক পদ সৃজনের প্রস্তাব দুটিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া যায়। পরবর্তী কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে চলমান।
- ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের (ব্যাটালিয়ন আনসার, ল্যান্স নায়েক ও নায়েক) পদের বেতন গ্রেড উন্নীত করার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং বিষয়টির চূড়ান্ত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ২০১৮ -এর খসড়া অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অঙ্গীভূত ৬০০ জন হিল আনসার ও ৪৮০ জন বিশেষ আনসারের স্থায়ী করণের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

উন্নয়নমূলক স্থাপত্য কার্যক্রম

- বাংলাদেশের ৪র্থ 'সিনথেটিক এ্যাথলেটিক টার্ফ'-এর জন্য সাব-বেইজ নির্মাণ কার্যক্রম আনসার ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরে চলমান রয়েছে;
- অনাবাসিক ভবন খাতে ২৩টি পূর্ত নির্মাণ ও ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার খাতে ১৭টি কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে ১৪৭টি মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- অনাবাসিক খাতের আওতায় ০৬টি এস এম ব্যারাক ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- সর্বস্তরে সদস্যদের আবাসন ব্যবস্থাকরণের লক্ষ্যে লো-কস্ট হাউস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- ০৬টি উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; এবং
- অফিসারদের স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য ময়মনসিংহ ও ফেনী জেলায় রেস্ট হাউজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম

- আনসার ও ভিডিপির ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন) শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির ১৫টি কেন্দ্রই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।
- জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরে আনসার ও ভিডিপি'র ব্যারাকসমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান অবস্থায় রয়েছে। ২৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ০৯টি কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

নিয়োগ/পদোন্নতি কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পদোন্নতি			২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নতুন নিয়োগ			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী (ব্যাটালিয়নসহ)	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী (ব্যাটালিয়নসহ)	মোট	
৫১	৮৯৪ ৯৪৫	৩৭		১,১৭৫	১২১	

উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ৩৭তম বিসিএস-এর মাধ্যমে ০৭ জন কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক হিসেবে এই বাহিনীতে যোগদান করেছেন।

সমাবেশ উদ্‌যাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিবসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ২০১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ৩৯তম জাতীয় সমাবেশ-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সমাবেশের শুভ উদ্বোধন করেন।

আলোকচিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৯তম জাতীয় সমাবেশ-২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

বৃক্ষরোপণ বিষয়ক কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্য/সদস্যার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গত ০৯/০৯/২০১৯ ইং তারিখে সারা দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী-২০১৯ পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় দেশের সকল জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নে প্রায় ১৫ লক্ষ ফলদ ও ভেষজ বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী-২০১৯-এর আওতায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মহাপরিচালক কর্তৃক বৃক্ষ রোপণ।

পুরস্কার প্রদান

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা-২০১৭ মোতাবেক এই বাহিনীর জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আলোকচিত্র: মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব ও মহাপরিচালক মহোদয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর।

উল্লেখযোগ্য খাতে বরাদ্দকৃত আর্থিক কার্যক্রম

- ❑ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাজেটে শাখা-১ এর স্মারক নং-৪৪০০০০০০০২৮০৪০৩৬২০১৭-৯৬, তারিখ: ২৭/০২/২০১৮ মোতাবেক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পিসি/এপিসিদের অস্ত্র ক্রয়ের জন্য বাজেটে নির্ধারিত বরাদ্দের অতিরিক্ত ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ❑ ১৯৪৮ সাল হতে এ পর্যন্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন আনসার কমান্ডারদের জন্য কোন মাসিক সম্মানী ভাতা ছিল না। দীর্ঘদিন যাবত তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর মাস হতে উপজেলা/থানা আনসার কমান্ডারদের জন্য মাসিক ১,৫০০/- টাকা, উপজেলা/থানা সহকারী আনসার কমান্ডারদের মাসিক ১,৩০০/- টাকা, উপজেলা/থানা আনসার প্লাটুন কমান্ডারদের (মহিলা) মাসিক ১,২০০/- টাকা, উপজেলা/থানা সহকারী আনসার প্লাটুন কমান্ডারদের (মহিলা) মাসিক ১,০০০/- টাকা, ইউনিয়ন আনসার প্লাটুন কমান্ডারদের মাসিক ১,২০০/- টাকা, ইউনিয়ন আনসার সহকারী প্লাটুন কমান্ডারদের মাসিক ১,০০০/- টাকা হারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, আনসার শাখা-২এর স্মারক নং-৪৪০০০০০০১১৫১২০২৫১০-১৮৩, তারিখ: ১০/১০/২০১৮ মোতাবেক সম্মানী ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।
- ❑ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পিসি/এপিসি ও আনসার সদস্য/সদস্যাদের পোশাক (ইউনিফর্ম) ক্রয়ের জন্য বাজেটে নির্ধারিত বরাদ্দের অতিরিক্ত ৯৩ (তিরানব্বই) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- ❑ সিভিল অডিট অধিদপ্তর-এর স্মারক নং-সিঅঅ/সেক্টর-৩/ওএডি/জননিরাপত্তা/স্বরাষ্ট্র/আনসার ও ভিডিপি/৩০/১১৫ (২) তারিখ: ০৭/০৩/২০১৯ মোতাবেক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিগত ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ আর্থিক বছর পর্যন্ত ২০টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যাতে জড়িত টাকার পরিমাণ ছিল টা: ১০,৫৮,৭৫,৬৪২/-মাত্র।
- ❑ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অত্র বাহিনী অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

ক্র: নং:	মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		মন্তব্য
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	জের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
	বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, খিলগাঁও, ঢাকা।	১১ টি	৩৪.৭৫	-	-	-	১১ টি	৩৪.৭৫	

কল্যাণ কার্যক্রম: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাহিনীর বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের বিবরণাদি:

ক্রঃনং	তহবিলের নাম	অনুদানের বিবরণ	জনবল	অনুদানকৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
০১।	বাংলাদেশ ভিডিপি (সরকারী) কল্যাণ তহবিল	আনসার ব্যাটালিয়নের মৃত অস্থায়ী সদস্যদের পরিবারের মাসিক ভাতা	১৬৩ জন	৩,৮৬,৪০০/-	
		আনসার ব্যাটালিয়নের মৃত অস্থায়ী সদস্য-সদস্যা ও অঙ্গীভূত আনসারদের পরিবারের এককালীন অনুদান।	৩৬ জন	৯,৮০,০০০/-	
		আনসার ব্যাটালিয়নের ২ জন সদস্যের জরুরী চিকিৎসাজনিত কারণে এককালীন অনুদান	০২ জন	১,১৯,৩৯০/-	
		আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য-সদস্যা, অঙ্গীভূত, হিল, বিশেষ ও মহিলা আনসার সদস্য-সদস্যাদের চিকিৎসাজনিত কারণে এককালীন অনুদান	১,৭০৮ জন	৩,৩৫,১৩,৯৬৬/-	
	বাংলাদেশ ভিডিপি (সরকারী) কল্যাণ তহবিল	মৃত ইউনিয়ন দলপতি ও ভিডিপি সদস্যের পরিবারের মাসিক ভাতা	১,০৩৬ জন	১৪,১৮,৬০০/-	
		মৃত ইউনিয়ন দলপতি-দলনেত্রী ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যার পরিবারের এককালীন অনুদান	৩৫ জন	১,৯৯,০০০/-	
		ভিডিপি সদস্যের জরুরী চিকিৎসাজনিত কারণে এককালীন অনুদান	০১ জন	১,০০,০০০/-	
		ইউনিয়ন দলপতি-দলনেত্রী ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের চিকিৎসাজনিত কারণে এককালীন অনুদান	৩৪৮ জন	১,৭১,৫৮,০০০/-	
		৩৯তম জাতীয় সমাবেশ/২০১৯ উপলক্ষে ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন পুরস্কার হিসেবে এককালীন অনুদান	১৪৪ জন	১১,২৪,০০০/-	
		মোট =	**৩,৪৭৩ জন**	**৫,৪৯,৯৯,৩৫৬/-**	

ক্রঃনং	তহবিলের নাম	অনুদানের বিবরণ	জনবল	অনুদানকৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
০২	আনসার ও ভিডিপি (বিভাগীয়) কল্যাণ তহবিল	কর্মকর্তা/কর্মচারী, আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য-সদস্যা, অঙ্গীভূত আনসার, বিশেষ আনসার, মহিলা আনসার ও হিল আনসার সদস্য-সদস্যার মৃত্যুজনিত কারণে এককালীন অনুদান, লাশ পরিবহন ও দাফন-কাফন বাবদ অনুদান প্রদান	১৩০ জন	৪২,৪৫,৪৩৭/-	
		বিভিন্ন পদবীর কর্মচারী/আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য ও অঙ্গীভূত আনসার, বিশেষ আনসার, মহিলা আনসার ও হিল আনসার সদস্য-সদস্যার মেয়ের বিবাহজনিত কারণে এককালীন অনুদান প্রদান।	৭৭ জন	৩,৮৫,০০০/-	
		বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর চিকিৎসাজনিত কারণে এককালীন অনুদান প্রদান।	২৪১ জন	৫৯,৬৮,০০০/-	
		মোট =	**৪৪৮ জন**	**১,০৫,৯৮,৪৩৭/-**	

ক্রঃনং	তহবিলের নাম	অনুদানের বিবরণ	জনবল	অনুদানকৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
০৩	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি তহবিল	অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার, হিল আনসার, বিশেষ আনসার ও অঙ্গীভূত আনসারদের এককালীন অনুদান (৫,০০,০০০/- ও ২,০০,০০০/-)	মৃত-১১৪ জন পঙ্গুত্ব- ০২	৩,৭০,০০,০০০/- ৪,০০,০০০/-	
		মোট =	**১১৬ জন**	**৩,৭৪,০০,০০০/-**	

ক্রঃনং	তহবিলের নাম	অনুদানের বিবরণ	জনবল	অনুদানকৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
০৪।	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি তহবিল	কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বাহিনীর অন্যান্য সদস্য-সদস্যদের আর্থিক সাহায্য সংক্রান্ত অনুদান	২২ জন	১১,০৫,০০০/-	
		মোট =	২২ জন	১১,০৫,০০০/-	
ক্রঃনং	তহবিলের নাম	অনুদানের বিবরণ	জনবল	অনুদানকৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
০৫।	আনসার খাত ও ভিডিপি খাত	কর্মকর্তা ও কর্মচারী কঠোর শ্রমসাধ্য কাজের সম্মানী ভাতা	৪৩০৪ জন	২,৫৯,৭১,৫০০/-	
		মোট =	**৪৩০৪ জন**	**২,৫৯,৭১,৫০০/-**	

ক্র:নং	তহবিলের নাম	অনুদানের বিবরণ	জনবল	অনুদানকৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
০৬।	গ্রুপ সাময়িক জীবন বীমা	ক. ৫০,০০০/- (স্বাভাবিক মৃত্যু)	৬৮ জন	৩৪,০০,০০০/-	
		খ. ১,০০,০০০/- (দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু)	০১ জন	১,০০,০০০/-	
		গ. ১০০% হারে ৫০,০০০/- (দুর্ঘটনাজনিত ২টি অঙ্গহানী)	-	-	
		ঘ. ৫০% হারে ২৫,০০০/- (দুর্ঘটনাজনিত ১টি অঙ্গহানী)	-	-	
		মোট =	৬৯জন	৩৫,০০,০০০/-	

❑ সরকারী প্রতিষ্ঠান হতে আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ :

(অর্থ বিভাগের জন্য) (টাকার অংক কোটি টাকায়)

আয়ের উৎস		২০১৮-২০১৯		২০১৭-২০১৮		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৯,৬৫,০০,০০০/-	১২,০৫,৪২,০৩৭/-	৮,৬১,১৬,০০০/-	২,৪০,৪৭,৫২২/-	১৮,২৬,১৬,০০০/-	১৪,৪৫,৮৯,৫৫৯/-
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাবে		-	-	-	-	-	-

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ক্রয় বিষয়ক কার্যক্রম

❑ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি ক্রয়: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে আনসার বাহিনীর সদস্য-সদস্যাদের জন্য ভেস্ট ১,৬০,০০০ টি, সবুজ শাড়ী ১,৬০,০০০টি, মেরুন স্কার্ফ ১,৬০,০০০টি, পিটি স্যু ১,৬০,০০০ জোড়া, নাইলন মোজা ১,৬০,০০০ জোড়া, বাঁশি ৮০,০০০ টি, বুট ক্যানভাস (অলিভ গ্রিন) ২,৩৫,০০০ জোড়া ও বুট ক্যানভাস (ব্রাউন) -১,০৫,০০০ জোড়া ক্রয় করা হয়েছে।

❑ যানবাহন ক্রয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৫টি জিপ গাড়ি, ০১টি মিনিবাস, ০২টি বাস, ০২টি কার ও ৫১ টি মোটর সাইকেলসহ মোট ৭১ টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।

❑ অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫০,০০০ টি ১২ বোর শটগান এবং ৩৫,০০,০০০ টি শটগানের কার্তুজ এবং বাহিনীর সদস্য/সদস্যাদের জন্য নির্ধারিত পোশাকের কাপড় ও আনুষঙ্গিক খাতে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।

❑ রেশন সামগ্রী ক্রয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৭,১৩,০০০ কেজি ডাল মশুর, ১০,৭১,৬০০ কেজি চিনি, ২৯,২২,৫০০ লিটার ভোজ্য তেল সয়াবিন ও ৯৬,০০০ কেজি পোলাও চাল ক্রয় করা হয়েছে।

❑ মেশিনারিজ সামগ্রী ক্রয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৩৭ টি এলইডি টেলিভিশন, ৩০ টি ফটোকপি, ০৪ টি ডিজিটাল ডুপ্লিকেটিং মেশিন, ৬০ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৪৫ টি ল্যাপটপ, ৮০ টি প্রিন্টার ও ৭০ টি ইউপিএস ক্রয় করা হয়েছে।

❑ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল-৪৪ টি, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল -১৫০ টি, হাতাওয়ালা কুশন চেয়ার-১১৩০ টি, ভিজিটর চেয়ার-১৮৭ টি, সোফাসেট-২৮ সেট, কম্পিউটার টেবিল-১৪৮ টি, কম্পিউটার চেয়ার-২৩০ টি, ডাইনিং টেবিল-১০০ টি, ডাইনিং চেয়ার-৭৪৬ টি, সাধারণ টেবিল-৫৯০ টি, হাতাছাড়া কুশন চেয়ার-১০৬০ টি, স্টিলের আলমারী-৫৭৫ টি, ফাইল কেবিনেট-১০০ টি ও হাতাছাড়া প্লাস্টিক চেয়ার-১৭০০ টি ক্রয় করা হয়েছে।

❑ চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ক্রয়: ২০১৮-২০১৯ ক্রয় করা হয়েছে।

❑ ভূমি ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

❑ শিলছড়ি, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত আনসার ব্যাটালিয়নের জন্য সদর দপ্তর ও প্রস্তাবিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন ৮০৯ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন হাজীগঞ্জ রোডস্থ ৭ নম্বর হোল্ডিংভুক্ত ০৬০ একর জমি জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের অনুকূলে ক্রয় করা হয়েছে।

❑ রাজশাহী রেঞ্জ ও জেলা কার্যালয়ের অনুকূলে ১৮৬২৫ একর অকৃষি খাস জমি স্থায়ী বন্দোবস্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

❑ রাজউক-এর পূর্বাচল প্রকল্পে আনসার ভিডিপি সেকেন্ডারি স্কুল এন্ড কলেজের জন্য ০৩২৪০০ একর জমির ১ম,২য়,৩য় ও ৪র্থ কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

❑ রাজউক-এর পূর্বাচল প্রকল্পে আনসার ভিডিপি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ০৫৪০০ একর জমির ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১৮-২০১৯) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরীচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
২১ (একুশ) টি	২ (দুই) টি	-	০৬ (ছয়) টি	০৮ (আট)টি	১৩(তেরো) টি

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা: (২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর)				
সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
-	০৫ (পাঁচ) টি	০১ টি	০৬ (ছয়) টি	০৮ (আট) টি

অপারেশনাল কার্যক্রম

নির্বাচন:

❑ ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও অন্যান্য সাধারণ/পুনঃ/উপ-নির্বাচনে, জন অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং ৪৪৬ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

❑ দশম জাতীয় সংসদের ২৯ গাইবান্ধা-১ ও ২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া- নির্বাচন উপলক্ষে আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং ২০০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার দায়িত্ব পালন করেন।

❑ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে মোট ৪০৪৬ জন অঙ্গীভূত আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং ৯১৯ জন ব্যাটালিয়ন আনসার ও ২৪ জন এএসএফ সদস্য ৩টি টিমে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স টীমের সাথে ১ (এক) জন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়।

❑ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে মোট ৫৯৫০ জন অঙ্গীভূত আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং ১৩০৭ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য ও ৩২ জন এএসএফ সদস্য ৪টি টীমে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স টীমের সাথে ১ (এক) জন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়।

❑ রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে মোট ৫৫৩০ জন অঙ্গীভূত আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং ১৪৩৯ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য ও ৭২ জন এএসএফ সদস্য ৯টি টিমে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স টীমের সাথে ১ (এক) জন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়।

❑ ২৮/০২/২০১৯ ইং তারিখ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন শূন্য পদে ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারণ নির্বাচন উপলক্ষে টি ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা, জন এবং জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

❑ দশম জাতীয় সংসদের-২৭, কুড়িগ্রাম-৩, শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোট ২২২৬ জন অঙ্গীভূত আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং ১৫০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য দায়িত্বপালন করেন।

❑ একাদশ জাতীয় সংসদ ৪০,১৮৩টি ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোট ৪,৮২,১৯৬ জন অঙ্গীভূত আনসার ও ভিডিপি সদস্য ও মোবাইল/স্ট্রাইকিং টীমে ১৯০০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য এবং কুইকরেসপন্স টীমে ৮৯৬ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

❑ ৫ম উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন: ১০/০৩/২০১৯ ইং হতে ৩১/০৩/২০১৯ ইং পর্যন্ত টি ধাপে (৫৮৪৭+৭২৪৯+৯৩২৯+৮৬৬৯)= ৩১০৯৪টি ভোটকেন্দ্রে ৩,৭৩,১২৮ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা দায়িত্ব পালন করেন।

❑ নির্বাচনে দায়িত্বকালীন মৃত্যুবরণ

সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে নির্বাচন দায়িত্ব পরিচালনায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে এই বাহিনীর ১০জন অকুতোভয় সদস্য/সদস্যা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যুবরণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে মৃত্যুবরণকারী ১০জন সদস্য/সদস্যার পরিবারকে সর্বমোট ৭৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদ, এনডিসি, পিএসসি, জি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সাধারণ আনসার শাহাবুদ্দিন-এর স্ত্রী মোছা: রমিজা খাতুনকে অনুদান হিসেবে ৫ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন।

শারদীয়া দুর্গাপূজা

শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশব্যাপী পূজামন্ডপগুলোতে আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা দায়িত্ব পালনপূর্বক সারাদেশের পূজামন্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

আলোকচিত্র: বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মহাপরিচালক মহোদয়ের শারদীয়া দুর্গাপূজা পরিদর্শন।

বিশ্ব ইজতেমার নিরাপত্তা

টঙ্গী তুরাগ নদীর তীরে ০২ পর্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইজতেমা ২০০১-এ আইন-শৃংখলা রক্ষায় ৩০০ জন অঙ্গীভূত আনসার ও জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা

দেশের অভ্যন্তরীণ অধিকাংশ-এর নিরাপত্তায় রয়েছে আনসার বাহিনী এবং ব্যাটালিয়ন আনসার। উল্লেখযোগ্য কেপিআই সমূহ হলো- সমুদ্র/নৌ বন্দর সমূহ, বিমান বন্দর সমূহ, হাসপাতাল, ইপিজেড, কূটনৈতিক মিশন এরিয়া, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, রেললাইন, পাওয়ার প্লান্ট, কর্ণফূলী ট্যানেল ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা

দেশের অভ্যন্তরীণ অধিকাংশ-এর নিরাপত্তায় রয়েছে আনসার বাহিনী এবং ব্যাটালিয়ন আনসার। উল্লেখযোগ্য কেপিআই সমূহ হলো- সমুদ্র/নৌ বন্দর সমূহ, বিমান বন্দর সমূহ, হাসপাতাল, ইপিজেড, কূটনৈতিক মিশন এরিয়া, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, রেললাইন, পাওয়ার প্লান্ট, কর্ণফুলী ট্যানেল ইত্যাদি। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থায় নতুন টি গার্ড অনুমোদনসহ মোট গার্ডের সংখ্যা টি। বিভিন্ন সংস্থায় নতুন জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্যের অনুমোদনসহ মোট জনবল, জন, এছাড়াও পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ও পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর -এ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার নিরাপত্তা

ঢাকাস্থ আগাওগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত ২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১ এর নিরাপত্তা রক্ষায় ৪৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন।

ঘূর্ণিঝড় ফণী মোকাবেলায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য/সদস্যা দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে গ্রাম পর্যায় হতে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগে ঘূর্ণিঝড় ফণীর মোকাবেলায় প্রাক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঘর্ণিঝড় চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজ করেন। টি জেলার সর্বমোট জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা সরাসরি ঘুর্ণিঝড় ফণী মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করেন। তারা টি গবাদি পশু এবং প্রায়,, জন জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে পৌছে দেয়। প্রচার কার্যক্রমে মোট টি মাইক এর ব্যবস্থা করা হয় এবং প্লাবিত টি গ্রাম থেকে জন জনসাধারণকে উদ্ধার করা হয়।

দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম (সাম্প্রতিক বন্যা)

গত জুলাই-আগস্ট মাসে দেশের টি জেলা সরাসরি বন্যা কবলিত হয় এবং টি জেলা আংশিক বন্যা কবলিত হয়। এসময়ে আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বন্যা কবলিত মানুষের সাহায্যে টি জেলার আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণ ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর-বাড়ি মেরামত, উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম

দেশব্যাপী ডেঙ্গু রোগ বিস্তার রোধে ব্যাপক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকাসহ সকল ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যাপক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে বাহিনীর সকল ইউনিট এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা ও দেশের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডেঙ্গু সম্পর্কিত প্রচার, ডেঙ্গু বিষয়ক কর্মশালাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। একইভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানের 'গুজব' নিয়ন্ত্রণেও এ বাহিনী ব্যাপক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাতে ব্যাটালিয়ন আনসার ফোর্স

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় (প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, পদ্মা সেতু, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আইসিডিডিআরবি, মেট্রোরেল ও অন্যান্য) কর্মরত দেশি-বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তায় জন ব্যাটালিয়ন আনসার সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স (এএসএফ) এর কার্যক্রম

বিদেশী দূতাবাস ও ব্যক্তিবর্গের আবাসস্থল ও চলাফেরার নিরাপত্তা বিধান, সরকারি, বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা প্রদান এবং সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩০০ সদস্যের একটি আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স (এএসএফ) গঠন করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নাধীন আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নে আত্মীকৃত হবে। এছাড়াও, এএসএফ এর কর্মকর্তা ও অন্যান্য সদস্যগণ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও ঢাকা (উত্তর) সিটি কর্পোরেশন এর মোবাইল কোর্ট অপারেশনে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ব্যাটালিয়ন আনসার মোতায়েন

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টি আনসার ব্যাটালিয়নের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদবী প্রায় হাজার সদস্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশের পাশাপাশি জননিরাপত্তা বাহিনী হিসেবে বিভিন্ন অভিযানে (এসআরপি/এলআরপি) অংশগ্রহণ করে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছেন।

সেখানে প্রত্যেক মিলিটারী জোন এলাকায় আর্মির সাথে যৌথভাবে এবং পৃথক ক্যাম্পের মাধ্যমে আর্মি কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। ফলে, পার্বত্য এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আনসার ব্যাটালিয়নের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জনগণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৫৮৮৩ টি এসআরপি এবং ২৮১০টি এলআরপি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

হিল আনসার ও হিল ভিডিপি

পার্বত্য এলাকার পুনর্বাসন জোনসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, সেনাবাহিনী তথা নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তাকল্পে ১৯৮৬ সালে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের চাহিদা মোতাবেক ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছর থেকে খাগড়াছড়ি জেলায় ৪৮০ জন এবং রাঙ্গামাটি জেলায় ১২০ জন সর্বমোট ৬০০ জন হিল আনসার সদস্য এবং জন হিল ভিডিপি সদস্য রাজস্ব ভাতার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট ও ভেজাল বিরোধী অভিযান

বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট/ভেজাল বিরোধী ১০টি অভিযান চালিয়ে ১,২৮,৭২,৬০০/-(এক কোটি আটাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এ কাজে ব্যাটালিয়ন আনসার -এর কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদবীর সদস্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য হিসেবে এনফোর্সমেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রম

আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধা জেলায় () এর পাইলট প্রজেক্টের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯০জন মাস্টার ট্রেইনার এবং ১৫৬৩টি গ্রামে ১৫,৬৩০ জন আনসার-ভিডিপি ভলান্টিয়ার তৈরি করে তাদের প্রস্তুত করা হয়েছে।

অঙ্গীভূত আনসারের জন্য অস্ত্র আধুনিকীকরণ

রাইফেল -এর ব্যবহার স্থগিত করে তৎপরিবর্তে শটগান প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্যে নির্বাচনের পূর্বে,টি শটগান ও লক্ষটি কার্তুজ কেনা হয়। পরবর্তীতে আরও,টি শটগান ও লক্ষটি কার্তুজ ক্রয়সহ বর্তমানে,টি শটগান ও,,টি কার্তুজ রয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ আনসার বাহিনীর দায়িত্ব পালন পর্যায়ে মানসম্মত উন্নীত করা হয়েছে।

মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে ৩৫তম ও ৩৬তম বিসিএস (আনসার) কর্মকর্তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সালাম গ্রহণ ও কৃতী প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে ট্রফি প্রদান করেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাহিনীর কার্যক্রম

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ১৯৪৮ সাল হতে এ দেশের তৃণমূল পর্যায় হতে জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বৃহত্তর এ বাহিনীতে এখন প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্য-সদস্যা। এরা এ দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম ও ওয়ার্ড পর্যায়ের জনগণ। কালের বিবর্তনে এ বাহিনীর সেবার ধরণ ও মানের পরিবর্তন হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রসরের কারণে ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিন বদলের নামে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার প্রয়াসে এ বাহিনীর সেবার মান ও ধরনের পরিবর্তন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে নিম্নবর্ণিত ডিজিটাল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক) হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (HRM System) সিস্টেম।
খ) আনসার ও ভিডিপি ওয়েব সাইট www.ansarvdp.gov.bd
গ) অনলাইন রিক্রুটমেন্ট (Online Recruitment)
ঘ) আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক (AVUB)

আলোকচিত্র: বিসিএস (আনসার) কর্মকর্তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের সালাম গ্রহণ।

HRM Software-এর সফলতা

এইচআরএম সিস্টেম (HRM System) এ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সরকারি সম্পত্তি, মিল ইন্ডাস্ট্রিজ, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ইত্যাদির নিরাপত্তার রক্ষার্থে এ বাহিনীর প্রায় ৮৫ হাজার সাধারণ আনসার সদস্য পর্যায়ক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এ কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিবছর কয়েক হাজার সদস্য-সদস্যাকে সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। যা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অঙ্গীভূত আনসারদের অনলাইন ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে Enterprise Resource Planning (ERP) এর আওতায় Human Resource Management (HRM), Payroll and Salary Disbursement System (PRSDS), Ansar Deployment Application Processing System (ADAPS) ইত্যাদি সফটওয়্যার মডিউল নির্মাণ করার মাধ্যমে HRM, PRSD system develop ও deployment করে তা পাইলট প্রকল্প হিসেবে ০১ টি জেলায় চলমান রয়েছে।
এছাড়া বর্তমানে এই সিস্টেমে নিম্নবর্ণিত রুটিন কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে:

- ❑ সাধারণ আনসারদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যাদি সংরক্ষণ;
- ❑ পুলিশি প্রতিবেদন সন্তোষজনকের ভিত্তিতে প্যানেলে অন্তর্ভুক্তি;
- ❑ প্যানেল হতে অটোমেশন রিজিওনাল ও গ্লোবালে অঙ্গীভূতির অফার প্রদান;
- ❑ নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত অফার প্রাপ্ত সদস্য-সদস্যাকে সংশ্লিষ্ট জোন/জেলায় ০৩ বছর মেয়াদে অঙ্গীভূতকরণ;
- ❑ মেয়াদ শেষে রেস্ট টাইম হতে অটোমেশনে পুনরায় প্যানেলে অন্তর্ভুক্তি;
- ❑ সদস্য-সদস্যাদের শৃঙ্খলা জনিত কারণে শাস্তি প্রদান;
- ❑ আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্যাদি হালনাগাদ/আপডেট করণ।

আনসার ও ভিডিপি ওয়েবসাইট (www.ansarvdp.gov.bd) এর কার্যক্রম;
আনসার ও ভিডিপি ওয়েবসাইট (www.ansarvdp.gov.bd) টিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এটুআই প্রকল্পের আদলে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য একটি ওয়েব পেজের ডোমেইন প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী সাংগঠনিক প্রয়োজন অনুযায়ী এ ওয়েবসাইট-এর পেজে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় সেবা বক্স ও লিংক আপডেট করা হয়।

অনলাইন রিক্রুটমেন্ট (Online Recruitment)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্থায়ী ও অস্থায়ী নিয়োগ কার্যক্রমটি ইতোমধ্যেই অনলাইন পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে। একদা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে ব্যাপক সংখ্যক আবেদনপত্র যাচাই বাছাই, রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি, কম্পিউটারে এন্ট্রি, প্রবেশপত্র পাঠানো -এছাড়াও আবেদনের ফি বাবদ অর্থ জমাদান প্রক্রিয়ায় ব্যাপক শ্রমসাধ্য, ভুলত্রুটিসহ সময় সাপেক্ষে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হতো। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নানা রকমের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হতো। বর্তমানে অনলাইন পদ্ধতিতে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার ফলে কার্যক্রম ভুলত্রুটি বিহীন দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে। অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রাপ্ত অর্থ নির্ভুলভাবে সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে। এতে করে জনসাধারণের ভোগান্তি নেই বললেই চলে এবং নিয়োগ কার্যক্রমও সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক (AVUB)

১৯৯৫ সালে এ বাহিনীর জন্য 'আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক' শিরোনামে একটি বেসরকারি ব্যাংক গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ১০০ টাকা মূল্যমানের শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ অর্থ হতে বাহিনীর সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে বর্তমানে ১৩% সুদে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ার বিক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হতো। পরবর্তীত আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নিজস্ব শেয়ার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরী করার শেয়ার বিক্রয় কার্যক্রমটি আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। যার ফলে শেয়ার ক্রয়কারীদের ভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন বাংক সংক্রান্ত বাহিনীর গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ

১) সদস্য-সদস্যাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
২) সদস্য-সদস্যাদের মাঝে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
৩) প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ;
৪) শেয়ার ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম;
৫) আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্তকরণ;
৬) তফসিলী ব্যাংকে রূপান্তর করা।

আনসার ভিডিপি ইউনিট পুনর্গঠন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বর্তমান সদস্য-সদস্যা সংখ্যা প্রায় ৬১ লক্ষ। যারা দেশের প্রতিটা গ্রামের জনবসতির মাঝে বিস্তৃত। এ সকল সদস্য-সদস্যা মানব নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলার মতো জনসম্পৃক্ত কার্যক্রমে অবদান রেখে চলেছে। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন-জাতীয় নির্বাচন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, বিপুল জনসমাগম ঘটে এমন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদিতে সরকারি নির্দেশনায় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়। নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কাজে মোতায়েন করা হয় বলে তৃণমূল সদস্য-সদস্যাদের সাথে সার্বক্ষণিক স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষে বাহিনীর ১০ বছর মেয়াদী ইউনিট পুনর্গঠন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ বছর মেয়াদের প্রথম ৫ বছরে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ও পূনঃগঠিত ইউনিট অনুযায়ী সংগৃহীত ডেটা সিস্টেমে সন্নিবেশ করে বাহিনীর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে।

ই-নথি কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল সরকারি দপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে ই-নথি-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কার্যালয়গুলোর মধ্যে ইতিমধ্যে ৩৯ টি জেলা লাইভে আছে এবং বাকি ইউনিটগুলোকে দ্রুত লাইভে আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইউনিটগুলোর দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ই-নথি কার্যক্রম একটি বিশেষ কার্যকরী উপাদান। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। গত ২২/০৯/২০১৯ ও ২৩/০৯/২০১৯ (০২) দুই দিনব্যাপী ট্রেনিং-এ এটুআই -এর প্রশিক্ষকদের সহযোগীতায় সদর দপ্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে ৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন এবং দ্বিতীয় ধাপে ২০/১০/২০১৯ তারিখ হতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় আইসিটি সেলে ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে ১ম শ্রেণীর ১০(দশ) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

৪০তম জাতীয় সমাবেশ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগসহ আনসার ও ভিডিপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

কুটির শিল্প

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতি বছরই আনসার ভিডিপি একাডেমি সফিপুর, গাজীপুরে বাহিনীর সদস্য/সদস্যাদের তৈরিকৃত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ৩৯তম জাতীয় সমাবেশ ২০১৯-এর কুচকাওয়াজ শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কুটির শিল্পের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক অর্জন

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে 'বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল' একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। বর্তমানে এ বাহিনীর সিনিয়র ও জুনিয়রসহ মোট ৪৭টি ক্রীড়া দল রয়েছে। এ বাহিনীর ব্যাটালিয়ন আনসার, মহিলা আনসার ও ভাতাভুক্ত খেলোয়াড়সহ প্রায় ৬০০ জন খেলোয়াড় রয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দলের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরব উজ্জ্বল। আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দলের যাত্রা শুরু হয় এ বাহিনীর প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকেই। প্রতিষ্ঠাকালীন বাহিনীর পরিচালক জেমস বুকানন আনসার হকি দল গঠন করেন। ১৯৮২ সাল হতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব:) ওয়াজহি উল্লার প্রেরণায় এ বাহিনীতে খেলাধুলার চর্চা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। মূলত বক্সিং খেলা দিয়েই ক্রীড়াঙ্গনে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে এ বাহিনী। ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতায় ৩ সদস্য বিশিষ্ট বক্সিং টিম প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এই বাহিনী ২টি তাম্র পদক পেয়ে ক্রীড়াঙ্গনে নাম লিপিবদ্ধ করে। ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত ২য় জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ আনসার লাল দল চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৮৫ সালে মহিলা হ্যান্ডবল টিমের নেপাল সফরের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে যাত্রা শুরু আনসার বাহিনীর। ১৯৮৮ সালে ৪র্থ বাংলাদেশ গেমসে আনসার ভিডিপি ক্রীড়া দল প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে ২৫ টি স্বর্ণ, ২৬ টি রৌপ্য ও ২ টি তাম্র পদক পেয়ে ৩য় স্থান অর্জন করে।

৪০তম জাতীয় সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

১৯৯২ সালে ৫ম বাংলাদেশ গেমসে ৫০টি স্বর্ণ, ৪৯টি রৌপ্য ও ৩৬ টি তাম্র পদকসহ ১৩৫ টি পদক পেয়ে প্রথমবারের মত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌবর অর্জন করে। ১৯৯৬ সালে ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ গেমসে ৭০টি স্বর্ণ, ৪৪টি রৌপ্য ও ৩৪ টি তাম্র পদকসহ ১৪৮ টি পদক পেয়ে আনসার চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৯৭ সালে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের 'শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠন' হিসেবে ক্রীড়া সাংবাদিক সমিতি কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০২ সালে ৭ম বাংলাদেশ গেমসে ৬৫টি স্বর্ণ, ৬১টি রৌপ্য ও ৬৪ টি তাম্র পদকসহ ১৯০ টি পদক পেয়ে আবারও আনসার বাহিনী চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে । ২০০৪ সালে ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বাংলাদেশ গেমসে পরপর হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাহিনীকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার 'স্বাধীনতা পদক' প্রদান করেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে ৮ম বাংলাদেশ বাংলাদেশ গেমসে্ ১১১টি স্বর্ণ, ৭৫টি রৌপ্য ও ৬৪টি তাম্র পদকসহ মোট ২৫০টি পদক পেয়ে 'বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল' পর পর চার বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব ধরে রাখে। ২০১৩ বাংলাদেশ গেমসের পর হতে অদ্যাবধি এ বাহিনী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের সুনাম এবং সম্মান বৃদ্ধি অসামান্য অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে উজ্জ্বল নক্ষত্র 'বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল' এর আরচ্যার মো: রোমান সানা। তিনি দেশের মাটিতে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রত্যেকটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল

আরচ্যারি খেলোয়াড় রোমান সানা ২০২২ সালে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসে্ বাংলাদেশের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন। এ কৃতিত্ব শুধু তার নয়, এ কৃতিত্ব আনসার ও ভিডিপি তথা সারা বাংলাদেশের। তার এ কৃতিত্বের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মহোদয় তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সর্বত্র দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যান্য বাহিনীকে সহায়তা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সর্বোপরি বলা যায়, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জননিরাপত্তা রক্ষায় সন্ত্রাস দমন, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশের একটি অনন্য বাহিনী হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত।

NTMC
...Beyond The Horizon

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) -এর Integrated Lawful Interception System (ILIS) প্রকল্প পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট, ১৯৭৩ এর ৮(১) ধারা মোতাবেক বিগত ২৫০৩২০১০ খ্রিঃ তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা গঠিত হয়। বর্ণিত এ্যাক্টের বিধানাবলি অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত করা, জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং বর্ণিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাসমূহের বিচারকালে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করাসহ বিচারিক কার্যক্রমে যাবতীয় সহযোগিতা করা তদন্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থার অর্গানোগ্রাম বিগত ০৯/০৬/২০১৩ ইং তারিখ অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী তদন্ত সংস্থার ১৭টি প্রথম শ্রেণির, ২৫টি ২য় শ্রেণির, ২০০টি ৩য় শ্রেণির এবং ৪৭টি ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদের (সর্বমোট ২৮৯টি) অনুমোদন পাওয়া যায়। বর্তমানে তদন্ত সংস্থায় ২১ জন প্রথম শ্রেণির, ১১ জন ২য় শ্রেণির, ১১২ জন ৩য় শ্রেণির এবং ৩০ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী (সর্বমোট ১৭৪ জন) কর্মরত আছে।

তদন্ত সংস্থা বিগত ৩০/০৬/২০১৯ ইং তারিখ পর্যন্ত ৭০ টি মামলায় ২৭৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৩৯ টি মামলায় ৯৬ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৬২ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ, ২৫ জনের বিরুদ্ধে আমত্যু কারাদণ্ডাদেশ ও ০১ জনের ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩১টি মামলায় ১৯১ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ২৯টি মামলায় ২১ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৬৬৫ মামলা/অভিযোগ (৩৬৮০ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় মুলতবি আছে।